স্মৃতি-কথা

শ্রীকেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

মিত্র ও ঘোষ
১০, শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট, কলিকাতা

উৎসর্গ

আমার শ্রদ্ধাস্পদ বন্ধু—শ্রীযুক্ত হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়—সাহিত্যরত্ন ভায়াকে নমস্কারপূর্ব্বক উৎসর্গ করিলাম।

শ্রীকেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

পূর্ণিয়া—
শ্রীশ্রী৺শ্যামাপূজা
১৮ই কার্ত্তিক, ১৩৫২

মীরাটে

যে বিষয় লেখবার জন্য অনুরোধ করেছ, তা লেখা সম্পূর্ণ নিরাপদ নয়, কারণ সে সব বহুদিনের কথা, মোটামুটি মনে থাকলেও—স্মরণের সাহায্য নিতে হয়। দ্বিতীয় অন্তরায়—তার মধ্যে মাঝে মাঝে "আমি ও আমার" এসে পড়ে, তাতে বিষয় বস্তুকে দুর্ব্বল করে দেয়।

তখন উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে সরকারী আপিসগুলিতে বাঙালির সংখ্যা ও প্রভাব প্রতিপত্তি ছিল বেশী, স্থানীয় প্রদেশবাসী ছিলেন না বললেও চলে। তাই বোধ হয় বাঙালির নামের সঙ্গে তখন 'বাবু' কথাটি ব্যবহার হোতো—সম্মানার্থে। আপিস-বহুল বড় বড় সহরে, যেখানে বাঙালির সংখ্যা বিশ পঁচিশ ঘরের বেশী, তাঁরা মিলেমিশে সংঘবদ্ধ ভাবে থাকতেন এবং প্রয়োজন বোধে ছেলেদের শিক্ষার উপায় স্বরূপ স্কুল প্রতিষ্ঠা করতে বাধ্য হতেন। নিজেদের জন্যে কারো বাসায় ক্লাব, ক্রমে কারো বাসায় লাইব্রেরী দেখা দিত। একঘেয়ে জীবন, বেশীদিন কাটানো অল্প শিক্ষিতের পক্ষেও কষ্টকর। তাই ছোটখাটো হোলেও এইসব প্রতিষ্ঠানের উদ্ভব। পরে নূতন নূতন লোক আসায় ও তাঁদের মধ্যে উৎসাহী, দক্ষ, সখের লোক পাওয়ায়, থিয়েটরের প্রস্তাব সহজেই গৃহীত হয়। ইচ্ছা প্রবল হ'লে কাজ আটকায় না।

আমি তখন মিরাটে। "রামাভিষেক" নাটক অভিনয়ের অল্প দিন পরেই "বেণী সংহারের" রিহার্সেল' বসে গেল। কিন্তু ভীম সাজবার লোকাভাব! "রামাভিষেক" অভিনয়ের সময় রামের আমদানী

হোয়েছিল সাহারাণপুর হ'তে। তাঁর পোষাক পরিচ্ছদের বালাই ছিল না। এবার ভীম এলেন আগ্রা হ'তে—একেবারে দ্বাপরের ভীম! বড়-আয়ের লোক, উৎসাহে অদ্বিতীয়। তিনি নিজের "ড্রেস" নিজের মনের মত করিয়ে নিয়ে হাজির! এই অঘোর চট্টোপাধ্যায় মহাশয় ছিলেন মহা সখের লোক। তাঁর অনুকরণ কোরে অনেকেই নিজের নিজের পোষাক নিজ ব্যয়ে করিয়ে ফেললেন; পরে নিয়মও হয়ে গেল তাই। দিল্লী হোতে চিত্র-শিল্পী এসে 'ড্রপ-সিন্' আঁকলেন—প্রসিদ্ধ মক্কা-মসজিদের দৃশ্য! সেটা মোটা তুলির কাজ নয়,—সূক্ষ্ম কারুচিত্র। দু' তিন মাসে শেষ হয়। দেখবার তরে, নিত্য স্থানীয় বড় বড় রহিসদের সমাগম হোতো, ও বাঙালিদের শিক্ষা দীক্ষা ও রুচির এবং কার্য্য-কলাপের প্রশংসা চলতো।

ইতিপূর্ব্বেই মিরাটে কালীবাড়ী ও দুর্গাবাড়ীর প্রতিষ্ঠা হ'য়ে গিয়েছিল—বাঙালিদের চেষ্টায়, সেটা অবশ্য বহু পূর্ব্বের কথা—সম্ভবত মিরাটের ব্যবসায়ীপ্রধান বাঙালী স্মরণীয় দিগম্বর মুখোপাধ্যায় ও মধুসূদন মুখোপাধ্যায় মহাশয়দ্বয় প্রমুখ—কমিসেরিয়েটের কল্যাণে। উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলের বড় বড় সহরগুলিতে এই কালীবাড়ী প্রতিষ্ঠা কাজটি বাঙালির একটি বড় ও উল্লেখযোগ্য কীর্ত্তি। এর প্রয়োজন, নানাদিক থেকেই তাঁরা অনুভব করেছিলেন। বাঙালিরা তখন জীবিকার্জ্জন ব্যপদেশে দেশ ছেড়ে বিদেশে বেরিয়ে পড়তে আরম্ভ করেছেন। বড় সহর মাত্রেই তাঁদের দু' চার জন মাঝে মাঝে দেখা দিচ্ছেন, কারো না কারো বাসায় অতিথি হোচ্ছেন। পরে বাঙালিদের চেষ্টায় ও সাহায্যে শিক্ষিত ও সক্ষমদের কাজকর্ম্মও মিলছে। কেহ উপস্থিত হ'লে, বিদেশে

বাসায় বেশীদিন রাখা সম্ভব নয়;—এই সব কালীবাড়ীর কল্পনার মূলে সে অভাব মোচনের অভিপ্রায়ও যে গৌণ ভাবে ছিল না এমন কথাও বলা যায় না। সেখানে তাঁরা নিয়মানুরূপ স্থান ও ভোগান্ন পেতেন;—নূতন স্থানে সহসা এসে পড়ে বিপন্ন হ'তে হ'ত না। তাঁদের পেলে স্থানীয় বাঙালিরা আদর যত্ন করতেন, সন্ধ্যার পর কালীবাড়ী গিয়ে তাঁদের ব্যবস্থা ক'রে দিতেন, খোঁজ খবর নিতেন, কাজ কর্ম্মের চেষ্টাও পেতেন। তখনকার দিনে ধর্ম্মশালার প্রসার এতটা ছিল না।

বিদেশে বাঙালিরা সংখ্যায় কম থাকলেও মিলেমিশে থাকতেন,—সেইটাই ছিল তাঁদের বল, এবং এই সব প্রতিষ্ঠানের মূলে ছিল সেই শক্তির প্রভাব। সময় ও সুযোগ মত তাঁরা স্থানীয় ভদ্র ও সম্ভ্রান্ত প্রতিবেশীদের সঙ্গে মিশতেন, প্রীতিসদ্ভাব রাখতেন। তাঁদের ওই সব কার্য্যাদি ও ব্যবহার সহজেই স্থানীয় ভদ্রদের শ্রদ্ধা ও ভালবাসা—ক্রমে সহযোগিতা আকর্ষণ করে, তাঁদের বন্ধু ভাবও আনে। বাঙালিরা শিক্ষিত বুদ্ধিমান জাতি ও ইংরেজদের প্রিয় বলে' পরিচিত ছিলেনই, তার উপর বালকদের শিক্ষার ব্যবস্থা ও প্রবাস জীবনটাকে ধীরে ধীরে যথাসম্ভব উপভোগ্য করার প্রচেষ্টা ও উপায় করতে দেখে স্থানীয় ভদ্রেরা স্বতই 'বাবুদের' সম্মানের চক্ষে দেখতেন,—এমন কি বড়র মর্য্যাদাই দিতেন।

সে সময়ে সরকারী হাঁসপাতালে ডাক্তার ছিলেন (বোধ হয় বাগ-বাজার নিবাসী) শ্রদ্ধেয় ত্রৈলোক্য নাথ ঘোষ মহাশয়। সুদক্ষতাগুণে যথেষ্ট প্রতিপত্তি ও সুখ্যাতি অর্জ্জন করেন ও রায় বাহাদুর হন। স্থানীয় লোকেরা ও রহিসেরা তাঁকে ধন্বন্তরী বলেই জানতেন ও দেবতার সম্মান

দিতেন। তাঁর গুণে ও ব্যবহারে তাঁর কাছে সকলেই বদ্ধ ছিলেন। তাঁর অনুরোধ পালনে সকলেই তৎপর থাকতেন। তাঁর প্রভাবও বাঙালীদের অনেকটা অগ্রসর করে দেয়।

স্থানীয় বড় ধনীদের অন্যতম ছিলেন ব্যাঙ্কার গোলাপসিং-হুলাস-রায়। বহু স্থানেই তাঁদের হুণ্ডির কাজ ছিল এবং এখনো থাকা সম্ভব। বড় বড় কাজকর্ম্ম ও উৎসবাদির জন্য মিরাট ক্যাণ্টনমেণ্টে, তাঁদের প্রকাণ্ড প্রাসাদোপম সুদৃশ্য একটি কর্ম্মবাড়ী বা জলসাবাড়ী ছিল,—সুবৃহৎ প্রশস্ত প্রাঙ্গণের চতুর্দ্দিকে হল-ঘর। প্রয়োজন হলে বিবাহাদি উৎসবে বড় লোকেরা ব্যবহার করতে পেতেন। বড়লোক বলার উদ্দেশ্য—সে বাড়ীতে ছোটখাটো কাজ মানাতোনা।

বাঙালিদের তাঁরা ভালবাসতেন ও সপ্রশংস চক্ষে দেখতেন, তাঁদের কার্য্যদক্ষতা ও কর্ম্মপটুতার 'তারিফ' করতেন। বাঙালিদের বিবাহাদি উৎসবে ও অভিনয়াদি আনন্দের ব্যাপারে ওই বাড়ী তাঁরা সানন্দে সসজ্জ ও অবারিত করে' দিতেন। তদ্ভিন্ন—আবশ্যক হ'লে দুষ্প্রাপ্য তৈজসাদি, সামিয়ানা, কানাত, তাকিয়া, বরাসন, গালিচা প্রভৃতি তাঁদের কাছে বাঙালিদের সহজ প্রাপ্য ছিল।

বাঙালিরা কাজকর্ম্মের চেষ্টায়, প্রিয় জন্মভূমি ছেড়ে বিদেশে আসেন। অল্প হলেও ক্রমে সংখ্যা বৃদ্ধি ও প্রয়োজনীয় প্রতিষ্ঠান বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তাঁদের নিজেদের একটি সমাজ গড়ে' ওঠে। স্থানগুলি স্বাস্থ্যকর ও দ্রব্যাদি অপেক্ষাকৃত সুলভ থাকায়, সক্ষমেরা কেহ কেহ বাড়িঘরও করেন ও স্ত্রী-পুত্রাদি আনিয়ে নিশ্চিন্তে থাকতে আরম্ভ করেন। তা'তে জন্মভূমির সংশ্রব ধীরে ধীরে শিথিল হ'তে থাকে। কিন্তু এই নিশ্চিন্ততার মধ্যে

দুশ্চিন্তা দেখা দিত—কন্যার বিবাহকাল উপস্থিত হ'লে। স্বাস্থ্যকর জল হাওয়ায় বর্দ্ধিত দশ বৎসরের কন্যাকে অনূঢ়া রাখা তখন আর সম্ভব হ'ত না। সে ক্ষেত্রে বিচলিত ভাবে, দেশের শরণ লওয়া ছাড়া উপায় থাকত না।

এই অবস্থায় মিরাটের কৃষ্ণপ্রসন্ন বাবু (ঠিক নামটি না দেওয়াই সমীচীন) দায়গ্রস্ত—বিপন্ন। বহু চেষ্টায় কন্যার জন্য একটি পাত্র পাওয়া গিয়েছে। তাঁরা চান এক হাজার টাকা নগদ, হাজার টাকার স্বর্ণালঙ্কার, পাত্রের সরকারী চাকুরী, আর বরাভরণ ও পাথেয় মাত্র!

তখনকার দিনে দেশে কোন বরদারূপী 'সারদার' সরকারী সাড়া মেয়ের বাপেদের 'বেপরোয়া' করে দেয়নি, সুতরাং কৃষ্ণপ্রসন্ন বাবুর কন্যা অরক্ষণীয়া! নিজে, ব্যাঙ্কে ১১০৲ টাকা বেতনে কাজ করেন; একমাস ছুটি নিয়ে, অনেক ঘুরে পাত্রটি মিলেছে। ভাবী বৈবাহিকের বিষম 'হাঁকে' অগত্যা তাঁকে রাজি হ'য়ে আসতে হয়েছে। আর সব কোনো প্রকারে ধারধোর কোরে জোগাড় হতেও পারে, কিন্তু সরকারী চাকুরীর সিংহনাদটি যে চড়া সুদেও ধারে মিলবে না! উপায়?

এরূপ অসম্ভব ও নির্লজ্জ দাবী শুনে সকলেই নির্ব্বাক। বৈবাহিকের প্রতি বহু বিশেষণ ব্যয় হয়েও গেল, কিন্তু উপায় অগ্রসর হ'ল না ২৪-পরগণার অন্তর্গত 'নিবাথই' (?) গ্রাম নিবাসী ৺ব্রজমোহন মিত্র মহাশয় ছিলেন কমিসেরিয়েটের "হেড এসিষ্টেণ্ট",—বড় বাবু,—সদাশয়, উদার ও আমোদ প্রিয়। লোককে যথাসাধ্য সাহায্য করা ছাড়া জীবনে তাঁর প্রধান কাজ ছিল দু'টি। টেবিল পরিষ্কার রাখা অর্থাৎ আপিসের প্রতিদিনের কাজ প্রতিদিন শেষ করা, দ্বিতীয় তাস খেলা।

এই তাস খেলা ছিল তাঁর নিত্যকার প্রিয় 'প্যাষ্টিম্'। ছোট বড়, যুবক বৃদ্ধ বাচ-বিচার ছিল না। সে সম্পর্কে ত্রিশ টাকার কেরাণীও তাঁর বন্ধু ছিলেন। সব কথা শুনে তিনি বললেন—"বৈবাহিক নিয়ে অত বিতণ্ডায় ফল নাই। ছেলের চাকুরী তো কৃষ্ণপ্রসন্নর মেয়ের ভালোর জন্যেই,—বৈবাহিক আর মন্দ কি বলেছেন? দেখি কি করতে পারি; এখন আর মিছে সময় নষ্ট ক'রে ফল কি? কৃষ্ণপ্রসন্ন আর সব জোগাড় করুক, আমরা নিত্য কর্ম্মটা সারিগে চলো।"—সহাস্যে সভা ভঙ্গ হ'ল।

বিবাহের জোগাড় চলতে লাগলো। কৃষ্ণপ্রসন্ন বাবু নগদ হাজার টাকার উপায় ক'রে রেখেছিলেন। পরিবার তাঁর অর্দ্ধেক অলঙ্কার দেবেন—On condition; অপরার্দ্ধের ভার স্বর্ণকার (নামটি স্মরণ নাই) নিলে,—তাকে মাসে মাসে পঁচিশ টাকা দিলেই হবে। লোকটি সম্পন্ন, বাঙালিদের সব কাজ সেই ক'রে থাকে ও বাঙালিদের বিশেষ অনুরক্ত।

কিছু পূর্ব্বেই দিল্লীতে সেই প্রথম প্রিন্স অফ্ ওয়েলসের শুভাগমনে মহা সমারোহ ব্যাপার (দরবার) হয়ে গিয়েছে। কমিসেরিয়েটে কাজের অন্ত নাই। ব্রজবাবু একজন ক্লার্কের জন্য সিমলায় আবেদন করলেন। আপিসের বড় সাহেব (বোধ হয় মেজর ওগিলভি) হেসে বললেন,—"আবার কেউ বেকার লোক এসেছে বুঝি! But Commissariat is no alms house Brojo!" ব্রজবাবু বলেন,—I believe Sir—so long you are here and Brojo is your humble servant—আবেদন বড় urgent ছিল,—চলে গেল, এক পক্ষ মধ্যে মঞ্জুরিও এসে গেল।

ইতিমধ্যে ভাবী বৈবাহিক যে 'ফাইনাল' ফর্দ পাঠালেন তাতে দেখা গেল—ঘড়িচেন ও পাথেয়াদি বাবদে আরো আড়াই শো টাকা বেড়ে গিয়েছে। তখন অনেকের মুখেই শোনা গেল—"ওখানে বিবাহ না দেওয়াই উচিত।" ব্রজবাবু বললেন—"এখন আর এই অল্পের জন্যে 'বিবেচনার' বৈঠক বসিয়ে কাজ নেই, আমরা এতগুলি বাঙ্গালি থাকতে আড়াই শো টাকার জন্যে আটকাবে না, বিশেষ পাত্রটি যখন ভালো ও কৃষ্ণপ্রসন্নের পচন্দ হয়েছে। তা ছাড়া সিমলাতে আবার উলটো নেমাজ পড়তে হবে নাকি। এর পর আর কোন বাধা বৈবাহিকের চাকরির দাবী মেটাতে পারা যাবে না। তিনি ছেলের জন্যে ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেটি চেয়ে বসতেও পারেন!" বিরুদ্ধ ভাব থেমে গেল।

যে সূত্রেই হোক এ সব সংবাদ গোলাবসিং-হুলাসরায় জানতে পারেন। তাঁরা বলে পাঠান—তাঁদের জলসা বাড়িতেই এই বিবাহ হওয়া চাই, কারণ স্থানীয় রহিস্‌ ও ভদ্রেরা "বরাতে" যোগ দিতে ও বাঙ্গালিদের বিবাহের আনন্দাংশ উপভোগ করতে ইচ্ছা করেছেন। কৃষ্ণপ্রসন্ন বাবু তাতে মহা বিচলিত ও চিন্তিত হয়ে পড়েন—"আমার ব্যবস্থা যে ও-বাড়ির একটি ঘরেই টিম্‌ টিম্‌ করবে!"

ব্রজবাবু আশ্বাস দিয়ে বললেন—"জলসার সকল ভার নিশ্চয়ই তাঁরা নিজেরা নেবেন, সে জন্যে তোমাকে ভাবতে হবে না।—আচ্ছা, আমি সে সংবাদ নিচ্ছি।"

মাঝে পাঁচটি দিন মাত্র আছে। সে দিন কৃষ্ণপ্রসন্ন বাবুর বৈঠকখানায় সকলে উপস্থিত। কাজ কর্ম managementএর প্রসঙ্গ চলছে,—কে কি ভার নেবার যোগ্য,—বর ও বর যাত্রীদের ষ্টেসন হতে

আনবার কিরূপ ব্যবস্থাদি শোভন হবে ইত্যাদি। কয়েকজনের 'গোপাল' নাম থাকায়, তাঁদের চেনবার সুবিধার জন্য প্রত্যেকের নামের পূর্ব্বে বিশেষণ যোগ করা ছিলই—সাহেবগোপাল, লম্বুগোপাল, কটা গোপাল, তরকারী গোপাল, গিন্নি গোপাল প্রভৃতি। রন্ধন সিদ্ধ তরকারী গোপালের উপর রন্ধনশালার এবং গিন্নি গোপালের উপর ভাঁড়ারের ভার ক্রিয়াকর্ম্মে স্থির করাও ছিল,—পঞ্চান্ন পার না হলে তাঁদের আর এ কাজ থেকে ছুটির সম্ভাবনা ছিল না। নির্ব্বাচন চলছে এমন সময় একখানি প্রকাণ্ড ব্রুহাম্, দ্বারে এসে উপস্থিত। সকলে শশব্যস্তে আরোহীদের সমাদরে বৈঠকে আনলেন। দু তিন জন স্থানীয় রহিস্ ও গুলাবসিং-হুল্লাসরায় প্রবেশ করলেন। তারপর দিল্লী-সুলভ আলাপ ও সৌজন্যের যে সব শ্রবণ-মধুর সবিনয় সদালাপ আরম্ভ হ'ল—আমাদের অভিধানে আজো তার সাড়া পাইনা।

সংক্ষেপে তার সারাংশ এই,—আপনারা এই দূর প্রবাসে আমাদের সম্মানিত অতিথি। আপনাদের পেয়ে আমরা অনেক কিছু পেয়েছি ও শিখেছি। আপনাদের উৎসাহ, উদ্যম, একতা কর্ত্তব্যপরায়ণতা এবং শিক্ষা ও আনন্দ প্রিয়তা, আমাদের অনুকরণের বস্তু হয়েছে। কাজে, কর্ম্মে, ব্যবহারে ও আলাপে আপানাদের যখন পাই, তখন আমরা সত্যই আনন্দ উপভোগ করি, ভিন্নভাব থাকেনা। আমরা এক হয়ে গিয়েছি ও সেটাকে আমরা লাভ বলেই মনে করি। সুতরাং কৃষ্ণ বাবুর কন্যার বিবাহে আমাদের কর্ত্তব্যও আছে। আপনাদের দেশ প্রচলিত প্রথাদি পালন করবার ভার আপনাদের আছেই। কিন্তু আমাদের জলসা বাড়িতে এ উৎসব করার উদ্দেশ্য—এ আমাদেরি কন্যার বিবাহ, আমরা

আমাদের প্রথা মত অন্তত বর আনবার শোভাযাত্রাদি, বাড়ী সাজানো, বন্ধুভোজ নৃত্যগীত প্রভৃতি বাইরের ব্যবস্থার ভার নেবার অনুমতি প্রার্থনা করতে এসেছি। এই দাবীই যেন আমাদের অভিন্নতার যোগসূত্রের মত মিলন বন্ধনীর কাজ করে। ইত্যাদি—

পরে অন্যতম প্রসিদ্ধ রহিস্ ছেদিলাল বাবু সিঙ্কের একটি 'পার্শে' (নগদ ৩২৫ টাকা) কৃষ্ণপ্রসন্ন বাবুর হাতে দিয়ে বললেন—"এটি আমাদের প্রথা রক্ষা কল্লে বরের যৌতুক হিসাবে কর্ত্তব্যের অন্তর্গত।"

এইরূপে তাঁরা কথাবার্ত্তায়, ব্যবহারে সৌজন্যে, সকলকে আপন করে চলে গেলেন।

তাঁদের আন্তরিকতায় ও আত্মীয়তায় সকলে এতই মুগ্ধ ও moved (সিক্তান্তকরণ) হয়ে পড়ে ছিলেন যে কারো মুখে আত্মপ্রকাশের ভাষা ফোটেনি, আর্দ্র নীরবতাই কৃতজ্ঞতা প্রকাশের একমাত্র পরিচয় দিয়েছিল। ব্রজবাবু কেবল তাঁদের আলিঙ্গন কোরে বিদায় দেন।

এরূপ স্থলে বিবাহের সমারোহ যেমন হওয়া উচিত কোথাও তার ত্রুটি ছিলনা, সে সব বর্ণনা নিষ্প্রয়োজন। সব যেন এক হয়ে গিয়েছিল, কোথাও প্রভেদ বা বিভিন্ন ভাব ছিলনা। স্থানীয় ভদ্র পরিবারের মহিলারা স্বেচ্ছায় মহানন্দে যোগদান করেছিলেন।

স্থানে স্থানে কিছু কিছু বিস্তারিত ভাবে উল্লেখের আবশ্যক বোধ হওয়ায় তা করতে হয়েছে—সেদিনকার পরিচয় পরিস্ফুট করবার জন্যে। ষাঠ-পঁয়ষট্টি বৎসর পূর্ব্বের একথা আজ অভিনব বলেই বোধ হবে। আশা করি প্রয়াগ প্রভৃতি বড় বড় সহরে এখনো কেহ কেহ আছেন যাঁরা এ সব অনেক দেখেছেন ও স্মরণ রাখেন। আমার এ বিষয়ের

উল্লেখ আলোচনা—তাঁদের সাড়া পাবার আশায়—আহ্বানলিপি স্বরূপ। জাতি, সমাজ চিরদিনই ভালোমন্দ মিশ্রিত। আমার আলোচনা উদ্দেশ্য মূলক,—ভাল দিকটা নিয়ে ; সুতরাং এর মধ্যে controversyর বা বিতর্ক বিতণ্ডার বালাই না থাকাই বাঞ্ছনীয়।

জব্বলপুর প্রবাসে

(১)

কথাটা প্রায় পঁয়তাল্লিশ বৎসর পূর্ব্বের। ১৮৯৫ সনে অগষ্ট মাসে কলিকাতা হইতে জব্বলপুরে আমার বদলি হয় ৺পূজার কয়েক সপ্তাহ পূর্ব্বে। আপিসের বড়বাবু অধুনা ৺আশুতোষ রায় মহাশকে পত্র দেওয়া হয়—পৌঁছে তাঁর অতিথি হ'য়ে তাঁর সাহায্যে বাসা ঠিক করে নেবো। কিন্তু উপস্থিত হয়ে জানলুম, তিনি কয়েক দিনের ছুটিতে দেশে গিয়েছেন! ট্রঙ্ক, ও বেডিং সহ টঙ্গা গিয়ে তাঁর তালাবদ্ধ বাসার সামনে হাজির,—আমার অবস্থা অনুমেয়!

আশু বাবুর বাসার প্রায় লাগাও কোন এক সম্ভ্রান্ত লোকের বাড়িই হবে। ভাবছি তাঁদের সঙ্গে কথা কয়ে আমার কর্ত্তব্য স্থির করি। আমার নামবার পূর্ব্বেই দেখি সেই বাড়ির দুটি ছেলে দ্রুত উপস্থিত হয়ে, অভি-বাদনান্তে বললে—"আপনি নেমে আসুন, আপনার জন্যে এ বাড়িতেই

সব ব্যবস্থা ঠিক আছে, কোন সঙ্কোচ রাখবেন না"। তাঁদের চাকর ইতিমধ্যে আমার ট্রঙ্ক ও বেডিং নিয়ে বাড়ী ঢুকলো! আমি যেন তাঁদের পূর্ব্ব পরিচিত বা আপন জন। ব্যবহারে, বিনয়ে, কথাবার্ত্তায় ও সহাস সৌজন্যে তাঁরা দশ মিনিটে সব সহজ করে দিলেন।

বড় ছেলেটি হাসতে হাসতে বললে—"আশু বাবু না থাকায় তাঁর নামের পত্রাদি আমরাই নিয়ে রাখি। আপনার পত্রখানি আমরাই পেয়েছি, সেই সঙ্গে আপনাকে পাবার সৌভাগ্যও"। তারপর আলাপ পরিচয়—চা প্রভৃতি।—"দ্বিধা সঙ্কোচ রাখবেন না—আমরা ব্রাহ্মণ"। কথাবার্ত্তা যেমন সহজ তেমনি সরল।

এঁদের আদি নিবাস কানপুর। পিতা ও তাঁর জ্যেষ্ঠ বহুদিন পূর্ব্বে এ প্রদেশে আসেন ও কন্ট্রাক্টারী কাজে ক্রমোন্নতি করেন। এখন বর্দ্ধিষ্ঠ রহিস্ মধ্যে গণ্য। পিতা "বাজপাইজি" নামে পরিচিত। পিতৃব্য রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত ঈশ্বরী প্রসাদ বাবু। নিকটেই তাঁর সুদৃশ্য দ্বিতল অট্টালিকা, জমিজমা। যিনি এই বিদেশে এই অজানা স্থানে first aid ও আশ্রয় দিয়ে আমার আকস্মিক বিপন্নতা দূর করলেন, তিনিই "বাজপাইজির" বড় ছেলে, নাম জয়নারায়ণ বাজপাই। বেশ বুদ্ধিমান ও সুভাষী, কবিপ্রকৃতি ও সাহিত্যানুরাগী। অনেক বিষয়ে সংবাদ রাখেন, সকল কথাতেই যোগ দিতে পারেন, বয়স পঁচিশ ছাব্বিশ। সাহেবদের নর্ম্মদা club-এ কাজ করেন। তাঁকে বন্ধু ভাবেই পেলুম। সেই সঙ্গে জ্ঞাতব্য সকল সংবাদও।

স্থানটি জব্বলপুরের "ক্যান্টন্মেণ্ট"। প্রায় পনেরো ষোলো ঘর বাঙালী থাকেন, অধিকাংশই কমিসেরিয়েটে কাজ করেন। দু'তিনজন Mess (মেস্) করে' আছেন; তন্মধ্যে দত্তপুকুরের শ্রীযুক্ত নৃত্যগোপাল লাহিড়ীও

ছিলেন। ইনি আমার বহুদিনের পরিচিত—কলিকাতা আপিসে একত্রে কাজ করেছি। এঁকে আমি 'মেজ্‌দা' বলে ডাকতুম, কেবল ডাকতুমই নয়—মেজদা বলেই জানতুম। তিনি আছেন এবং 'মেস'ও আছে শুনে, আমার অনেক চিন্তা লাঘব হয়ে গেলো।

নৃত্যবাবু থাকা সত্ত্বেও বাজপাইজির ও জয়নারায়ণবাবুর সৌজন্য এড়ানো সুকঠিন। সেখানে দুইদিন কাটাতেই হোলো। তাঁদের আন্তরিক ব্যবহার, আদর আপ্যায়ন সম্বন্ধে লেখা নিষ্প্রয়োজন। আমি যে কোন ভিন্ন প্রদেশবাসীর মধ্যে আশ্রয় পেয়েছি একথা তাঁরা আমার মনে আসতেও দেননি।

তৃতীয় দিন মেজদা এসে অনেক বলেকোয়ে আমাকে তাঁদের মেসে নিয়ে গেলেন। উপস্থিত হয়ে দেখি, মহেন্দ্রবাবু উপু হয়ে বসে গুড়ুক টানছেন ;—একগাল হাসি! ইনিও আমার পরিচিত! আগ্রার বালুগঞ্জ মেসে ১৮৮৪ সনে একত্রে ছয় মাস ছিলাম। মহেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ছিলেন ডুমুরদহ নিবাসী।

নৃত্যবাবু স্বয়ং বাজারে যাবার জন্য প্রস্তুত হলেন, বললেন—"কেদার এসেছে, আজ একটু মুখ বদলানো যাক"। বললুম—"ওটা বড় আশার কথা নয় দাদা। বাঙালির বাড়ি পরিচিত কেউ এলে, যেদিন পোলায়ের ব্যবস্থা হয়, বুঝতে হবে সেটা last bell—আগমনীতেই বিসর্জ্জনের বাজনা বাজাবেন না"। "না রে না, পোলাও নয়"।

মহেন্দ্রবাবু বললেন—"চলো এই ফাঁকে একটা কর্ত্তব্য সেরে আসবে চলো। ক্যাণ্টনমেণ্টে আমাদের প্রাচীন বাঙালির মধ্যে গোপাল মুখুয্যে মশাই আছেন। তিনি তোমার দাদার বন্ধু, retire করে স্বাস্থ্যকর স্থান

দেখে এখানেই ঘরবাড়ী করেছেন। এখন বড় কন্ট্রাক্টর ও তা'বড়ো হাপানী রোগী। এখানকার একজন সম্মানী রহিস বলা চলে। তুমি আসচো শুনে নিত্যই তোমার খোঁজ করেন, দেখলে বড় খুশি হবেন"।

উভয়ে যাওয়া গেলো। প্রণাম কোরে পায়ের ধূলো নিলুম। মহেন্দ্র বাবু বললেন—"এই নিন আপনার কেদারবাবু এসেছেন"। ভারি খুশি হলেন, তারপর খুঁটিয়ে সব খবর নিলেন। এখন স্ত্রীপুত্রহীন, কন্যা, জামাই আর দুটি দৌহিত্র নিয়ে থাকেন। প্রায় সাড়ে ছ' ফিট লম্বা মানুষ, পশ্চিমাঞ্চলে ইনিই ছিলেন "লম্বু গোপাল"! অর্থ ও সম্পত্তিশালী। জব্বলপুরেও কয়েকখানি বাড়ি আছে, ভাড়া দেন। দুটি স্থানীয় ভদ্রলোক উপস্থিত ছিলেন, তাঁদের সঙ্গে পরিচয় করে' দিলেন। তাঁরা যা বললেন তার মর্ম্ম "আমাদের মধ্যে বাঙালীদের পাওয়াটা আমরা লাভ বলেই মনে করি। তাঁদের সঙ্গে একটা উন্নতির হাওয়া আসে। তাঁরা কথায়, ব্যবহারে, কাজে কর্ম্মে আমাদের আকৃষ্ট করেন। এটা বোধ হয় তাঁদের প্রকৃতিগত বা শিক্ষার গুণ। তাঁদের মধ্যে একটা মোলায়েম মিষ্টভাব আছে"; ইত্যাদি। এসব কথার সত্যাসত্যে তখন মন দিই নাই, সাধারণ সৌজন্যই ভেবেছিলুম। পরে মেলামেশায় সে ভ্রম দূর হয়।

গোপালবাবু বললেন—"পরিবার নিয়ে আসনি কেনো ?" বললুম "তাঁকে নিয়ে চলা ফেরা চলে না—অসম্ভব। তিনি যাবার পথে পা বাড়িয়েছেন, দু তিন বৎসর থেকে দুরারোগ্য অম্লশূলে জীর্ণ। কোনো চিকিৎসাই ফল দিলে না"। তিনি বেশ উত্তেজিতভাবে বললেন "আমি দশদিনের ছুটি করিয়ে দিচ্ছি, Major Sparling আমার হাত ধরা, এখনি

গিয়ে তাঁকে নিয়ে এসো। তুমি কি শোননি, এটা কত বড় স্বাস্থ্যকর স্থান বিশেষ মেয়েদের পক্ষে অব্যর্থ সেনিটেরিয়ম, আমি তাঁর প্রাণের জন্য দায়ী রইলুম"। ভদ্রলোক দুইটিও অনুমোদন করলেন! আমি অনেক কারণ দেখিয়ে দুতিন মাস সময় নিয়ে, সেদিন বিদায় নিলুম।

ভাবতে ভাবতে ফিরলুম, এক এক জন লোকের এক একটি অন্ধ বিশ্বাস থাকে—এটাও তাই। নিজে রোগে প্রায় সর্ব্বক্ষণই কষ্ট পাচ্ছেন। বৈঠকখানাটীকে একটী ছোটখাটো ডিস্‌পেন্‌সারি কোরে রেখেছেন! শুনছি নর্ম্মদাঘাট এখান হ'তে পাঁচ মাইল, এই বিদেশে সেই রোগীকে এনে, ওই পাঁচ মাইল পথের ব্যবস্থা নিয়ে শেষে কি বিপদেই না পড়তে হবে! ওঁরা বড় লোক, ওঁদের সবই সহজ।

অবান্তর হলেও কথাটা এইখানেই শেষ করে রাখা ভালো। মানুষের কথায় যা হয়নি, ভগবান তা করে দিয়েছিলেন। বৎসর না শেষ হ'তে বড়-বউঠাকরুণ ও মা ঠিক পনেরো দিনের ব্যবধানে ইহলোক ত্যাগ করে' গেলেন। দেশের সংসার ভেঙে গেলো! বাড়িতে রইলেন আমার মুমূর্ষু পত্নী ও চারিটী শিশু—ছেলেমেয়ে। তাদের নামেমাত্র অভিভাবিকা হলেন মেজবউ—আমার passport পাওয়া পত্নী! শ্রাদ্ধশান্তি সমাপ্তে উপায়হীন অবস্থায় দাদা অতি কাতরভাবে এদের জব্বলপুর নিয়ে যাবার জন্যে আমাকে অনুরোধ করলেন। "ভেবনা, আমি তোমার সঙ্গে গিয়ে পৌঁছে দিয়ে ও গোপালবাবুকে সব ভার দিয়ে আসবো, অন্য উপায় আর নেই ভাই। ভগবান একেবারে মারেন না, মেজবউমা ভাল হয়ে যাবেন"। অগত্যা তাই হলো। আমার বিপন্নতা অনুমেয়।

বিশ্বাস করা কঠিন, আমিও করতে পারতুম না। না ঔষধ না পথ্য,

মাত্র স্থান ও জল হাওয়ার গুণে, সেই রোগী এক সপ্তাহের মধ্যে সহজভাবে যথা সম্ভব সংসার ও ছেলেমেয়ে দেখাশোনা আরম্ভ করেন। একমাস পরে তাঁকে রোগী বলে আর মনে হ'তনা। ছয় মাস মধ্যে—দেড় মণ উত্তীর্ণ। ভবিষ্যৎ ভেবে আমি ভীত! গোপালবাবুর কথা বর্ণে বর্ণে সত্য, জব্বলপুর মেয়েদের যে স্যানিটেরিয়ম, তাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহের কারণ রইল না। এটা চুয়াল্লিশ বৎসর পূর্ব্বের কথা। এখনকার কথা জানিনা। যাক্—

আপিসে উপস্থিত হ'য়ে দেখি—প্রায় সবই বাঙালী এবং অধিকাংশই আমার পরিচিত,—মাত্র তিন চার জন ছাড়া। ভিন্ন প্রদেশবাসীর মধ্যে কেবল বেরিলি নিবাসী বৃদ্ধ দুর্গা প্রসাদ বাবু আর মিষ্টার ম্যাসি সাহেব। মিষ্টার ম্যাসির সঙ্গে আগ্রায় কাজ করেছি। বেশ মিশুক্ ক্রিশ্চান্। আমাকে পেয়ে তাঁরা সকলে খুশি। নূতন স্থানে নূতন আপিসে এসেছি বলে' মনে হ'ল না। এজেণ্টদের মধ্যেও দুইজন বাঙালী—উত্তরপাড়া নিবাসী শ্রীকেদারনাথ চট্টোপাধ্যায় (?) ও শ্রীরামপুরের বামাপদ পাল ভায়া। কণ্ট্রাক্টাররা অধিকাংশই মাদ্রাজী ও দুই তিন জন মুসলমান। বাঙালিদের উপর সকলেই তুষ্ট।

পরদিন ছিল রবিবার। নৃত্যবাবু (মেজ্দা) বললেন—"চলো আজ সহরে যেতে হবে। বাঙালিদের সঙ্গে দেখা শোনা, আলাপ পরিচয়ও হয়ে যাবে, আর সহরে আজ "এতোয়ারী বাজার" বোলে বেশ বড় হাট বসে—বাজার কোরে আনাও হবে।" মেজদা ছিলেন সকল কাজেই মাষ্টার লোক,—fine taste-এর বাবুও যেমন, আবার ঘরামি, ছুতোর-মিস্ত্রী, দরজির কাজ, রন্ধন প্রভৃতি সকল কাজেই সুদক্ষ। নিজে বাজার

করা ছিল তাঁর সখের কাজ। তামাকটা নিজে দাঁড়িয়ে পরিমাণ-শুদ্ধভাবে মাখিয়ে না আনলে তাঁর মনঃপূত হোতো না। আমি ওসব দিক্ কোনো দিন মাড়াইনি।—আমার সংসার করা মানে—বিবাহ করা হয়েছিল, চাকরিও করি, বাজেকাজ করি, আর সাহিত্য-প্রীতি। অবান্তর নিয়েই সময় কাটানো।

মেজদার সঙ্গে সহরে চললুম,—বোধহয় দেড় মাইল পথ। প্রথমেই বড় আড্ডায় প্রবেশ,—চা বিস্কুট চলেছে।—"আসুন-আসুন,—বসুন।" তারপর কথাবার্ত্তা ও পরিচয়। পাঁচ সাতটি Jol y বাঙালী—ব্যারিষ্টার মিষ্টার ডি, ঘোষ, উকীল জজপুত্র মিষ্টার হরিশ মুখার্জ্জি, রাজা গোকুলদাস-মিলের ম্যানেজার মিষ্টার সত্যেন বসু, ইংলিসের প্রফেসর শ্রীযুক্ত হরিমোহন (?) বন্দ্যো, গভর্ণমেণ্ট হাঁসপাতালের প্রধান ডাক্তার শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ বরাট প্রভৃতি ও দুইটি স্থানীয় উকীল সকলেই সহজ সদ্ভাববদ্ধ।

অনেক কাজ সারতে হবে, সেদিন সবিনয়ে বিদায় নিলুম। হরিশবাবু বরাবর হাস্যমুখেই ছিলেন, বললেন—"আপনার 'ন্যায়-নৈমিষের' পার্টটা একদিন কিন্তু আমাদের শোনাতে হবে!" সকলে বললেন—"তাই নাকি"!—আমরা বেরিয়ে পড়লুম। ভাবতে লাগলুম—"একথা ইনি পেলেন কোথা?" মেজদা কিছু ভাঙ্গলেন না। বললেন চলো এইবার এখানকার বহু দিনের স্থায়ী বাঙালিদের সম্মান দিয়ে আসবে। তাঁরা এখানকার রহিসদের পর্য্যায় ভুক্ত, স্থানীয় সম্ভ্রান্তদের শ্রদ্ধার পাত্র, প্রায় এক হ'য়ে গিয়েছেন,—টুপি ব্যবহার করেন। স্থানীয় বড় বড়দের কাজকর্ম্মে ও মজলিসে আহ্বান ও সমাদর পান। পদ মর্য্যাদা ও প্রতিষ্ঠা যথেষ্ট।

যেতেই,—"আসেন-আসেন নৃত্যবাবু" বলে সব উঠে দাঁড়ালেন। নমস্কার বিনিময়ের পর আমাদের বসিয়ে, পরে বসলেন। বাড়িটি শ্রীযুক্ত মোহনচাঁদ বন্দ্যোপাধ্যায় (?) মহাশয়ের। ইনি "এক্‌ষ্ট্রা এসিসটেণ্ট্ কমিসনার",—বহু পরিবার প্রতিপালক। সাহেবিয়ানা বর্জ্জিত। মিষ্টভাষী ও অতিরিক্ত বিনয়ী। বাংলাকথা তার দ্রুত ও সড়গড় ভাব অনেকটা হারিয়েছে। স্থানীয় লোকদের প্রায় আপনজন হ'য়ে পড়েছেন,—এর মূলে সদ্ভাবই কাজ করেছে। তাঁর বৈঠকেই শ্রীযুক্ত অম্বিকা বাবুকেও পেলুম। ইনি মোহনচাঁদ বাবুর আত্মীয় ও পদস্থ বাসিন্দা। সহরে বা জব্বলপুরে বাঙালির নাম করতে হলে সর্ব্বাগ্রে এঁদেরই নাম সকলে করে' থাকে। আর কলেজের সংস্কৃত অধ্যাপক শ্রদ্ধেয় পণ্ডিত শ্রীযুক্ত কৈলাসচন্দ্র শাস্ত্রী মহাশয়েরও। এঁরা কথায়, চরিত্রে, ব্যবহারে সর্ব্বজনের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করে' ছিলেন ও বাঙালির খ্যাতি বৃদ্ধি করেছিলেন। আমি আজ তাঁদের সকলকেই শ্রীযুক্ত করছি বটে, বোধহয় তাঁদের পূর্ব্ব শ্রী স্মরণে। তবে জব্বলপুরে তাঁরা চিরজীবীই থাকবেন। যাক্—

মোহনচাঁদ বাবু অনেক কথা জিজ্ঞাসা করলেন—অনেক সংবাদ নিলেন,—প্রাচীন প্রথামত বংশাদির পরিচয়, দেশের ও সমাজের হালচাল ও অবস্থা,—ইত্যাদি-ইত্যাদি। উচ্চ পদের আঁচ্ বা ঝাঁঝ্ নাই। ইতিমধ্যে স্থানীয় কয়েকটি ভদ্রলোক এলেন,—তাঁদের সঙ্গে পরিচয় করে' দিলেন। আমরা—"পানএলাচি" গ্রহণান্তে বিদায় নিলাম। উঠে দাঁড়ালেন, বললেন—"সুবিধা মত দেখা দিলে সুখী হ'ব,—আমি অপটু-লোক, আমার অপরাধ নেবেন না" বলে' হাসলেন।

নানাকথা ভাবতে ভাবতে চললুম। মেজদা বললেন—"কেমন্

দেখ্‌লে?” বললুম—“এঁরাই প্রকৃত বড়লোক ও জ্ঞানীলোক; বিদেশকে স্বদেশ করেছেন। এঁদের ব্যবহারে—বিদেশে বাঙালী প্রীতির আসন পেয়েছে। প্রসঙ্গক্রমে একটা কথা শুনে এলুম।—“স্থানীয়—কি বড় কি মধ্যবিত্ত সকলের সঙ্গে বন্ধুভাবে মেশবার চেষ্টা যেন আমাদের থাকে, তাহ’লে আর বিদেশে আছি বলে’ মনে হবে না। বাঙালিকে এঁরা বড় বলে’ জানেন, বিশিষ্ট বুদ্ধিমান বলে’ স্বীকার করেন, তবে এ কাজটায় বাঙালী ছোট হবে কেন,—সে-পরিচয় দিতে পারবে না কেন?” মস্তবড় মূল্যবান কথা শুনে এলুম!

“এতোয়ারী বাজারে”র মুখেই কয়েকটি লক্ষ্মীমন্ত চেহারার সহিত সাক্ষাৎ। ১৮ থেকে ৩৫ বয়স, দু’তিনটির ১২।১৪—হাস্যমুখ, গলায় হারের গোছা, দু’হাতে নীরেট পাকা সোণার পাক্ দেওয়া অনন্ত, আঙ্গুলে হীরের আংটী; কিশোরদের কানে হীরের বটন্। প্রায় সকলেরি বর্ণ গৌর। বড় বড় কারবারী, গদি থেকে বেরিয়ে এসে মেজদাকে ঘিরে ফেললে,—পান খেয়ে যেতেই হবে! এঁরা কারা! মেজদার কাছে শুনলুম,—এঁরা সব জৈনী, সবাই বড় বড় ধনী মহাজন, পরেশনাথের উৎসবে অকাতরে লক্ষ লক্ষ টাকা ব্যয় করেন। থিয়েটরে সখ—অসম্ভব। অভিনয় দেখতে গিয়ে ধরা পড়েছিলুম। তারপর থেকে বন্ধুত্ব আর খাতির।” আর বলতে হ’লনা,—জানাই ছিল মেজদা ওকাজের মাষ্টার artist—বেঙ্গল থিয়েটরের ফেরৎ। ষ্টেজ্ ম্যানেজমেণ্ট, ড্রেস ও সিনের ডিজাইন্, সকল বিষয়েই অভিজ্ঞ,—তাছাড়া নিজে একজন দক্ষ অভিনেতা! কেবল বাপের পীড়নে আর সে যুগের খ্যাতনামা হেড্ এসিষ্টেণ্ট—দত্তপুকুরের নবীনচন্দ্র চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের সাহায্যে—

কমিসেরিয়েটে চাকুরি স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছিলেন। মিষ্টার "গ্রেগরির" পার্ট অভিনয় কোরে কলিকাতায় "গিরিধারী" নামে পরিচিত হয়েছিলেন।—সবই বৃথা হয়ে গেছে! যাক্—

বাজার কোরে বাসায় ফেরা গেল। ক্লান্ত ও অবসন্ন। মহেন্দ্রবাবু—অগ্নিহোত্রী বললে হয়, ধুনি জ্বেলে রেখেছিলেন, টেনে বাঁচলুম। আজকাল সেটা ভদ্রতা বিরুদ্ধ হয়ে এসেছে, কিন্তু 'পাসিংশো' সে আরাম দেয় কিনা সন্দেহ!

মেজদা কিন্তু আরামের অবকাশ দিলেন না, বৈকালে বললেন "চলো, দূরে যেতে হবে না, ক্যাণ্টনমেণ্টের মধ্যেই।—অল্পদিন হোলো শ্রীযুক্ত তড়িৎকান্তি বক্সী, প্রফেসার অফ কেমিষ্ট্রী (?) হয়ে এসেছেন। বড় ভালো ছেলে,—দেখে আনন্দ পাবে! ইনি আমাদের প্রসিদ্ধ, 'অমৃতবাজার পত্রিকা' ফ্যামিলির আপন জন। বিদ্যা, বিনয়, ব্যবহারে বাঙালির গৌরব সূচনা করে।" গিয়ে—আনন্দ ও আশা পেলুম। সেই সঙ্গে—মিষ্টার ডোলে ও মিষ্টার স্রোতে দুইটি ইয়ং প্রোফেসারকেও পেলুম আর একটি পেন্টিং মাষ্টার। তিনজনই মহারাষ্ট্রী ব্রাহ্মণ;—দেশের চিন্তা, দেশের কথায় উৎসাহ উত্তেজনা সমধিক। বার বার সুরেন্দ্রনাথের নাম করলেন, সেই সঙ্গে বাঙালির প্রশংসাবাদ। ঘণ্টাখানেক বেশ আনন্দে কাটিয়ে আসা গেল।

আর কুলুজি বাড়াব না,—নিশ্চয়ই পাঠকদের অসহিষ্ণু করা হয়েছে। আবশ্যক বোধেই এ অপরাধ করেছি। পূর্ব্বে নবাগতদের স্থানীয় ভদ্রলোকদের সহিত দেখা শোনা করা ও পরিচিত হওয়া, কর্ত্তব্যের মধ্যে ছিল—Why and what for ছিল না। তা'তে প্রীতি সদ্ভাব বৃদ্ধিই পেতো।

২

আজন্ম অভ্যাস—দশজনকে নিত্য পাওয়া, দুচার ঘণ্টা একত্রে কাটানো। তা'তে ছোটখাটো অসুবিধা যে নাই তা নয়,—বিশেষ পরিবারদের ও ভৃত্যের। অত' হিসেব করে' চললে—অনেক কিছু হ'তে বঞ্চিতও হ'তে হয়।—সেটা হিসেবের বয়সও ছিল না। তাই —বাসা নির্ব্বাচনটা হ'ত একটু দরাজ, আর বৈঠকখানাটি—প্রশস্ত ও ভদ্রোচিত।—যাদৃশী ভাবনা যস্য—পাওয়া গিয়েছিলও তাই।

ইংরাজেরা অনেকেই সুদূর বিদেশে—কাজকর্ম্ম, ব্যবসা-বাণিজ্য করতে এলেও, ভারত তাঁদেরই রাজ্য এবং তাঁরা সকলেই রাজত্বের অংশীদার, এ ধারণা স্বতঃই রাখেন। কেউ না চাইলেও, তার চিন্তা পোষণ করেন। সহরে বা বনে জঙ্গলে যেখানেই পাঁচ সাতজন থাকেন, তাঁদের একটি clubও থাকে। দিনের কার্য্যান্তে সকলে একবার সেখানে উপস্থিত হ'ন,—কেবল আমোদ প্রমোদের জন্যই নয়,—জমিদারির সংবাদাদির আদান প্রদান, চিন্তা চর্চ্চাও চলে। অর্থাৎ সকলে up to date থাকেন।

ভাগ্যের কৃপায় আমাদের সে সব দুর্ভাবনা ছিল না।—বৈঠকখানাই ছিল আমাদের ক্লাব, আর তার আকর্ষক উপকরণ ছিল—গল্প-গুজব, তাস পাসা; আর পরচর্চ্চা মিললে—গরম-মশলার কাজ দিত! যাই হোক্—নিত্য মেলা-মেশার একটা উপকারিতা আছেই —প্রীতি সদ্ভাব বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্ঘ-শক্তিও বাড়ে,—প্রবাস জীবনে যার

আবশ্যকতা সমধিক। কাজই মানুষকে জীবন্ত রাখে,—আমোদ প্রমোদের কাজও বাদ দেবার বস্তু নয়। কিছু না পেলেই লোক অবান্তর নিয়ে থাকে,—প্রকৃতি চুপ করে' থাকতে দেয় না।

সাহিত্য চর্চ্চার একটু নেশা ছিল, নানা কারণে তা বন্ধ হ'য়ে যাওয়ায়, কিছুতেই মন বসছিল না। কোনো খেলাতেই পরিপক্ক হই নি, তাস খেলাতেও নয়। বিদ্যাবুদ্ধি প্রকাশ পেতে বিলম্ব হয় নি, মেজদাও (নৃত্য গোপাল লাহিড়ী) সে কথাটা সকলকে জানিয়ে দিয়েছিলেন, তাই সহজেই বাজে লোকের মধ্যে গণ্য হ'য়ে পড়ি ও রেহাই পাই। মেজদা ছিলেন সকল বিষয়েই 'হুনুহর', তিনিই বৈঠক্ সরগরম রাখতেন; খেলার মত্ততায়, আমি উপস্থিত না থাকলেও,—আমার অভাব কেহ বড় লক্ষ্য করতেন না।

কিন্তু আমারও ত' একটা কাজ চাই! সুখ পাই না, মন উস্‌খুস্ করে। বাসার সন্নিকটেই (মিনিট তিনেকের পথ) প্রাচীন একটি কালীবাড়ী, প্রতিষ্ঠিত মূর্ত্তিটিও বহু প্রাচীন। বাড়ির চতুর্দ্দিক পাকা বারাণ্ডা ঘেরা। এ সম্বন্ধে অনুসন্ধান করে' ইতিহাস বার করা উচিত ছিল। দুঃখের বিষয় সে খেয়াল তখন মাথায় আসেনি।

বাসায় মজলিস্ আরম্ভ হ'য়ে গেলে, আমি সেই কালীবাড়ীর বারাণ্ডার একটি নিভৃত কোণে—ঘণ্টা দুই কাটিয়ে আসতুম। কি করতুম তা ঠিক্ করে' বলতে পারি না। চঞ্চল চিত্তে অনেক কিছুই এসে পড়তো।—৺পূজার আর মাস আড়াই বাকি। ছুটি হবে মাত্র চারটি দিন, তা'তে কেই বা বাড়ী যাবেন—যাওয়া সম্ভব নয়!—পরে—বড়লাট কর্জ্জন বাহাদুর কেরানীদের সে দুঃখ ঘুচিয়ে যান, এখন বোধহয় সর্ব্বত্রই তাঁদের বার

দিনের বরাদ্দ। সেটা এখন কিন্তু বড় কর্ত্তাদের খেয়াল ও মেজাজ অনুসারে ভোগ হয়।

জব্বলপুর সহরে মাত্র একখানি দুর্গা প্রতিমা আসতো, কিন্তু ক্যাণ্টনমেণ্ট্ হ'তে সে প্রায় এক ক্রোশ তফাতে। কালীঘাট নিবাসী শ্রীযুক্ত বিনোদ বাবু ছিলেন সখের লোক,—গাইতেও পারতেন। তাঁরই চেষ্টায় সেখানে থিয়েটরের ব্যবস্থাও ছিল। তা'তে না হয় আমাদের প্রতিমাদর্শন ও থিয়েটর উপভোগে একদিন কাটতে পারে। বাকি তিন দিন—একাউণ্টেণ্ট্ দ্বারিক মুখুয্যে মশায়ের তাস খেলায় তাগিদ ও মাতুনী—বড়ই একঘেয়ে! তিনি তাসের প্যাকেট্ পকেটে না করে' এক-পা চলতেন না। বাড়ী থেকে লোককে টেনে বার করতেন, বাজার হাট করা বন্ধ হ'ত। —"বাড়ীতে চাল যে নেই" বললে বলতেন—'ডাল্' আছে তো,—চালের চেয়ে তা ঢের পুষ্টিকর, চলো।" তখন—'ভিটামিন্' কথাটার সাড়া পাওয়া যায়নি।

এ অঞ্চলে মান্দ্রাজিদের মধ্যে দুর্গোৎসব আছে—প্রতিমায় কিছু তফাৎ,—বোধ করি কার্ত্তিক গণেশ বর্জ্জিত,—ঠিক্ স্মরণ নাই। পূজার ব্যবস্থা ও মন্ত্রাদি বৈদিক। ক্যাণ্টন্‌মেণ্টেও তা ছিল। দর্শন করে' আসা চলে মাত্র।

একটা কিছু চাই,—কি করা যায়? এত অল্প লোক নিয়ে দুর্গোৎসবে সাহস হয় না;—অর্থ চিন্তাও আছে।—শেষ—অভিনয়ের কথাই এগিয়ে এলো,—সময় কাটবে ভালো। কিন্তু উপলক্ষহীন কোনো কাজই শোভন হয় না যে! কথাটা পেড়েই দেখা যাক্।

বৈঠকে প্রস্তাবটা উপস্থিত করতেই সকলে সাগ্রহে সমর্থন করলেন।

মেজদা একদম front, তাঁর ছিল এটা ধাতের জিনিস্। দু'মিনিট পরে বললেন,—"তবে মাকে আনাই ভালো, নচেৎ নেড়া নেড়া দেখাবে, শ্রীহীন হবে—জমবে না।—থিয়েটর হয়েই যাবে,—বার্ণ কোম্পানির দল রয়েছে, তাঁদের দশ-বারটিকে পাব, সকলেই যুবা ও কৃতকর্ম্মা—সেই সঙ্গে 'সিন্' প্রভৃতিও পাব।—এখন পূজার কথা ভাবো।"—মেজদার উৎসাহ দেখে, মন্ বললে—"না চাহিতে জল" * * *

জব্বলপুর ষ্টেশনের পাশেই বার্ণ কোম্পানির "পটারি ওয়ার্কস্"। তা'তে ১০।১২টি বাঙালী যুবক কাজ করতেন, শ্রীযুক্ত নগেন্দ্র নাথ মুখোপাধ্যায় ছিলেন বড় বাবু। সবাই সখের লোক। আবার ইতিমধ্যে—শ্রীরামপুর-চাতরা নিবাসী শ্রীযুক্ত হরিপদ বন্দ্যোপাধ্যায় কলকাতা হ'তে বদলি হয়ে আমাদের আপিসে এসেছিলেন। বড় বাবুর পরেই ছিল তাঁর স্থান। বয়স প্রায় পঞ্চাশ হলেও মনটি যৌবনকে ছাড়েনি। পূজাদির কাজেও ছিল আগ্রহ ও নিষ্ঠা,—ব্যবস্থাদিও সব জানা ছিল।—"কুছ্ পরোয়া নেই" বলে' তিনি সাহস দিলেন ও কোমর বাঁধলেন। বললেন—"পূজার পূর্ব্বেই আমি একবার বাড়ী যাব,—প্রতিমার সাজসজ্জা, পূজার সরঞ্জাম প্রভৃতি নিয়ে ফিরবো। কাশী হ'তে পুরোহিত আনবার ভারও আমি নিলাম।"

কথাটা উত্থাপনের পর, তার যে এত দ্রুত অগ্রগতি দাঁড়াবে, পূর্ব্বে তা ভাবতে পারিনি। চিন্তা চাপলো। মেজদা বললেন,—"কোনো চিন্তা নেই, সব হয়ে যাবে। কি বই ঠিক্ করেছিস বল"? বললুম—"সে আপনার সঙ্গে পরামর্শ ক'রে হবে, এখন চলুন্ আমাদের গোপাল মুখুয্যে মশায়ের কাছে। বাঙালির মধ্যে—ক্যাণ্টন্‌মেণ্টে তিনিই প্রাচীন ও

প্রভাবশালী,—আমাদের কর্ত্তা বা অভিভাবক স্থানীয়। তাঁকে জানানো ও তাঁর পরামর্শ নেওয়া সর্ব্বাগ্রে আবশ্যক বলে' মনে হয়।" শুনে বললেন—"ঠিক্ কথা, চল্।"—

যাওয়া গেল ও তাঁকে সব কথা জানান গেল। শুনতে শুনতে তাঁর মুখে প্রফুল্ল ভাব ফুটে উঠলো। বললেন—"আমার বহুদিনের ইচ্ছাটা তোমরা আজ ব্যক্ত করলে। টাকার জন্য ভেব না, আমি আজই তোমাদের ডিপার্টমেণ্টের,—আমার ব্রাদার কণ্ট্রাক্টার ও এজেণ্টদের ডাকিয়ে সব ঠিক করছি। ও কাজটা তোমাদের করতে বলি না, উচিতও নয়। তোমরা নিজেদের মধ্যে যা পার কোরো। স্থান নির্ব্বাচন কোথায় করবে? আমার বাড়ির সংলগ্ন এই যে সুন্দর প্রশস্ত প্রাঙ্গণ রয়েছে এটা রায় বাহাদুর ঈশ্বরী প্রসাদ বাজপাই বাবুর,—তাঁর কাছে গেলেই পাওয়া যাবে। আমার বাড়ির লাগাও,—পূজার আয়োজন, ভোগরাগাদির সুবিধা হবে! রায় বাহাদুরের কাছে কিন্তু তোমাদের যেতে হবে। তাঁর ভাইপো—জয়নারায়ণ বাজপাইকে সঙ্গে নিও।" ইত্যাদি—ইত্যাদি।

তাই তো,—মা সত্যই ভর করলেন, না এসে ছাড়বেন না! বাসায় ফিরে দেখি—বৈঠকে কয়েকটি স্থানীয় ভদ্রলোক উপস্থিত, "বাদশা বাবু" তাঁদের প্রধান। তিনি সকলেরি পরিচিত, বড় ঘরের ছেলে। মান্দ্রাজী বলে' চেনবার জো নেই। সহৃদয়, একবার সাক্ষাতেই বন্ধুত্ব হয়ে যায়। যৌবনে অনেক টাকা উড়িয়ে—"বাদশা বাবু" নাম পেয়েছেন। সর্ব্বদা সহাস ও সুভাষী। একটি বেশ বড় "প্রেস" রাখেন, তা'তে—ইংরাজি, হিন্দি, উর্দ্দু—সকল রকম ছাপার কাজ

চলে। হাসতে হাসতে বললেন,—"সব শুনেছি। ক্যান্‌টমেণ্ট্ যেন ঘুমিয়েছিল, এইবার জাগবে। ছুটির সময়টা বড় নিরানন্দে কাটতো, এই সব বন্ধুরা নাগপুর প্রভৃতি স্থানে বেরিয়ে পড়তেন। শুনে সকলেই খুশি। সকলেই উৎসবের অংশ নিতে প্রস্তুত। আসর সাজাবার ভার আমাদের। দরি, জাজিম,—চেয়ার বেঞ্চ, ঝাড় লাণ্ঠান, সামিয়ানা, কানাৎ, ম্যারাপের চিন্তা রাখবেন না। আপনাদের থিয়েটর তো থাকবেই, ষ্টেজের জন্যে যা যা আবশ্যক আমাদের সংবাদ দিলেই তা পাবেন। এঁরা সেই কথাই জানাতে এসেছেন। তা ছাড়া আমাদেরও একটা নিবেদন আছে—স্থানীয় ভদ্রলোকেরা পূজাদি ও অভিনয়ের আনন্দ উপভোগ তো করবেনই, কিন্তু বাংলা অভিনয়ের মর্ম্মটা প্রোগ্রামে একটু খুলে দেবেন,—আমি আমার প্রেস্ থেকে ছাপিয়ে দেব। আর একটি মাত্র অনুরোধ,—অভিনয় আরম্ভ হবার পূর্ব্বের দু'ঘণ্টা সময় আমাদের দিতে হবে। এখানকার সকল উৎসবে বাঈ-নাচ থাকেই, তার জন্যে আপনাদের ভাবতে হবে না। সে ভারটা চিরদিনই আমার! স্থানীয় সকলেই এবং আপনারাও সেটা বিশেষ উপভোগ করবেন!" এই বলে' সকলেই হাসলেন।

এযে ক্রমশঃ রাজকন্যের বিবাহ দাঁড়িয়ে যায়! বললুম—"আপনার এই সরস প্রস্তাব সকলেরি সানন্দ অনুমোদন পাবে, শুনে সকলেই খুশি হবেন,—উৎসাহ বেড়ে যাবে। তবে—গোপাল বাবুকে একবার···"—

আমার কথা না শেষ হতে দিয়েই বাদশা বাবু ও তাঁর সঙ্গীরা হো হো করে' হেসে বললেন—"ভাববেন না, তিনিই আমাদের গুরুজি! বাঈজির গান না থাকলে সে মজলিসে তিনি যান না," ইত্যাদি!

"বাঈজিদের ব্যবস্থা ও অভ্যর্থনাদির আদব কায়দা আমাদের জানা নেই।

"আলবাৎ,—সে জিম্মা আমার" বলতে বলতে বাদশা বাবু ও তাঁরা আনন্দে বিদায় নিলেন।

আমরা হতভম্বের মত' মুখ চাওয়াচাউয়ি করতে লাগলুম। "ক্রমে কম্বল ভারী হচ্ছে, সামলাবে কে? ভয়ও হচ্ছে"।—মেজদা বললেন—"যিনি আসছেন তিনি।—এখন কি বই ঠিক করলি বল"।—"বৈকালে বলব"—

এমন নাটক চাই যাতে বীর আছেন, বীরত্ব আছে, যুদ্ধ আছে, তলোয়ার আছে, পোষাক পরিচ্ছদের চমক আছে—যা এ প্রদেশের লোকে উপভোগ করবেন,—অভিনেতাদের উৎসাহ বাড়বে।—কাপড় চাদর, চটি পরে' শ্রাদ্ধবাড়ীতে নিমন্ত্রণে আসবে না—হুঁকো কাড়াকাড়িও থাকবেনা। তাই—"মেঘনাদ বধ" আর "দুর্গেশনন্দিনী" সকলে অনুমোদন করলেন। কাজ কিন্তু সহজ নয়।—নাটকরূপে বাজারে তাদের পাওয়া যায় না।

বিদ্যা বুদ্ধি মত তাদের নাটকীয় রূপ দিতে একপক্ষ কেটে গেল। তাগিদের অন্ত নাই! যে যার পার্ট কাপি করতে লেগে গেলেন,—রিহার্সেল বসে' গেল। তখন সকলকে ডেকে পাঠাতে হয়!—এ ডিপার্টমেণ্ট মেজদার,—আমরা নিশ্চিন্ত। কিন্তু গায়কের জন্য চিন্তা রইল।

হরিপদ বাবু তখন প্রবীণের কোঠায় পা দিয়েছেন, পাকা চুল উঁকি মারছে, সন্ধ্যাহ্নিক করেন—"নিত্যকর্ম্ম পদ্ধতি" কণ্ঠস্থ। প্রতিমা গঠন, পুরোহিত আনয়ন, পূজার ব্যবস্থা প্রভৃতির ভার তাঁর। তিনি পত্র ব্যবহার আরম্ভ করেছেন।—একদিন সংবাদ দিয়ে গেলেন—"কাশী হ'তে, নানা "তীর্থের" তক্‌মাধারী young পণ্ডিত শ্রীযুক্ত বামাচরণ ভট্টাচার্য্য মহাশয়, সহ তন্ত্রধারক, পূজার দু'তিন দিন পূর্ব্বেই আসবেন,—আমার বাসাতেই থাকবেন"। শেষের কথাটি বিশেষ সুমধুর। আমরা বাঁচলুম!—আমার

বৈঠকে নিত্য "আল্লা আল্লা হো" চলতে লাগলো। দ্বারিক বাবুর তাস পকেটেই থাকে, তিনি হতাশের মত আসেন যান।

বৃদ্ধ ও হাঁপ-ক্লিষ্ট গোপাল বাবু সপ্তাহে একদিন উৎসাহ দিতে আসেন,— "ক্যাণ্টনমেণ্টে বাঙালিদের এই প্রথম পূজা,—difficulty বা অভাবের কথা সময় থাকতে যেন শুনতে পাই। দেখো—সহরেও পূজা আছে" ইত্যাদি। সেকালের লোক— competitionএর কথা বোধ হয় মনে মনে পোষণ করেন।

ষষ্ঠাদিকল্প আরম্ভ হতে দিন পনের বাকি। পূর্ব্ব সঙ্কল্প মত হরিপদ বাবু ছুটি নিয়ে বাড়ী গিয়েছেন। তর্পণ ও শ্রাদ্ধাদি গঙ্গাগর্ভে শেষ করে, ফর্দ্দ মত প্রতিমার সাজ ও পূজার সামগ্রী নিয়ে ফিরবেন।

থিয়েটরের জ্যান্ত দেবতাদের সাজ সজ্জা সংগ্রহের ভার এই অধমের উপর পড়েছে। আমি লক্ষীমন্তদের দ্বারস্থ হয়ে বেড়াচ্ছি! রাবণ ও মেঘনাদ থেকে জগৎসিংহ, ওসমান, বীরেন্দ্র সিংহ, কতলুখাঁ প্রভৃতির জন্য অন্ততঃ আদ-ডজন্ রয়েল ড্রেস চাই, দু'চার খানা তলোয়ারও দরকার, প্রমীলা ও আয়েসার বোধ হয় পেসোয়াজ হলেই ভাল হয়—তদুপরি 'বডিস্'। 'ব্লাউসের' নাম তখন অশ্রুত ছিল, কোন 'হউসেই' তা আসেনি।—পুরুষ হ'লে কি হয়, মুক্তোর মালা আর বীরবৌলী বীরদেরও নাকি চাই, বোধ হয় মহা-শক্তিরা পরেন বলে।

মেজদা অভয় দিলেন—"তার ফর্দ্দ হরিপদ বাবুকে দেওয়া হয়েছে, দেড়-পোয়া ঝুটো মুক্তো আসবে"! বললুম "এটা তান্তিয়া ভীলের এলাকা,—ডাকাত না পড়ে!" বললেন—"থাম্, যদি সাহস করিস, জৈনী বন্ধুদের কাছ থেকে, অভিনয়ের দিন আসল সাঁচ্চা জড়োয়া অলঙ্কারাদি এনে দেব, মুক্তোর

মালাও আনতে পারি, কিন্তু "রয়েল ড্রেস" পাবনা। বললুম "রক্ষা করুন দাদা, ভিটে বেচলেও যার একটা পুঁটের কি নলকের দাম উঠবে না, এমন ঐশ্বর্য্যিতে কাজ নেই, আমাদের নেড়ির মা, ভোমলার মায়েরা যা দয়া করে দেবেন, তাইতেই চলবে"। "তবে যা হয় কর" বলে' চলে গেলেন।

তাই ত, "নরমেধ যজ্ঞ" প্লে করাই উচিত ছিল! কলকাতা নয় যে সকল জিনিস ভাড়ায় মিলবে। এক ভরসা রাজা গোকুল দাসের বাড়ী, কুমার সাহেবের সঙ্গে একটু পরিচয়ও আছে, বাঙালিদের সঙ্গে মেশবার সখও তিনি রাখেন। পরদিন বেলা আটটার পর উপস্থিত হয়ে 'সেলাম' পাঠালুম। দেখা হ'ল, young boy ভারী খুশি, ব্যাপার কি বাবু সাহেব? পূজার কথা আমি শুনেছি, খুব আনন্দের কথা, তবে রাজা সাহেবের সঙ্গে দেখা করবেন, মওকা মত' আমিও তাঁকে বলে রাখব"। বললুম "সে আমি একা আসব না। আজ এসেছি আপনার কাছে। শুনে থাকবেন তুই রাত্র অভিনয় আছে,—রাবণ, ইন্দ্রজিত, জগৎসিংহ প্রভৃতি রাজা, রাজকুমার ও বীরেদের জন্যে কয়েকটি রয়েল ড্রেস দরকার, রাজবাড়ী ভিন্ন সে সব কোথায় আর পাব' "—

আমাকে আর বলতে হল' না—একেবারে "ঠাকুরের" তলব হোলো। সরকার এসে সংবাদ দিলে—"ঠাকুর তিন দিনের ছুটি নিয়ে সম্বন্ধীর বাড়ী কি কাজে গিয়েছে হুজুর"। কুমার চিন্তিত ভাবে আমার দিকে চেয়ে জিজ্ঞাসা করলেন "আপনাদের কবে দরকার?" বললুম "দশ দিন পরে"। "ওঃ তবে আর কি, দু'এক দিন আগে এসে নিয়ে যাবেন। কিন্তু নিজে আসবেন"। বললুম "নিশ্চয়ই"। পাঁচ সাত মিনিট আদব কায়দা মত কৃতজ্ঞতা স্বীকার ও দেখতে যাবার অনুরোধাদির পর—চিন্তা মুক্তির আনন্দ

নিয়ে ফিরলুম। "ঠাকুর" বোধ হয় কোনো উচ্চপদস্থ কেহ হবেন। নীচে এসে সরকারকে তাঁর সম্বন্ধে জানবার জন্য প্রশ্ন করলুম। শুনলুম—তিনি নাউ ঠাকুর, অর্থাৎ "নাপিত"! প্রাচীন প্রথা মত, পুরুষানুক্রমে রাজ পরিবারে বালাখানা-তোষাখানার জিম্মাদার, তাদেরি বংশধরেরা হয়ে থাকেন! এত বড় দায়িত্বপূর্ণ responsible chargeএর 'কুঞ্জি' (চাবি) তার হাতেই থাকে, হস্তান্তর হবার উপায় নাই!

"দুর্গোৎসবের ব্যাপার" কথাটার মধ্যে একটা মস্ত বড় ভয়, ভাবনা ও ব্যয়ের ইঙ্গিত জোট্ বেঁধে থাকে। তার সঙ্গে থিয়েটার যোগ হলে, কর্ত্তার আহার নিদ্রা বিদায় লয়। 'আনন্দময়ী' যত সন্নিকট হচ্ছিলেন, ভারপ্রাপ্তদের আনন্দ ততই সুদূরে সরে পড়ছিল!

—'চুল' চাই যে! তিনিও যে অভিনেতৃদের পোষাক পরিচ্ছদের অন্তর্গত!—ভগবান বিপদেও ফেলেন আবার উদ্ধারের পথও কবে কোন এক সূত্রে শুনিয়েও রেখে দেন! হঠাৎ মনে পড়ে গেল,—বর্ত্তমানে এখানে যে নেটিভ রেজিমেণ্ট আছে, শুনেছি তার 'সুবেদার মেজার' ভারী সখের লোক। মধ্যে মধ্যে তাঁর পল্টনে থিয়েটরের ব্যবস্থা করেন। থিয়েটরের উপযোগী সকল সরঞ্জামই রাখেন।—

রাত পোয়ালেই—'দুর্গা বলে' তাঁর সঙ্গে দেখা করতে গেলুম। তিনি তখন প্যারেডে ব্যস্ত। গলার কি আওয়াজ! কোয়াটার মাইল পর্য্যন্ত সুস্পষ্ট শোনা যায়,—অথচ কর্কশ নয়। দীর্ঘ, ঋজু, বলিষ্ঠ দেহ। নিশ্চয় লোক ভাল হবেন। তাঁর স্বর ও command শুনে মুগ্ধ হচ্ছিলুম। প্রায়

ঘণ্টা খানেক পরে প্যারেড শেষ হোলো, তিনি নিজের বাংলায় চললেন, আমি অনুসরণ করলুম। গেটে ঢুকে একবার ফিরে চাইলেন, আমাকে দেখতে পেয়ে দাঁড়ালেন। নিকটে যেতেই জিজ্ঞাসা করলেন,--"আমার কাছে এসেছেন কি?" "আজ্ঞে হ্যাঁ" বলায়, একবার চারদিক চেয়ে, ধীরে "চলে আসুন" বলেই বাংলায় গিয়ে ঢুক্‌লেন। আমি বারাণ্ডায়। পরদা সরিয়ে বললেন "ভিতরে আসুন"। পাশেই ওয়েটিং রুম পেরিয়ে ড্রইং রুমে ঢুকে বললেন "বসুন"। টেবিল, চেয়ার, কৌচ, সবই সাহেবী কায়দা। চায়ের অর্ডার দিয়ে নিজে বসলেন।

বললেন—"আপনাকে আমি বহুক্ষণ লক্ষ্য করেছি, কাজে থাকায় কথা কইতে পারিনি। ও-স্থান কথা কইবারও নয়,—বিশেষ আপনি বাঙালী আর আমি মহারাষ্ট্রী ব্রাহ্মণ", বলে হাসলেন। "যাক্ কি কাজে এসেছেন বলুন"। বললুম। সব শুনে ভারি খুসী হলেন, বললেন—"আমি জানি আপনারা আমোদ ও হুজুক প্রিয়। আজকাল শেষেরটি বাদ দিয়ে চলাই ভালো। যা যা চাই বলুন"। বললুম, লিখে নিলেন। "—একটা সর্ত্ত আছে,—কেহ জানবে না যে আমি দিয়েছি। কারণটা বোধ হয় বলতে হবে না যে—এ দুটি জাতের মধ্যে সংশ্রব ও সদ্ভাব পদস্থদের প্রার্থনীয় নয়। সেই কারণেই বাইরে আপনার সঙ্গে আলাপ করি নাই,—ক্ষমা করবেন"।

চা বিস্কুট এলো, ক্রমে ঘনিষ্ঠতাও এলো। "দেশী বিস্কুট,—খেতে পারেন"। অনেক কথাই হ'ল, বুঝলুম বেশীক্ষণ থাকা উচিত নয়, উঠলুম। বুঝতে পেরে বললেন, "নিশ্চিন্ত থাকবেন, সব পৌঁছে যাবে। নিতান্ত আবশ্যকে যদি কোনদিন আসেন—মাথায় একটা টুপি কি

পাগড়ি থাকলেই ভাল হয়" বলে হাসলেন। করমর্দ্দন করে' বিদায় দিলেন। সে স্পর্শ বন্ধুর স্পর্শের মত মর্ম্ম পর্য্যন্ত পৌঁছে গেল। 'চুলের' চিন্তায় কুল পেলুম বটে, কিন্তু তার আনন্দ তখন back ground-এ গিয়ে পড়েছে।—একটি 'গোটা' মানুষ দেখে এলুম, যেমন ভদ্র তেমনি জীবন্ত ও সহৃদয়।

ফিরে এসে দেখি—মেজদা মহা ব্যস্ত। পেন্টিং মাষ্টারকে পাকড়াও করে' এনেছেন, তাঁর সঙ্গে wings আর ড্রপ সিন্ সম্বন্ধে কথা হচ্ছে। বললেন—কিরে, কি হলো? বললুম—"আশাতীত"! কথা বাড়ালুম না।

"দুর্গোৎসব"—সুতরাং কাজের অন্ত নাই। কিন্তু সেদিকে বড় কেউ ঘেঁশেন না। হরিপদ বাবুর মুখ চেয়ে আছি। তিনি পূজা সম্ভার নিয়ে এসে গেলেন, মাও 'হিমালয়ের' এ পারে এসে পড়লেন। নিমন্ত্রণ পত্র বাদশা বাবু ছেপে এনে দিলেন,—কর্ম্মকর্ত্তাদের নাম ছিল বোধহয়—কমিসেরিয়েটের বড় বাবু শ্রীযুক্ত আশুতোষ রায়, শ্রীগোপাল মুখুয্যে মশায় ও শ্রীহরিদাস বন্দ্যোপাধ্যায়।

বাদশাবাবু থিয়েটারের প্রোগ্রামের জন্য তাগাদা দিলেন,—detailed প্রোগ্রাম,—ছাপতে সময় নেবে। "বিবাহ বিভ্রাটও" আছে!—আমার বসবার কিন্তু অবকাশ নেই!—করতেই হবে।

আবার পূজার প্রসাদ বিতরণের ঘটাও আছে, আজ ভিয়েন বসবে! যৌবনে জড়ত্বের অধিকার নেই, টুলে বসে কাজ করতে কেহ রাজী নন, কাজে একটু অভিজ্ঞতাও থাকা চাই। অনেকেই বললেন "মুড়ি খেয়ে মানুষ, রসগোল্লার রহস্য, কি পান্তুয়ার পরিমাপ জানি না,

পেলে খাই"! সকলেরই ঝোঁক সেজেগুজে চুল ফিরিয়ে রিহার্সেল দেওয়া! এ যেন পূজা আর থিয়েটরে প্রতিদ্বন্দ্বিতা! মহা মুস্কিল।

এই সন্ধিক্ষণে হঠাৎ একজন জটা-গৈরিকধারী সন্ন্যাসী এসে উপস্থিত। গোদাবরী-কুম্ভ হতে ফিরেছেন,—বাঙালী। আমাদের বিপন্নতা দেখে বললেন—"আপনাদের যদি আপত্তি না থাকে, বিশ্বাস করেন, মায়ের কাজের ও-অংশটার ভার আমাকে দিতে পারেন। পূজাটা মায়ের সেবায় কাটিয়ে যাই। পূর্ব্বাশ্রম ছিল বিষ্ণুপুর তাই কিছু কিছু জানাও আছে, লোকসান হবে না", বলে হাসলেন। "আপনাদের শ্যামাচরণ বাবুর সঙ্গে আগ্রায় পরিচয় হয়, তাঁরই আতিথ্য স্বীকার করেছি।"

আশ্চর্য্য কাণ্ড,—যেন মায়ের খেলা। তাঁকে সাদরে গ্রহণ করা হ'ল। তাঁকে পেয়ে ক'দিন কি আনন্দেই কেটেছিল। তাঁর ভারটিও তিনি সর্ব্বাঙ্গসুন্দর ভাবে সমাধা করে' দিয়ে যান।

৺কাশীধাম হ'তে পুরোহিতেরা এসে গেলেন, ষষ্ঠীতে পূজার বোধন বসে গেল। পূজামণ্ডপ গোপাল বাবুর বাড়ী সংলগ্ন হওয়ায় মহিলাদের জমায়েৎ তাঁর বাড়িতেই। সপ্তমী থেকে তাঁদের দয়ায় পূজার আয়োজন, নৈবেদ্যাদি, ভোগরাগ সহজসাধ্য হ'ল। তাঁদেরও পুষ্পাঞ্জলি দান, আরতি দর্শন, নৃত্য গীত, থিয়েটর উপভোগের কোনো অসুবিধাই হল না।

ইতিমধ্যে গোপালবাবু, যুবকের উৎসাহ সংগ্রহ ক'রে এসে সহাস্যে সংবাদ দিলেন—শ্রীমতী বাঈজিরা এসে গিয়েছেন, দেখলে সকলের মুণ্ডু ঘুরে যাবে! মোরদাবাদ আর কাশীর প্রধানাদের আগমন

হয়েছে, কাশীর পার্ব্বতী বাঈও হাজির—আর কোনো চিন্তা নেই।” যেন—আমাদের পরিচিত, ও তাঁদের জন্যই যত চিন্তা ছিল। “নেত্য কোথায়; একবার দেখে আসুক” ইত্যাদি। মেজদা তখন ষ্টেজের মাথায় ‘সিন্’ বাঁধছেন।

বাদশাবাবু, একেবারে রাজসূয়ের আসর বানিয়ে দিয়েছেন। সাহেবদের নিমন্ত্রণ করা হয়েছে, তাঁরা বাঈনাচ দেখতে সস্ত্রীক আসবেন। বাদশাবাবু, জয়নারায়ণ বাবু ও চা-বাগানের ভূতপূর্ব্ব ম্যানেজার হরকিষণ বাবু, স্বতন্ত্র তাঁবু সাজাতে লেগে গিয়েছেন। তখনকারদিনে ক্যাপ্টেন্ ও মেজার, পর্য্যন্ত পদস্থ সাহেবরাও নিমন্ত্রণ করলেই সস্ত্রীক আসতেন।—“তেহি নো * * *”

স্থানীয় রহিসেরা, ভদ্রলোকেরা, মাহারাষ্ট্রী, মান্দ্রাজী, জৈনী অনেকেই নানাপ্রকার সাহায্য ও যোগদান করেছিলেন। সহরের বাঙালিদের বড় বড়রা ও প্রিয় যুবকদের কেহ কেহ এসেছিলেন। সেখানেও তাঁদের পূজা ও থিয়েটর থাকায় সকলেই ব্যস্ত। আমরাও কেহ কেহ কোনো ফাঁকে নিমন্ত্রণ রক্ষা করে আসি। তাঁদের ছিল “বিল্বমঙ্গল” অভিনয়।

তিন চারদিন পূজা, নাচ, গান, থিয়েটর, প্রসাদ বিতরণ ও কাঙালী ভোজনে যে কি ভাবে কেটেছিল, আজ তা ভাবতেই পারি না। যেন মহোৎসবের একটা ঝড় বয়ে’ গিয়েছিল। অর্থস্বাচ্ছল্য থাকলে নবীন ও প্রথম উৎসাহের অনাবশ্যক প্রাচুর্য্য যেমন ঘটে থাকে।

বিষয়টা এত বিস্তারিত ভাবে লিখে পাঠকদের অতিষ্ঠ করে’ থাকবো। কি এমন দরকারী কথা ছিল, যার সার্থকতা এর মধ্যে

অপেক্ষা করছিল? একটু ছিল বলেই কষ্ট দিয়েছি।—আমার পূর্ব্বের লেখার মধ্যে উল্লেখ আছে—"আমার এ লেখা উদ্দেশ্য-মূলক"। এ তারই অভিব্যক্তি। দুর্গোৎসব বাঙালিদের উৎসব, কিন্তু—গত ২৪ বৎসর পূর্ব্বেও, বিদেশে সকল সম্প্রদায়ের স্থানীয় ভদ্র সাধারণের, আপন জনের মত মেলামেশা, একযোগে সহযোগীতা, উৎসাহ দান, অর্থে সামর্থে সাহায্য, স্বেচ্ছায় কার্য্যাদির অংশ গ্রহণ প্রভৃতি পরিচয়, আজ অতীতের কথার মত গল্পে পরিণত। তাই যথাসম্ভব গল্পাকারেই প্রকাশ করেছি।

৩

বরাবরই আমি বাজে কথার পক্ষপাতী, বাজে কথাই লিখে থাকি—বাজে কথাই আমার প্রিয়। দেখতে পাই ভগবান তাঁর জগৎ-সৃষ্টির কাজে বাজের সাহায্যই বেশী নিয়েছেন। যাকে আমরা কাজের কথা বলি, সেই সব জীবন ধারণের ও জীবন যাপনের প্রয়োজনীয় বস্তু ও উপায়গুলি শেষ ক'রে বোধ হয় দেখেছিলেন—মহাশূন্যই রয়ে যায়! সৌন্দর্য্য কি শ্রীসৌষ্ঠব খুঁজে পান না, তাঁর নিজেরই ফাঁকা ফাঁকা ঠ্যাকে, শিল্পীর তা মনে ধরেনি। শুধু আহার্য্য ও আশ্রয় নিয়েই জীব তুষ্ট থাকবে না, থাকতে পারে না। তাকে "মন বুদ্ধি" দিয়ে ফেলেছেন, তাদের খোরাকও চাই। তখন বাজের কল্পনা এসে—ফাঁক ভরাতে সাহায্য ক'রে থাকবে।

বহুদিনের কথা—রুষের বিখ্যাত লেখক টুর্গেনিভের Fathers and Sons বলে একখানি নভেল দেখেছিলুম। গল্পের নায়ক "ব্যাজেরফ", চলে যাবার সময় তাঁর ট্রঙ্কে প্রয়োজনীয় পরিধেয় ও কয়েকখানি পুস্তক মাত্র রাখার পর দেখলেন, অনেকটা স্থান খালি! সামনে কতকগুলো বাজে খড় পড়েছিল। তবে আর কি, এই তো রয়েছে, এরা কি কিছু নয়! সহজেই নির্ব্বিকার চিত্তে তাই নিয়ে ও তাই ঠেসে ট্রঙ্কের ফাঁক্ মেরে, স্বচ্ছন্দে নিয়ে চললেন, বিরক্তিকর ঢক্ ঢকানি আর রইল না। যাক্—

মানুষের নিষ্কর্ম্মা হবার ফাঁকও নেই, পেনসনের পরও নিস্তার নেই, তখন নাতী নাতনীদের চৌকিদারি করবার, তাদের সামলাবার কাজ বা

ভার এসে পড়ে। বৌঝিরা বলেন,—ব'সে ব'সে দেখা বইত'না! তা বটে, কিন্তু মালগুলি যে কিরূপ অসামাল তা ভুক্তভোগী মাত্রেই জানেন। ঘাড়, কোল, পিঠ এক দণ্ড মুক্ত নয়।—"স্যার ওয়ালটার র‍্যালে"কেও ঘোড়া বনতে হোতো,—তাঁরা পিঠে চড়বেন! কি আরাম!

দেখছি বৃদ্ধ হয়ে বেঁচে থাকাও মুস্কিল, তায় আমি এখন "এন্‌সিয়েণ্টের" কোটায় উপস্থিত। পাটনার "প্রভাতী" পত্রের সম্পাদক সমাদ্দার ভায়া সুযোগ পেয়ে পূর্ব্বের বাঙালিদের অবস্থার কথা লেখবার জন্যে অনুরোধ করেন। আসন্ন সময়ে প্রিয় তরুণদের অপ্রসন্ন করে' অশান্তি আর বাড়াই কেনো। তাই যথাসম্ভব সামান্য কিছু লেখবার চেষ্টা পাই। দু' একবার লিখতেও হ'য়েছে।—আজকের এটা তারই খণ্ড অধ্যায়। বিপদ হ'য়েছে—আমাদের "একতা বা unity" কথাটির মত "স্মরণশক্তি" কথাটিও আমার চিরদিনই অভিধানে রয়ে গিয়েছিলেন ও আছেন, তাই ভয়ে ভয়ে লিখতে হয়।—কারণ সেটা নাকি কাজের কথা যা লিখতে আমি চিরদিনই অনভ্যস্ত। অভ্যাস গোত্রান্তরে যেতে গররাজি, সে আমার অজ্ঞাতে—সুরে, ভাষায়—গল্পের গণ্ডীতে ঝোঁকে! অথচ গল্প নয়—এই আমার বিপদ। পাঠক বা শ্রোতাদের বিপদ না হলেই মঙ্গল।

জব্বলপুর ক্যাণ্টনমেণ্টে বাঙালিদের "দুর্গোৎসবের" সেটা বোধ করি তৃতীয় বৎসর। অগ্নি দেবতা বায়ুসঙ্গ না পেলে তাঁর উৎসবের উচ্ছ্বসিত আনন্দ প্রকাশ ঘটেনা, প্রিয় বন্ধু বায়ুও তাঁর আহ্বানের অপেক্ষা না রেখে উপস্থিত হন। থিয়েটরশূন্য দুর্গোৎসবও সাধারণের কাছে তেমনি গৌরবশূন্য ঠেক্‌তো। সুতরাং থিয়েটর না হ'লে চলতনা, নিষ্প্রভ

বোধ হোতো। থিয়েটরই তখন উৎসবের ঔজ্জ্বল্য দান করতো, লোকের প্রাণে উত্তেজনা, উৎসাহ, আনন্দ জাগিয়ে রাখত বা জাগাতো।

অভিনয়ের জন্য পুস্তক নির্ব্বাচন হয়েছে "বৃত্রসংহার", অধিকাংশ অভিনেতাই দেবতা সাজবেন, যুদ্ধ করবেন, সাজের ও অস্ত্রের সমারোহ থাকবে—কিন্তু কেহমরবেন না। বাঙালির সম্পূর্ণ উপযোগী বটে—রক্তপাত নেই—যে হেতু দেবতার রক্ত নেই—কেউ নাকি দেখেনি। আস্ফালন ও বাক্যই থাকবে—যাতে আমরা জন্ম-অভ্যস্ত। কিন্তু মুস্কিলে ফেললে দ্বিতীয় বইখানা—তাতে সকলেই গায়, অশ্বমেধের অশ্ব পর্য্যন্ত! আজকাল সকল শহরেই সঙ্গীত-সমিতি—Musical Conference শুনতে পাই এবং সংবাদপত্রে সচিত্র দেখতে পাই সাত বৎসরের মেয়ে ধ্রুপদের মেডেল আদায় করেছে,—বাঢ়ম্। ৪০ বৎসর পূর্ব্বে তা ছিল না—ছেলেদের গান গাইতে শুনলে ত্যজ্য পুত্র হবার বরাদ্দ ছিল, মেয়েদের—যাক্ সে কথা আর মুখে এনে কাজ নেই। সুতরাং বড়ই বিপদে পড়া গেল।

ভেবেচিন্তে বাঙলার প্রিয় গায়ক, আমার পরম বন্ধু তখনকার শ্রীযুক্ত, অধুনা ঈশ্বর মহেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, যিনি মহিন চাটুজ্যে বলে পরিচিত ছিলেন ও যাঁর গীত গোবিন্দ গীতি বা জয়দেব সঙ্গীত অনেকেরই শ্রবণ জয় করেছিল, তাঁরই শরণাপন্ন হওয়া গেল। তাঁকে পাওয়া সুকঠিন হলেও, তিনি দয়া করে' আসেন ও আমাদের মুখ রক্ষা করেন।

পূর্ব্বে পূর্ব্বে উল্লেখ করেছি—স্থানীয় রহিসেরা, ও ভদ্র সাধারণ, বাঙালিদের সকল কাজে ও উৎসবাদিতে কিরূপ আন্তরিক ভাবে মিশতেন ও স্বেচ্ছায় সাহায্য করতেন এবং সমভাবে উৎসবের অংশ

গ্রহণ ও আনন্দ উপভোগ করতেন। তাঁদের আমরা পৃষ্ঠপোষক ও অভিন্ন সহায়ক রূপেই পেতুম।

তাঁদের কাছেই হউক বা যে সূত্রেই হউক, আমাদের মহিন বাবুর আগমন বার্ত্তা, স্থানীয় রাজা গোকুলদাসের প্রাসাদে পৌঁছে যায়। চন্দ্রভান ছিলেন উত্তরপশ্চিমাঞ্চলের প্রসিদ্ধ ও বিখ্যাত গায়িকা এবং তাঁর পুত্রের প্রসিদ্ধি ছিল অদ্বিতীয় হারমোনিয়ম বাজিয়ে বলে। সেই সময় তাঁর সেই পুত্রটি (নামটি আজ স্মরণ নেই) রাজবাড়ীতে উপস্থিত। তাঁদের সবিনয় অনুরোধ ও নিমন্ত্রণ এড়াতে না পেরে মহিন বাবুকে যেতে হয় এবং আমাদের দু'তিনজনকেও।

উপস্থিত হয়ে দেখি প্রশস্ত Hall-এ বৈঠকী মজলিস। স্থানীয় কয়েকটি বড় বড় রহিস ও উচ্চপদস্থ জন কয়েক বাঙ্গালী (Extra Assistant Commisioner, ব্যারিষ্টার, Advocate, ডাক্তার প্রভৃতি মহাশয়েরা)। স্থানীয় প্রধানদের প্রায় সকল কাজেই বাঙালীরা সমাদরে আহুত ও শ্রদ্ধা সম্মানে গৃহীত হতেন।

রাজ বাড়ীতে মহিন বাবুকে আহ্বান করায় আমার মনে কিন্তু স্বাচ্ছন্দ্য ছিল না। আমি তাঁকে চিনতাম। তিনি যদি জানতে পারেন, সে মজলিসে চন্দ্রভান-পুত্র অন্যতম গুণী ও আনন্দ দাতারূপে উপস্থিত, অবিলম্বে সে স্থান ত্যাগ করবেন বা নিজে সে আসরে গাইবেন না। কারণ—চন্দ্রভান ছিলেন পতিতা। তা'তে রসভঙ্গ ত' হবেই, মজলিসও মাটি হয়ে যাবে। তাই কুমার সাহেবকে একান্তে ডেকে, তাঁকে সকল কথা পূর্ব্বাহ্নেই সবিনয়ে বুঝিয়ে দি ; তাঁর সঙ্গে আমার একটু আলাপ ছিল। তাঁর সাহায্যে কোনোরূপ বিশৃঙ্খলা ঘটেনি।

সকলের অনুরোধে মহিন বাবুর জয়দেব সঙ্গীতই প্রথম হয়। শুনে সকলে খুবই প্রীত হন ও আনন্দ লাভ করেন। তাঁর সঙ্গীতের সুখ্যাতির সীমা থাকে না। তাঁর সুমধুর কণ্ঠই ছিল লোকজয়ী।

পরে চন্দ্রভান-পুত্রের হারমোনিয়ম বাদ্য তাঁরই ইচ্ছামত আরম্ভ হয়। এইখানেই ছিল কুমার সাহেবের বুদ্ধি চাতুর্য্য! বাদক সত্যই হারমোনিয়ম-সিদ্ধ গুণী। সকলে তা' চক্ষু বুজে উপভোগ করেন। তিনি তিন কোয়ার্টার হারমোনিয়মের সঙ্গে মল্লযুদ্ধ করলেন। মস্তক সঞ্চালনে মজলিস তোলপাড়, সকলেই অতিষ্ঠ, থামলে বাঁচি অবস্থা। মহিন বাবু কিন্তু একদম একাগ্র, মধ্যে মধ্যে তাঁর উৎসাহদান ও "কেয়াবাৎ" আমাদের অপঘাতের ব্যবস্থাই করছিল। মনে পড়ে কুমার সাহেব "কেমন শুনলেন" জিজ্ঞাসা করায় বলেছিলুম—"অপূর্ব্ব, বিধাতার দুটি মাত্র গলদ না করলে স্বর্গে ইন্দ্রসভায় ওঁর স্থান ছিল।"

"কি ভুল পেলেন ব্যানার্জ্জি?" বললুম—"ভগবান ভুল করেছেন ওঁকে মাথাটি দিয়ে, আর আপনি ভুল করেছেন ওঁর সামনে একটা পর্দ্দার ব্যবস্থা না করে'।" কথাটা কুমার সহাস্যে স্বীকার করেন,— বলেন—"মুদ্রাদোষ অনেক গাইয়ে বাজিয়েরই জন্মগত। আশ্চর্য্য তাঁরা নিজেরা সেটা ধরতে পারেন না।"

যাক্—মহিনবাবু সেদিন সকলকে মুগ্ধ করে' ও আমাদের মুখ রক্ষা করে' আসেন। পরদিন প্রাতে রাজার একজন উচ্চ কর্ম্মচারী মহিনবাবুর জন্য প্রীতি উপহার স্বরূপ কিছু নিয়ে হাজির। একখানি ঝক্ ঝকে রূপার থালে করকরে কয়েকটি গিনি, গরদের জোড় আর নানাবিধ মেওয়া! মহিন বাবু কিন্তু গ্রহণ করতে চাননা, তিনি বললেন—

"তাঁদের কাছে যথেষ্ট আদর আপ্যায়ন পাওয়া হয়েছে, ভদ্রলোকের সেইটাই দাবীর পাওয়া, আমি খুবই খুসী হয়েছি। তার উপর আবার এসব চাপানো কেনো, এর কদর্থ আছে, আমাকে মাপ করতে বলবেন।" তিনি বেঁকে বসলেন। আমরা স্তব্ধ···কর্ম্মচারীটী বিনয় বাক্যের পুঁজি শেষ করে যখন বললেন—"আপনি খাস্ বাঙলা হ'তে এসেছেন এঁদের প্রথাদির সহিত বোধ করি পরিচিত নন। এটা এঁদের বংশের বহু প্রাচীন প্রচলিত প্রথা। কেবল এঁদেরই নয়, বড় বড় নামী রহিস্ ও জমিদার বংশেরও। তায় আপনি নবাগত ও বিশেষ গুণসম্পন্ন বাঙালী। বাঙালী বাবুদের এঁরা বিশেষ খাতির করেন ও তাঁদের বন্ধুভাবে পেতে চিরদিনই আগ্রহশীল। আপনার সহিত আলাপের চিহ্নস্বরূপ এই সামান্য প্রীতি উপহার প্রত্যাখ্যান করলে তাঁরা কেবল ক্ষুণ্ণই হবেন না, তাঁদের সামাজিক মর্য্যাদাও ক্ষুণ্ণ হবে"···

তাঁকে আর অগ্রসর হতে না দিয়ে মহিন বাবু থালাখানি তুলে নিয়ে মাথায় ঠ্যাকালেন, বললেন "তাঁদের প্রীতির দান আমি মাথায় করে' নিলুম। ঐ গিনিগুলির জন্যই আমার আপত্তি ছিল। এত কথা আমার জানা ছিল না—ক্ষমা করবেন।" ইত্যাদি কথার পর কর্ম্মচারী মহাশয় খুসী হয়ে বিদায় নিলেন। আমার যেন ফাঁড়া কাটলো, মহিন বাবুর পায়ের ধুলো নিলুম। তিনি বললেন—"তোমাদের কথা ভেবেই আমি রাজি হয়েছি।"

"তবে আর কি" বলে জন দুই মেওয়ার সদ্ব্যবহার আরম্ভ করে দিলেন, দু'তিন জন গিনি তুলে নিয়ে এপিঠ্ ওপিঠ্ করতে লাগলেন।

দেবেন সরকার বললেন—"ভাল্ করে দেখেই লওয়া যাক্, দাদার দৌলতে পর্শনও ঘটে গেল। মাইনে যা পাই তা রূপো বা কয়েকটী রৌপ্য খণ্ড তাতে লাউ কুমড়োই কেনা চলে; গিন্নি গয়না পরে এসেছিলেন তাই সোনা দেখা হয়েছে। কেরানীর মেয়ের বিয়ের ধার করা টাকায় গিনি ছ্যাখে বটে স্যাকরায়, আর বেই মহোদয় বন্ধকী বাড়ী উদ্ধার করেন।" মহিন বাবু হাসতে হাসতে বললেন—"আর আমি কি করবো?"—"আপনি কেবল আমাদের বে-আদবী মাপ্ করবেন।" যাক্ আরম্ভে বলেছি—"কয়েকটী গিনি।" গিনি ছিল বোধহয় চারখানি। এইখানেই গীত গোবিন্দের শেষ। মহিন বাবু বাঙলায় ফিরলেন। এইবার কাজের কথাটা বলি। আমার বলাটা অভ্যাসের দোষে, এই রকমই হয়।

তখন "বুয়োর ওয়ার্" বা "ট্রান্সভাল ওয়ার্"—প্রবল বেগ ধারণ করেছে। খোরাক প্রাচুর্য্যে সংবাদপত্রকে প্রায়ই ক্রোড়পত্র (Suppliment) বার করতে হয়। শিক্ষিত সাধারণের মুখে "ক্রঞ্জী" ছাড়া কথা নেই, আর "লেডি স্মিথ", "ডি-ওয়েট", "বোথা" ও "ক্রুগার", সুগারকোটেড সামগ্রীর মত ফেরেন। দিশী হিরোরা সর্ব্বদাই হিরো ওয়ারশিপ্ নিয়ে থাকেন। তাঁদের জয়ে নিজেদের জয়ী ভাবেন। "লেডি স্মিথ" দুর্গে জেনারেল "হোয়াইট" সুদ্ধ ছয় মাস অবরুদ্ধ। আনন্দের অবধি নাই। "শুধু অকারণ পুলকে, নদী জলে পড়া আলোর মতন" অনেকেই তাতে ক্ষণিকের শিথিল সুখ অনুভব করেন। কেনো যে তা বলা কঠিন। মানুষ স্বভাবতই নূতন নিয়ে থাকতে, অন্যের কথা নিয়ে থাকতে ভালবাসে, তাতে দুদণ্ড সময় কাটে ভালো, গল্পও জমে

ভালো। এই মাত্র বুঝি এবং দেখি। দুঃখের বিষয় বাড়াবাড়িও হয়ে যায়।

সর্ব্বত্রই বা সকল প্রদেশেই নাকি এই ভাব অল্পবিস্তর দেখা দিয়েছিল। তাতে কলিকাতার স্বজাতি বৎসল "Englishman" পত্রিকার সম্পাদক প্রবরের অসহ্য গাত্রদাহ উপস্থিত হয়। তিনি তাঁর সম্পাদকীয় স্তম্ভে এ সম্বন্ধে সরকারের খরদৃষ্টি আকর্ষণ ক'রে এক দীর্ঘ Leader লেখেন। সে লেখা নিষ্ফল হয়নি।

দুই তিন সপ্তাহ পরেই স্থানীয় Chief সাহেব (ও অঞ্চলে Inspector বা কোতোয়ালেরা Chief সাহেব নামেই পরিচিত ছিলেন) আমাকে একান্তে ডেকে হাসতে হাসতে বললেন—"আপনার বৈঠকখানাটি যে কিছুদিনের মত বন্ধ না রাখলে নয়—উচ্চহাস্যে যে লোকের শান্তি ভঙ্গ হ'চ্ছে! এত উল্লাস উচ্ছ্বাস কিসের? কোনো উৎসব আছে নাকি—কই কিছু বলেননিতো,—শাঁখের শব্দও শুনতে পাইনি! আপনাদের তো সব কাজে শাঁখ বাজে!" ইত্যাদি—

শুনে আমি একটু থমকে গেলুম। বন্ধু হলেও পুলিস্,—কোন্ দিক থেকে কুলিশ্ ছাড়েন বোঝা কঠিন। বললুম—"তাস খেলায় সব উন্মত্ত থাকেন, তারই উচ্ছ্বাস ভিন্ন আর কি হ'তে পারে। আপনি তো জানেন—বাঙালিদের অন্নের অভাবেও হাসির অভাব হয় না—"

কথা বাড়তে না দিয়ে বললেন—"আপনিও জানেন—বাঙালির বুদ্ধি বিবেচনা ও ব্যবহারে তাঁরা এ-প্রদেশবাসী সকলেরই প্রিয়, সকলেই তাঁদের ভালবাসেন, খাতির করেন ও তাঁদের মঙ্গলাভেচ্ছু। সরকারের নজর কিন্তু শিক্ষিত বুদ্ধিমানদের উপরই সমধিক। বুয়োরদের জিত

শুনলে আপনাদের এত উচ্ছ্বসিত আনন্দ ও এত উচ্চ কলহাস্যটা কি বুদ্ধিমানের কাজ? সেটা যেখানে হয় হোক্—তাতে পুলিশের খ্যাতি অর্জ্জনের সুবিধাও আছে, কিন্তু আপনার বাসায় হয় কেনো? তাতে যে আমাদেরও ফ্যাসাদে ফেলা হয়। এখন আবার ওদিকে লক্ষ্য রাখবার ও রিপোর্ট দেবার জন্য বহু বিশিষ্টদের শুভাগমন হচ্ছে, সুতরাং আমাদেরও নিশ্চিন্ত হয়ে বদনাম কেনা চলবেনা। আপনাকে আমরা চিনি ও সম্মানের চক্ষে দেখি, আপনি যে বৈঠকে প্রায়ই থাকেন না তাও জানি,—থাকলে যোগ দিতেই হয় এবং দিয়েও থাকেন। তার চেয়ে বড় কথা—আপনার বৈঠকটাই আলোচনার প্রধান ক্ষেত্র, এবং আপনিই "শেল্‌টার্" আশ্রয় দাতা—বড় অপরাধী। দুর্ব্বলের মত ভদ্রতায় চলবেনা ব্যানার্জ্জি,—আজ থেকেই বৈঠক বন্ধ করে দিন। এটি আমার বিশেষ অনুরোধ। বৃথা বিপদ ডাকবেন না, আমাদেরও অনিচ্ছার কাজ করতে বাধ্য করবেন না। আপনাদের স্থানীয় সকলেই সম্মানিত অতিথি ও বন্ধু বলে শ্রদ্ধা করেন। শেষে আমাকে অপরাধী করবেন না।"

বাঙালী আমি প্রায় ষোলো আনা। উপার্জ্জনক্ষম হবার পূর্ব্বেই বিবাহ করা হয়েছে, চাকরি করছি, most obedient servant লিখি, পুলিশের নামেই শিউরে উঠি, সত্য কথা বলতে কি—ভূতের ভয়ও রাখি, বাজে কথা ও বাজে কাজ নিয়েই থাকি, আর যা—তা ইত্যাদির মধ্যে থাকাই ভাল। সুতরাং চিফ-সাহেবের সৎপরামর্শ শোনবার পর ভদ্রসন্তানের প্রাণের অবস্থা অনুমেয়। দেখছি আমাকে লক্ষ্য করে বৃথা বদনাম ও বিপদ দ্রুতপদে আসছেন। ধন্যবাদ দিতে ভুললাম না—কৃতজ্ঞতাও প্রকাশ করলুম। বললুম—"আমার প্রকৃতির সঙ্গে আপনার

পরিচয় আছে,—বাসায় একটি অভ্যাগত উপস্থিত, আমাকে দিন তিনেক সময় দিতে হবে। ইতিমধ্যে ও আলোচনাও যাতে বন্ধ হয় সে চেষ্টাও আমি পাব।"

চিফ-সাহেব রাজি হয়ে গেলেন, বললেন, "চেষ্টা নয়—এসব ব্যাপারে একটুও চক্ষুলজ্জা রাখবেন না ব্যানার্জ্জি।" তিনি আমার সামনে যেন কাটগড়া আর জেলের ফটক্ খুলে দিয়ে গেলেন। পাঁচ সাত বছর পরে তাঁদের গর্ভে লোক যে সগর্ব্বে মালা চন্দন চড়িয়ে শঙ্খধ্বনি ও জয়জয়কারের মধ্যে গিয়ে ঢুকবে সেটা তখন স্বপ্নেরও অগোচর ছিল। ঊনবিংশের—মনের মাধুরী মিশানো শান্তিপ্রিয় পর্য্যন্নদেব যে অস্তগমন করছেন, বিংশের সহস্রকিরণ যে বহ্নিশিখা নিয়ে উদয়াচলে উঁকি মারছেন—তা তখন ভাবতেও পারিনি।

মেজদা (নৃত্যগোপাল লাহিড়ী) ছিলেন আমার মুস্কিল-আসান, তাঁর শরণ নিলুম। তিনি ছিলেন রোগা লোক—যাঁরা প্রায়ই ঝাঁঝালো হন। তাত্তে যাঁদের বিলম্ব হয়না, বাক্যে সাহস দুর্জ্জয়। বললেন—"কুছ পরোয়া নেই, কথা প্রস্ হাসি নিয়ে পুলিশের এত মাথাব্যথা কেনো!" ইত্যাদি। ভাবলুম্—এ মেঘনাদ সেজে অম্বুনাদে মজলিস মুগ্ধ করা নয়। বললেন—"সরকারী কথা হলে, পুলিশ এতক্ষণ···ওটা চিফ-সাহেবের নিজের তুরুপ—ভাবিসনি।" বললুম—"কাজ কি দাদা, সাবধান হওয়াই ভালো। যা করবার করুন"। তিনিও আমার সঙ্গেই থাকতেন,—তাঁরও দায়িত্ব ছিল। একটু চিন্তা করে' বললেন—"আচ্ছা, সে আমি দেখছি, ভদ্রলোকের আসা বন্ধ করা কি চলে! আর topic of the day, কার মুখ বন্ধ করবে,—আওয়াজ কমালেই হবে।" কথাটা আমার ভাল লাগল না।

কথাটা বৈঠকে উঠলে—হাসিতেই সমাপ্ত হল। যিনি বয়সে কিছু বড় ছিলেন তিনি বললেন—"পুলিশ্ লোক বেছে বেছেই ধরেছে,—কেদার একটা arch পৌত্তলিক, বড় গাছ দেখলেও দেবতা ভাবে—প্রণাম করে, ও ফুলিশের কাছে পুলিশও দেবতা—"

যাক্, আওয়াজ কমলেও রেওয়াজ কমলো না। আমার মনে শান্তি নেই। তিন দিন কাটলো,—অতিথি আজ যাবেন, তারপর যা হয় করবো।

তাঁকে ট্রেণে তুলে দিয়ে, দুশ্চিন্তা নিয়ে উদাসভাবে ফিরছি,—আমার নাম ধরে কে ডাকলে—"দয়া করে একটু দাঁড়ান"। ফিরে দেখি—বিশ ত্রিশ গজ পশ্চাতে একটি যুবা দ্রুত আসছেন।—"নাঃ বাঙালী তো নন, তবে কে ডাকলে?" তিনি আমার সন্দেহটা অনুমান করে' হাসি মুখে বললেন,—"আমিই ডেকেছি"। পাজামা, আচকান্ পরা, টার্কিশ্ ক্যাপ মাথায়, উজ্জ্বল চক্ষু, গৌরবর্ণ, ঋজু একটি মুসলমান যুবা,—বাংলা কথার মধ্যে একটুও আড় নেই। পাশাপাশি এসে গেলেন। বললেন—"৫।৭ দিনে আপনার পরিচয় পেতে আমার বাকি নেই। আমার পরিচয়টাই দিতে হয়। সেটা কিন্তু নিষিদ্ধ বস্তু—শুনলে আপনি ঘৃণাই করবেন।"

বললুম—"আপনি অপরিচিত হলেও, আপনাকে দেখে কিন্তু আমার ভালই লাগছে।"

"আপনাকে একান্তে পাবার চেষ্টায় আজ দু'দিন ঘুরছি, কালীবাড়ীতেও আপনাকে বিরক্ত করতে পারি না। আজ আপনি অতিথিকে send off করতে স্টেসনে যাচ্ছেন জেনে, সুযোগ বুঝে অনুসরণ করি।"

"তা একান্তে কেনো ভাই ?" আমার কথা সমাপ্ত করতে না দিয়ে হাসতে হাসতে বললেন—"আপনাকেও আমার ভাল লেগেছে বলে"—

"তা হলে বাসায় আসাই তো ভাল ছিল—চলুন্।"

"বাসায় আমাদের কেউ চায়না, তা ছাড়া আপনার বাসাটি যে একটি শাখা সমর ক্ষেত্র, আমিও যে বাঙালী,—অবশ্য মুসলমান—"

মাথাটা চন্ কোরে উঠলো,—চিফ-সাহেবের কথা মনে পড়লো। কি বলব,—বললুম—"তবে দ্বিধায় রাখবেন না—তারপর ?"

"তবে তো পরিষ্কারই হয়ে গেল। পুলিশ্ কথাটি কারো প্রিয় নয়—যাক্ ভয় পাবেন না—"

"পূর্ব্বেই ত' বলেছি—আপনাকে আমার ভাল লেগেছে !"

"তবে 'আপনাকে' কথাটা ছাড়ুন,—আমরা সমবয়সী।"

বললুম—"বেশ, তাই হবে। সেই কারণেই বোধ হয় অভ্যাসমত আমার ইচ্ছা হয়েছিল বলি—"সত্য যদি রামানুজ তুমি", সেটা সামলে 'তারপর' বলেছি।"

যুবা হো হো করে' হেসে বললে—"লক্ষ্মণ না হই,—রাজ্য রক্ষণ কার্য্যে নিযুক্ত—C. P.তে আমরা ১৬ জন deputed হয়ে এসেছি, এইরূপ অন্যান্য প্রদেশেও—"

"কথা আর হাসির তোড়ে রাজ্য ভেসে যাবে নাকি ?"

"যাক্ না যাক্—আমাদের চাকরি তো থাকবে।" আবার হাসি।

বললুম—"রহস্যপ্রিয় ভগবানের এটা বোধ করি একটা মস্ত পরিহাস —নিজের নিজের অবস্থায় অধিকাংশ লোকই সন্তুষ্ট নয়, বিশেষ চাকুরিজীবীরা। তাই কর্ত্তারা একটু প্যাঁচে পড়লে সেই নিয়ে তারা

উচ্ছ্বসিত ভাবে একটু হেসে নেয়—তাতেই আনন্দ পায়। ওর মধ্যে গুরুতর কিছু নেই ভাই।"

যাক্, পথে পাওয়া বন্ধুটি বললেন, "না ব্যানার্জ্জি, ওর মধ্যেও একটা "তবু" আছে, সেটা রাজনীতিক বাজপক্ষীরা দেখতে পান। মালদারেরা সর্ব্বদাই সতর্ক, খুট্ করে শব্দ হলেই তাঁদের কান খাড়া হয়। তাঁরা শব্দ ভেদী!"—

তারপর অনেক কথাই কইলেন। শেষে বললেন,—"পশ্চিমেও দেখেছি এখানেও দেখছি বাঙালীদের খ্যাতি প্রতিপত্তি আছে, সকলেই সম্মান দেন, ভালোবাসেন, সুরেন্দ্রবাবুকে দেবতা ভাবেন। সে স্থলে সহসা বাঙালীর বেইজ্জতি বড় অস্বাভাবিক—এমন কি বিশ্রী ঠেকবে। কেউ সেটা চায়না—আমি তো নই-ই। বিশেষ আপনি ও আপনার বাসা এতে লিপ্ত। আর কিছু না হোক্—সর্ব্বাগ্রে আপনারই বাসায় পুলিশ্ ঢুকবে, search আরম্ভ হবে, একটা হৈ চৈ পড়ে যাবে, সংবাদপত্র সেটা সর্ব্বত্র পৌছে দেবে। এখন "কানু ছাড়া" গীত নেই,—ক্রঞ্জি, ক্রুগার ছাড়া কথা নেই। পাঁচজন বসলেই ওপ্রসঙ্গ উঠবেই। আজই বৈঠক বন্ধ করে দিন; এটি আমার বিশেষ অনুরোধ—কারুর কথায় ইতস্তত করবেন না। পুলিশ কারুর আপন নয়। কেমন? আমি তবে চললুম—আমার কথা কোথাও প্রকাশ না হয় ভাই—"

"বেশ, তাই হবে।"

একটু হাসি টেনে দ্রুত চলে গেলেন। Good bye,—আমি অবাক্ বিস্ময়ে কৃতজ্ঞ হৃদয়ে চেয়ে রইলুম।

এই পর্য্যন্তই ভালো।

গত ৪০ বৎসর পূর্ব্বের কথা আজ স্মরণ করবার দিন। তখন স্থানীয় লোকের কাছে—সর্ব্বোপরি পুলিশের কাছেও কতটা প্রীতি সদ্ভাব প্রবাসী বাঙ্গালীরা পেয়েছেন ও পেতেন সেইটি বলাই আমার উদ্দেশ্য ছিল। সেটা পরিস্ফুট করবার জন্যই যতটা স্মরণ আছে সেই কথোপকথনটাও লিপিবদ্ধ করে দিলুম। বাজে বস্তু না দিলেও ক্ষতি হ'ত না কিন্তু কথার মধ্যেই মানুষকে যথাযথ পাওয়া যায়, এই ধারণাই এ কাজ করালে।

এর পর—আমাদের বিংশ শতাব্দীর প্রবাসের কথা—ঐতিহাসিকেরা লিখবেন।

দেবতা-বদল

তখনকার দিনে প্রায় সকল ব্রাহ্মণ বাড়ীতেই নারায়ণাদি গৃহদেবতা থাকতেন, তাঁদের নিত্য পূজা ও ভোগাদি সেবা থাকত। সংসারের প্রধান কাজ ও অবশ্য-কর্ত্তব্য নিত্য কর্ম্ম ছিল তাই। ঠিক যেন দেবতার সংসার, পরিবারবর্গ তাঁর সেবায়েৎ। ছেলে মেয়েরাও সেই ভাবে মানুষ হ'ত। সহজ ভাবেই অন্যান্য কাজ কর্ম্মও নির্ব্বাহ হত, বরং একটি নিয়মবদ্ধ শৃঙ্খলায় হ'ত। বাহুল্য বা বাধা বোধ কেউই করতেন না।

বাঁড়ুয্যেদের শিবকালী সেইরূপ সংসারের ছেলে। উপনয়নের পর পূজাদির ভার স্বেচ্ছায় সেই গ্রহণ করে ও নিজের পড়াশোনাও করে, স্কুলেও যায়।

কর্ত্তারাও এই কাজই করেছেন। যখন সাহেবদের আপিসে বা কুঠিতে কেরাণী হবার সুযোগ দেখা দিলে ও তার খ্যাতির হাওয়া পল্লীগ্রামেও প্রবেশ করলে—বিশেষ মেয়ে মহলে, তখন কর্ত্তাদের নজর ছেলেদের লেখা পড়ার দিকে কড়া হয়ে পড়ল—বিশেষ লেখার দিকে, কারণ লেখাটাই মুখপাত, তাতে হাত পাকানো চাই। লেখাটা সুন্দর হলে চাকরির জন্য চিন্তা নেই। ঘরে ঘরে ছেলেদের প্রতি হুকুম হ'য়ে গেল,—"নিত্য চার পৃষ্ঠা লেখা তাঁদের দেখাতে হবে।" হাওয়া অনেক কিছু বহন করে—রোগের বাহনও তিনি।

শিবকালীকে শুনতে হ'ল—"পূজা করতে আর কতক্ষণ লাগে, আমরাও ত' ওকাজ করেছি, তোর এত সময় লাগে কেন," ইত্যাদি। কথাগুলি শিবকালীর ভাল লাগে নি, সে বলেছিল—"অত বলার দরকার কি—লেখা পেলেই ত' হ'ল।"

কর্ত্তা উত্তেজিত ভাবে বলেন—"শুধু লেখা পেলেই নয়। ব্যাগার ঠেলা কাজ আমরা দেখলেই বুঝতে পারি, দিন দিন উন্নতি দেখতে চাই, লেখা পরিষ্কার হওয়া চাই—হিজিবিজি চলবে না।" শুনে—শিবকালী মুখ বুজে চলে যায়। কথা বাড়িয়ে কথা শুনতে চায়নি।

শিবকালী এখন ছেলেমানুষটি নয়—এন্‌ট্রেন্স পরীক্ষা দেবে। সে কর্ত্তাদের মনের অবস্থা বুঝতে পারে। তাঁরা পূজাদি কাজে পাস্ করে পেন্‌সন নিয়েছেন। গৃহ দেবতারা এখন অনেকেরি গৃহপালিত গরু বাছুরের মত বাড়ীর জিনিস মাত্র। গরু বরং দুধ দেয়!

দেবতার খাতিরটা দেখা যায় কেবল রোগ বা বিপদ-আপদের সময়। বিশেষ—ছেলেদের সাহেবের কুঠিতে কেরাণী করে' দেবার তাগিদই এখন তাঁর কাণে ঘন ঘন পৌছুচ্ছে—সংসারে এই ভাবই আরম্ভ হচ্ছে।

শিবকালীর ছোট ভাই সিদ্ধেশ্বর তখনকার চতুর্থ শ্রেণীতে পড়ে। পড়াশোনায় বিশেষ মন নেই। পূজা-পাঠ সে শেখেইনি—তাকে করতেও কেউ বলে না। শিবকালী কেবল বলে—"ব্রাহ্মণের ছেলে, ওটা শিখে নে সিদু। বাড়ীতে দেবতা, দরকার হলে শেষ কি একে ওকে ধরে

বেগারে কাজ চল্‌বে, তা'তে অপরাধ আছে ভাই।" সিদু বলে—"বাবার কথা শুনবো না তোমার কথা শুনবো?"

সিদুর ওপরেও বাপের চার পৃষ্ঠা করে লেখা দেখাবার হুকুম। ভাল হ'ক মন্দ হ'ক সিদু তাঁকে ছ' পৃষ্ঠা করে লেখা নিত্য দেখায়,—বাপ তার উপর খুবই তুষ্ট—"এই ছেলেই বংশের তিলক হবে।" শিবকালী ভাবে—"তা হোক কিন্তু শান্তি পাবে কি?"

কেন যে ও-কথা তার মাথায় আসে তা সেই জানে। এই বয়সেই সে শান্তির কি বুঝেছে তা জানি না। বাড়ীর সকলেই কিন্তু ভাবছেন পূজা-পাঠের সময়টা তার বেড়েই চলেছে। ফুল চন্দনের কাজ সেরে সেই যে স্থির হয়ে চোখ বোজে, সে চোখ কখন্ খুলবে তার ঠিক থাকে না। বিমাতা (সিদুর মা) আর কাকিমা ঠাকুর ঘরের দোরগোড়ায় এসে উঁকি মেরে দেখে যান ও দেখে জ্বলে যান,—সেই এক ভাব, শিবু তন্ময়, চোখের জল গড়িয়ে বুকে পড়ছে। সে শুনতে পায় এমন কণ্ঠে দু'চার কথা শোনাতে শোনাতে সশব্দে সব নেমে যান। পরক্ষণেই শিবু এসে ঠাকুরদের ভোগ উৎসর্গ করে' যায়। কাতর মুখে হাসি টেনে বলে—"পূজার ওপর তোমাদের এত রাগ কেন? বিলম্ব হ'লে তো আমারই ক্ষতি, পারের নৌকা ছেড়ে যাবে—স্কুল কামাই হবে—ওটা তোমাদের মনগড়া বিলম্ব, সেই তোমাদের অতিষ্ঠ করে।"

মা বল্লেন—"দেখতে পাচ্ছিস না কেনো—সিদুর স্কুলের সঙ্গীরা এসে দাঁড়িয়ে রয়েছে, সিদু ভাতের জন্যে ছটফট করছে। ওরা চলে গেলে তাকে একলাটি যেতে হবে যে। ওদের বাড়ীতেও তো ঠাকুর আছেন,

তাঁদের পূজাও তো হ'য়েছে। মন্তর তো সব বাড়ীরই এক। তোরই এত দেরী হয় কেন? সিদুকে সকলে চায়, ভালোবাসে, তাই না এসে দাঁড়িয়ে থাকে···"

শিবু কি বলবে, অবাক হয়ে মায়ের মুখের দিকে চেয়ে রইলো। শেষে বললে—"আমি যে তাড়াতাড়ি পারি না মা;—আচ্ছা কাল থেকে চেষ্টা করে দেখবো", বলে দু'গাল মুখে দিয়ে অন্যমনস্ক ভাবে উঠে পড়লো।

"ওকি! খাওয়া হ'ল না যে।"

খুড়িমা বললেন—"খাবে কি, দেরী হয়েছে সেটা তো নিজে জানে।"

এমন সময় থানার ঘড়ি বেজে উঠলো। খুড়িমা সাগ্রহে এক দুই করে' গুণতে লাগলেন। নটা বেজে ঘড়ি থেমে গেল।—"গুণতে ভুলেছি···"

মা বললেন—"ওদের আবার ঘড়ি!"

শিবকালীর দিদি শ্যামা কয়দিন হ'ল একটি ছেলে কোলে করে বাপের বাড়ী এসেছে, শিবুর প্রতি তার টান সমধিক—সেই ছিল তার বাল্যের খেলার সাথী। শিবু একপ্রকার না খেয়েই মুখ বুজে স্কুলে চলে গেল দেখে তার বড়ই লেগেছিল, নিজেও খেতে পারেনি, কোনো কথাও কয়নি।

বেলা একটার পর আহারাদি সেরে মা, খুড়িমা অভ্যাস মত এ-বাড়ী ও-বাড়ী দেখাশোনা করতে বেরিয়ে যান, সন্ধ্যার পূর্ব্বেই ফেরেন। যাবার

সময় শ্যামাকে বলে গেলেন—ভাঁড়ারে সবি আছে, ছেলেরা স্কুল থেকে এলে খেতে দিস্ মা। সিদুর আবার দেরী সয়না।

শ্যামার চোখ থেকে শিবুর ম্লান মুখখানা মুছে যায় নি। তিনটে না বাজতেই সে ভাঁড়ার থেকে ঘি ময়দা নিয়ে ছেলেদের জলখাবার করে রাখে ও ছেলেরা স্কুল থেকে ফিরলে, লুচি, বেগুন ভাজা আর একটু করে হালুয়া খেতে দেয়। শিবু বলে—"করেছ কি দিদি—চারখানা লুচি যে পেট ভরা হবে, পড়তে পারব কেনো? আমরা মুড়িমুড়কি খাই, বেশ হাল্কা থাকি।"

শ্যামা বললে—"আজ করে ফেলেছি ভাই, খেয়ে ফ্যাল। এক আধ দিন খাওয়া ভাল।"

মা, খুড়িমা এসে গেলেন। মা হাসতে হাসতে বললেন—"শ্যামা তোদের আজ নেমন্তন্নো খাওয়াচ্ছে দেখছি—বেশ হয়েছে।

সন্ধ্যা হ'ল। ঘরে দোরে গঙ্গাজল ছড়া দিয়ে শ্যামা তুলসী তলায় প্রদীপ দিলে, শাঁখ বাজালে। গলবস্ত্র হয়ে প্রণামান্তে দালানে আসন পেতে মা ও খুড়িমার আহ্নিক ও জপের স্থান করে রাখলে। তাঁরা মালা নিয়ে বসলেন। শিবু নারায়ণের শীতল দিতে ঠাকুর ঘরে গেল।

তাঁদের আহ্নিক সারতে আর কতক্ষণ লাগে! সংসারের কাজও তো আছে—রান্নাঘরে ঢুকতে হবে, শ্যামা কুটনো বাটনা গোছ করে রেখেছে। জপের মালা ঘুরতে লাগল, পাড়া ঘুরে যা সব সংগ্রহ হয়েছিল, তাও ঘুরতে লাগল।—"তরঙ্গিনীর বে'র বয়স হলেও কতটুকুই বা মেয়ে—ঘরদোর কী পরিষ্কার রেখেছে, তক্ তক্ করছে—মাকে রাঁধতে পর্য্যন্ত

দেয় না।" মা বলেন—"গরীবের ঘরে মেয়েরা কত শিগ্‌গিরই মানুষ হয়! গোছ দেখলে চক্ষু জুড়োয়, আমাদের মত 'এলোমার্কণ্ডে' কাজ নয়।"

জপের মালার ছুটি ছিল না। খুড়িমা বললেন, "আমাদের কিছু না থাকলেও জমিদারদের বাড়ীর চালটি আছে যে। ওদের ওই বিনোদ ছেলেটিই ভরসা, মা বুদ্ধি করে আলোমবাজারের বাক্‌চিদের ধরে বোর্ণিও কোম্পানীর কলে ১২ টাকা মাইনেয় ঢুকিয়ে দিয়েছিল, এখন কেরমে কেরমে আটারো হয়েছে। বাড়ীতে গোছ আছে বলেই চলে যায়। তুমি তরঙ্গিনীর বিয়ের কথা..."

"হ্যাঁ, বাড়ন্ত গড়নের মেয়ে, তানাত' কি মুখে আনতে পারতুম! আহা, শুনে মাগীর মুখখানা যেন মিইয়ে গেল, বললে—'কি নিয়ে চেষ্টা পাব মা, তোমাদের আশীর্ব্বাদ ছাড়া আর যে কিছু নেই।' কি বলি—বললুম "ভেবনা—সাহেবদের আশ্রয় যখন নিয়েছ, সব হয়ে যাবে'।"

শ্যামা এসে গিয়েছিল, হাসতে হাসতে বললে, "ও আবার কি বললে মা, এতকাল কার আশ্রয়ে সব হয়েছে! যাক—আমি মাছের ঝোলটা চড়িয়ে দিয়েছি আর খোকাও উঠে পড়েছে, তার কাছে যাচ্ছি।"

"যা যা, শিগ্‌গীর যা, আমাদেরও হয়েছে।" উঠতে উঠতে খুড়িমা জিজ্ঞাসা করলেন—"ওরা আমাদের ঘর না?"

"সে জেনে ফল নেই।"

কর্ত্তারা সন্ধ্যার পূর্ব্বে গঙ্গার ঘাটে গিয়ে বসতেন। পরস্পরের দেখাশোনা, কথাবার্ত্তা আলোচনাদি মোটামুটি সেইখানেই হ'ত। পরে সন্ধ্যাবন্দনাদি সেরে সব ফিরতেন,—কেউ বাড়ী, কেউ নির্দ্দিষ্ট আড্ডায়!

এ বাড়ীর কর্তা জগবন্ধুবাবুর চণ্ডীমণ্ডপেও নিত্য জমায়েৎ ছিল। প্রায় দু'তিন ঘণ্টা—গুড়ুক, গল্পগুজব, তাস পাশায় কাটিয়ে সব ফিরতেন। দুর্গাপূজার মাসখানেক পূর্ব্ব হ'তে আগমনী সঙ্গীতে মায়ের আবাহনও চলতো। পাড়ার মেয়েরা গা-ঢাকা হয়ে শুনতেন আর চোখ মুছতেন। মায়ের আগমন প্রতীক্ষাটায় সে কি আন্তরিক ভাবই ছিল!

যে সময়ের কথা বলছি তখন তাদের আলাপ আলোচনার মধ্যে সাহেবদের কুঠিতে ছেলেদের চাকুরির প্রসঙ্গও—ধীরে ধীরে স্থান পেয়েছে। এক একদিন সেই কথাতেই কেটে যায়। "দেখ না দিনুরায়ের ছেলে হরি, এই সেদিন ঢুকলো—ছ'মাসও হবে না, এরি মধ্যে দু'টাকা মাইনে বেড়েছে! ওরা রাজার জাত, ওরা দেবে না তো কে দেবে,—যা ইচ্ছে তাই ক'রতে পারে। একবার সুনজরে পড়লে লক্ষ্মী স্বয়ং অবতীর্ণ হন।" ইত্যাদি ইত্যাদি। ছেলেদের সাহেব বাড়ীর কেরাণী বানাবার ঝোঁকটা নেশার ঝোঁকের মত দিন দিন যেন একমুখী হয়ে আসছিল। জগতে বা সংসারে যদি সত্যিকার লোভের বস্তু কিছু থাকে তো সাহেবদের চাকুরিটির স্থান সর্ব্বাগ্রে—তারপর আর কিছু, কারণ তারা সব ওর মধ্যেই আশ্রিত হয়ে আছে। আবার এই ধারণাটি মেয়েদের মধ্যেই বেশী প্রসার লাভ করছিল। যেহেতু—হরি, যদু, নিত্যগোপাল প্রভৃতি যুবকেরা যখন চুল ফিরিয়ে, ধপধোবে চাপকানের ওপর পাকানো চাদর ফেলে, পান খেতে খেতে ও রুমালে মুখ মুছতে মুছতে বিচিত্র চালে কুঠি যায় এবং নূতন-ওঠা ফুলকপি ও সাঁচি পান হাতে করে ফেরে,—তারা যে গ্রামের নির্ব্বাচিত সম্মানিত, তার প্রমাণ ত' তারাই। যাক্—

আজ জগবন্ধুবাবুর চণ্ডীমণ্ডপে নেপাল খুড়ো প্রবেশ করেই বললেন—"হুঁকোটা ছাড় দেখি—একটা মস্ত খুশির খবর শোনাবো।" হুঁকো ছেড়ে সকলেই উদ্‌গ্রীব হলেন। সজোরে হু'টান টেনে নিয়ে খুড়ো আরম্ভ করলেন—"জানতো হরিশ ছেলের একটা কাজ কর্ম্মের জন্যে কিরূপ মনমরা হ'য়েছিল। ছেলে কানাই জমিদারদের বাড়ী একটা কাজের আশায় দু'বেলা পড়ে থাকতো। তাদের ছেলেদের সঙ্গে আলাপ থাকায় একপ্রকার নিশ্চিন্তই ছিল। কিন্তু বড়দের সঙ্গে মিশলে যা হয়, লাভের মধ্যে মোসায়েবি আর আয়েস।"

হরিকেশব বাবু বললেন—"ও ছাড়া আবার কি হবে, কারুর তো কিছু হ'তে দেখিনি। যিনি গেছেন—বিগড়ে বেরিয়েছেন। ও-সব জানা আছে, এখন আসল কথাটা বলো।"

খুড়ো বললেন—"হরিশ আহিরিটোলার ঠাকুরদাস মুখুজ্যে মশাইকে দুঃখ জানিয়ে ধরে। সে জানতো মেকিনন মেকেঞ্জির কুঠিতে তাঁর বিশেষ খাতির। কানাইয়ের হাতের লেখাটাও ছেলেবেলা থেকেই খুবসুরৎ ছিল। ঠাকুরদাস বাবু লেখাটা দেখিয়ে পিটার সাহেবকে ধরায় কানাইকে একদম কুড়ি টাকার কেরাণী করে নিয়েছেন—একেবারে এক আঁজলা টাকা! এ কাজ ওরাই পারে—আমাদের ভাগ্য-দেবতা এখন ওরাই—"

রামব্রহ্ম রায় উত্তেজিতভাবে ব'লে উঠলেন—"আল্‌বৎ ওরাই তো। ভগবানের নাম সকলেই করেন বটে,—না তাঁকে কেউ দেখেছেন, না তাঁর আপিস দেখেছেন। সাহেবদের একেবারে খোলা দরবার, দেখা করো, কথা কও, দুঃখ জানাও। আবার দেখতেও দেবমূর্ত্তি চন্দ্রবর্ণ,

নীল চক্ষু নীল পদ্মের মত। আমি বলছি না যে ভগবান নেই; তাঁর অন্য কাজ থাকতে পারে,—যেমন পূজো নেবার, প্রণাম নেবার; চাকরি বা ভাগ্য দেবার কর্ত্তা তিনি নন…"

জগবন্ধুবাবু বল্‌লেন—"রায়ের রায় অস্বীকার করবার উপায় নাই। ভেবে দেখবার দিন এসেছে বৈকি…"

তারিণী পুরুত বললেন—"ভাববার বুদ্ধি যিনি দিয়েছেন, তাঁকে বাদ দিয়ে নাকি? আমি সাহেবদের ছোট বল্‌ছি না, কিন্তু শাস্ত্র সমুদ্রে কোথাও ওদের উল্লেখ পাই না…"

হরিকেশব বল্‌লেন—"তারিণী থামো থামো—চূড়ামণি মশাইকে শুধুলে শুনতে পাবে। শাস্ত্রের ক' পাতাই বা পাওয়া গেছে, অধিকাংশই তার—প্রলয়ে সমুদ্রগর্ভে গেছে। সেই সমুদ্র থেকেই ওদের উদ্ভব। শাস্ত্রের বীজ সহজে মরে না, এইবার ফলেন পরিচীয়তে…।"

নেপাল খুড়ো তারিণী পুরুতকে বললেন—"তোমার চিন্তার কারণ নেই তারিণী—পেটে ভাত থাকলে শ্রাদ্ধাদি ক্রিয়াকর্ম্মও থাকবে—বরং বাড়বে।"

"সে বিষয়ে আমার চিন্তা নেই খুড়োমশাই—বাপ পিতামোর একটু জমি আছে, মা ধরিত্রী পূতনা নন, তাঁর স্তন্যেই চলে যাবে। শ্রাদ্ধও যে বাড়বে সে সম্বন্ধেও আমার সন্দেহ নেই। সকলে নূতন ভাগ্যদাতা আবিষ্কার কোরে আমরা যাঁর নাম করে খাই সেই পুরাতনের নামটাও করছিলেন না, পৈত্রিক ব্যবসায় কিনা, তাই অভ্যাস দোষে বেইমানী বাঁচিয়ে কথা কয়েছি, কিছু মনে করবেন না—মাপ করবেন।"

"না না,—কিছু মনে করব কেনো। তুমিও তো আগড়পাড়ার স্কুল ছুঁয়ে এসেছিলে, চাক্ষুষ সত্যের প্রভাব মনে মনে স্বীকার করবে বইকি।"

তারিণী পুরুত বল্‌লেন—"আপনারা তো শাস্ত্রসম্মত পথই অনুসরণ করছেন, শাস্ত্রের যে কয় পাতা প্রলয়ের মুখ থেকে বেঁচেছে তাতে দাস্যভাবটি যে ধর্ম্ম রক্ষার একটি প্রকৃষ্ট পথ, সে বিধান তো স্পষ্ট করেই দেওয়া রয়েছে। সে সাধনায় সিদ্ধি ঋদ্ধি বরং সহজ প্রাপ্য। দাস্যভাব যত বাড়বে ততই সত্বর সিদ্ধি। চাকুরি তো চমৎকার জিনিষ। নারদীয় ভক্তিই তো কলির সহজসাধ্য পথ—"

কথাটা পেয়ে সকলে খুব বাহবা দিলেন। জগবন্ধু বাবু যেন বল পেলেন, কেবল রামব্রহ্ম রায় তাঁর বর্ণনাটা ফিকে মারে দেখে বল্‌লেন—"ওসব গোলমেলে কথার দোহাই আবার কেন, চোখের ওপর যাদের পাচ্ছি, যাদের সঙ্গে হাতে হাতে লেন দেন, তাদের শক্তি স্বীকার করতে এত ইতস্ততঃ কেন?"

খুড়ো বল্‌লেন—"আহা কার্য্যতঃ তো তাই দাঁড়াবে হে।"

তারিণী আর কথা কননি।

জগবন্ধু বাবু চিন্তিত ভাবে বল্‌লেন, "এই বয়সে শিবকালীর পূজোপাঠে বাড়াবাড়ি দেখে আমি বড় বিচলিত হয়েছি ভাই। ঘরে নারায়ণ—যেটুকু দরকার করলেই হয়, তাতে কতক্ষণই বা লাগে!"

"সে এবার এনট্রেন্স দেবে না? পূজোর জোরে নাকি? পাগলামি

ছাড়তে বলো। সে ভালো ছেলে এ বুদ্ধি তাকে কে দিলে? না-না, মাটি হয়ে যাবে। সময় থাকে হাত পাকাক, সেইটেই কাজ দেবে।"

জগবন্ধু বল্‌লেন, "তোমরা তাকে একটু বুঝিও ভাই। তার কথা শুনলে আমার রাগ হয়ে যায়, সর্ব্বাঙ্গ জ্বলতে থাকে। ১৭।১৮ বছরের ছেলে চোখ বুজে যে কিসের এত ধ্যান করে তাতো বুঝি না…"

সকলে হো হো করে হাসলেন, বল্‌লেন—"বে দিয়ে ফ্যালো, বে দিয়ে ফ্যালো, সব থেমে যাবে—সব থেমে যাবে। আমাদের ও-পাড়ায় এ রোগ বড় নেই, বরং পূজোর নামে ছেলেরা বিরক্ত হয়, চটে যায়—সরে পড়ে, সাধ্য সাধনা করে করাতে হয়। অনেককেই সে দুর্ভাবনায় পড়তে হয়েছে।"

ইত্যাদি প্রসঙ্গে সেদিনকার বৈঠক শেষ হ'ল। জগবন্ধুর রাগ ভেতরে ভেতরে গুমোট বাড়াতে লাগল অকারণ। সাহেব বাড়ীর এর ওর চাকরির কথা যত শোনেন, ততই তাঁর ছটফটানি বাড়ে। ঈর্ষার আমেজও আসে।

শিবুকে বাড়ীতে একলা পেয়ে তার দিদি শ্যামা এসে বল্‌লে—"শিবু এই সময় গোটাকতক কথা কয়ে নি। সেখানে বাড়ীতে পূজো, দু'চার দিনের মধ্যেই লোক আসবে নিতে, আমাকে চলে যেতে হবে ভাই।"

শিবুর এ খেয়াল ছিল না, "তুমি চলে যাবে নাকি!"—বলে, মূঢ়ের মত দিদির মুখের দিকে চেয়ে রইল। শ্যামা সে চাউনির মধ্যে

অসহায় স্নেহ-ভিক্ষুর কাতর প্রাণটির সাড়া পেয়ে, ঢোক গিলে চোখের জল সামলালে, মুখে হাসির ক্ষীণ রেখা এনে বল্‌লে—"বাড়ীতে পূজো, সেতো যেতেই হবে ভাই।"

শিবু চুপ করে রইল, কি বলবে! তার প্রাণের প্রচ্ছন্ন অভাব বোধটা শ্যামাকে ব্যথা দিলে। শ্যামা বল্‌লে—"তাতে কি হয়েছে, তোমার একজামিন কাছেই, এখন পড়া নিয়েই সময় কেটে যাবে,—তাতেই মন দাও—লেগে থাকো। নারায়ণের যেটুকু নিত্য পূজা সেইটুকু করলেই হবে। ধ্যান ধারণাটা তোমার নিজের কাজ, সেটা যেকোন সময়ে করতে পারো। দেখছি বাড়ীর কেউ যখন ওটা ভালবাসেন না, ওরি জন্যে অসুখী, তখন নিজের কাজ নিজে সময় করে নিয়ে করাই ভাল।"

শিবু বললে—"ঐ সময় একটু সময় পাই বলেই তো করি দিদি, দেরি হ'লে তো স্কুল কামাই হোতো—"

"সেটা আমি বুঝতে পারছি, ওঁরাও তো দেখতে পাচ্ছেন। ওঁদের অন্য কারণ থাকতে পারে—বাড়াবাড়ি মনে করছেন হবে।"

শিবু একটু হেসে বল্‌লে—"পৈতে হবার পর সন্ধ্যা-পূজাদি শেখবার জন্যে বাবার কি কড়া নজরই ছিল, মার, খুড়িমার ঠাকুরঘর মার্জ্জনা, পুষ্পপাত্রাদি রচনার নিষ্ঠা ভক্তি দেখেই ত শিক্ষা পেয়েছি দিদি।"

তারপর দু'বছর কেটে গিয়েছে। শিবু ১৫ টাকা জলপানি পেয়ে,

কলকেতায় এক ভদ্রলোকের বাড়ী ছেলে পড়ায় আর নিজে পড়ে। শনিবার শনিবার আর ছুটি ছাটায় বাড়ী আসে।

নারায়ণকে পুরুত বাড়ী পাঠান হ'য়েছে। কোনো ঝঞ্ঝাট নেই,—মেয়েরা সকাল সকাল খেয়ে এ বাড়ী ও বাড়ী বেড়াতে যান, সিদু ওস্তাদের বাড়ী বেয়লা শিখতে যায় আর হাত পাকায়। বাপ বলেন "সিদুর হাত কি মিঠে",—বোধ হয় বেয়লায়।

তিনি আড়াই হাজার থেকে দেড় হাজারে নেমেও শিবুর বে'র স্থবিধে পাচ্ছেন না। জনায়ের মুখুজ্যেদের সঙ্গে কথাবার্ত্তা চলছে। শিবু বাড়ী এলে নারায়ণকে প্রণাম করতে পুরুত বাড়ী গিয়ে ঘণ্টা ছুই কাটিয়ে আসে। বাপ চটেন। বৈঠকের মুরুব্বিরা বলেন—"ওর আশা বড় কর না জগবন্ধু। ও এখনও সাহেবদের কুঠির কদর বুঝলে না, শ্রীনাথ বাবু, আদু বাবু দয়া করে দু' দু'বার সাহেবদের ধরে আটারো টাকার চাকরি পর্য্যন্ত জোগাড় করলেন, বাবুর মনে ধরল না। তাদের অপমান করলে। আমাদের আর বলবার মুখ রাখলে না। সেদিন শ্রীনাথ বাবু বললেন,—'যাকে নেওয়া হ'য়েছিল সে এখন বাইশ টাকা পাচ্ছে। সাহেব নয় তো—সাক্ষাৎ শিব। অত বড় হিল্লে খোয়ালে! জনাই এতদিন লুফে নিত'—" ইত্যাদি—শুনে জগবন্ধুর ভেতরে আগুন ধরে যায়!

রামব্রহ্ম রায় বল্লেন—"নারায়ণই ওর মাথা খেলে। মনকে চোখ ঠারা গোছ সরালে হবে না, এ বাড়ী ওবাড়ীর কাজ নয় ভায়া। খবর রাখ কি—শিবু বাড়ী এলেই পুরুত বাড়ি পূজো করতে যায়। খড়দার বিশ্বেসদের বাড়ি নারায়ণকে পাঠিয়ে দাও না, ল্যাঠা চুকে যাক্। আমিও তো দিয়েছি আর অনেকেই দিচ্ছেন। দু'নৌকোয় থাকলে জানতো কি হয়—"

"যে দেবতা অন্ন দেন তাঁদের পূজার সময় সাড়ে দশটা থেকে। ৯টার মধ্যে না বেরুলে সময় উত্‌রে যায়। ঘরের দেবতার জমিদারি চাল—আয়েসে থাকেন, তিনি বেকার বানিয়ে রাখতে চান। পূজো করো আর ভোগ দাও, হলোই বা তা ভিক্ষে করে, তুমি মরো আর বাঁচো তাতে তাঁর যায় আসে না, তাঁর হলেই হল। তাই জ্যান্ত দেবতা দেখা দিয়েছেন—আমাদের চোখ খুলে দিতে। এখন যার যেমন বুদ্ধি বুঝে নিক্। আমি কিছু বলছি না—"

সকলে বললেন—"তোমাকে বলতে হবে কেন রায়, কেউ তো অন্ধ নয়। তবে কি জানো পুরুষানুক্রমিক বহু দিনের সংস্কার, বিশেষ মেয়েদের—"

রামব্রহ্ম উত্তেজিত ভাবে—"মেয়েদের ওপর দোষ চাপানোটাও তোমাদের বহুদিনের সংস্কার। বেশ জেনো ওঁরা নূতন দেবতাকে আমাদের চেয়ে আগে চিনে নিয়েছেন। সাহেবদের চাকরি যে পুরুষদের পৌরুষের সবার বড় পরিচয়, সেটা তাঁরা মনে প্রাণে স্বীকার করে নিয়েছেন। ওঁদের জিজ্ঞাসা করে দেখো। মেয়েরা সকলেই সর্ব্বাংশে সুন্দর জামাই খোঁজেন। জিজ্ঞাসা করলেই জানতে পারবে—জমিদারির মোটা আমদানির নায়েব গমস্তা পেলে ভাল হয়, কি জমি জমা তেজারতি করে, ধানের ২।৩টে গোলার মালিক এমন জামাই হলে ভাল হয়, বা মাসিক ৬০।৭০ টাকা আয়ের ব্যবসা বা দোকান করে এমন জামাই চান, অথবা সাহেবের কুঠির কুড়ি টাকা মাইনের কেরাণী তাঁদের পছন্দ। আমি প্রমাণ দিতে পারি ঐ শেষেরটিই তাঁদের মনোমত। লক্ষ্মীরাই নারায়ণ চেনেন। টাকা রোজগার ঘানি ঘুরিয়েও হয় কিন্তু মানুষ যা চায়—সেটা মান সম্ভ্রম—

দেবতার দরবারে তার বীজ বাঁধা—ক্রমে ক্রমে সব হয়। আমি বেশী বলতে চাই না। মেয়েদের জিজ্ঞাসা করে দেখো।" ইত্যাদি—কথার পর সকলে গঙ্গাতীরে গেলেন। জগবন্ধু বাবু বললেন—"এগোও, আমি যাচ্ছি।"

জগবন্ধুর মাথায় শিবকালী সম্বন্ধে ছুটি কথা সর্ব্বক্ষণ ঘুরছিল, ও তাঁর গুরুত্বের অভিমানে আঘাত করছিল ও রাগ বাড়াচ্ছিল। পিতা ও কর্ত্তার প্রতি শিবুর অবাধ্যতাই তিনি দেখতে পাচ্ছিলেন। প্রথম ও প্রধান কারণটা ছিল—"আমার সদিচ্ছা বুঝেও কুঠির চাকরি নেবার জন্যে তার আগ্রহ ও চেষ্টার পরিচয় পাই না কেন, বরং শৈথিল্য ও তাচ্ছিল্য ভাবই সমধিক! সে ঠাউরেছে কি?" দ্বিতীয়, শিবুর পূজায় আসক্তিটা তার ইচ্ছাকৃত "অছিলা" বই আর কিছুই নয়। গোড়াতেই আমার শক্ত হওয়া উচিত ছিল,—আর নয়—

বড়দিনের ছুটিতে শিবু বাড়ী এসেছিল, বাড়ীতেই ছিল। বেড়াতে বেরুচ্ছে, সামনে পড়ে যাওয়ায় বাপ বললেন——"দাঁড়াও কথা আছে।" শিবু দাঁড়ালো।'

জগবন্ধু। তোমার জন্যে আমি অনেক সয়েছি, ছু'বছর পড়ার জন্যে বৃথা সময় নষ্ট করতে দিয়েছি, সাহেবের কুঠির চাকরি ছু'ছু'বার হাতে পেয়ে তোমার একগুঁয়েমীর জন্যে ছাড়া হয়েছে, সম্মানীদের অপমান করা হয়েছে, হাতের লক্ষ্মী খোয়ানো হ'য়েছে,—এখন তোমার মতলবটা কি শুনতে চাই।

শিবু। আর তিনটে মাস আমাকে দিন, F. A. টা দিয়ে এসে কাজ কর্ম্মের চেষ্টা তো করতেই হবে। এখনো সেকথা ভাবিনি বাবা!

জগবন্ধু। তুমি আবার ভাববে কি—তোমাকে চেনেই বা কে? সেই আমাকেই তো এর ওর কাছে খোসামোদ করতে ছুটতে হবে। সাহেবদের আশ্রয় তো যার তার কথায় জুটবে না!

শিবু। আমাকে ক্ষমা করুন, আমার জন্যে আপনি কারো কাছে আশ্রয় চেয়ে ছোট হতে যাবেন না। যিনি দেবার,—সময় হলে তিনিই দেবেন বাবা।

জগবন্ধু। তোমার সে "তিনিটি" কে, শুনি।

শিবু। তা কি আমি জানি বাবা, সেটা আমার চেয়ে আপনারাই ভাল জানেন।

জগবন্ধু ক্রমে তাতছিলেন, ফাটবার সুবিধে হল না, শিবু সামলে নিলে। বললেন—"তাই বলো। এবার কিন্তু কোনো ওজর আপত্তি শুনব না, সেটা শুনে রাখো। জর্জ্জ হেণ্ডারসনের কুঠি দয়ার জন্যে প্রসিদ্ধ, সেখানে দয়ার হাওয়া বইছে। ভাগ্যে তাঁদের আশ্রয় জুটলে লোক বর্ত্তে যায়, দু'পাঁচ টাকা কমবেশীর কেউ হিসেব করে না। Mr. Doyleকে সবাই 'দয়াল' নাম দিয়েছে,—বুঝলে? পরশু বড়দিন, শুনেছি বড় বড় কুঠির কর্ত্তারা ইষ্টমার করে রাণী রাসমণির দেবালয় দেখতে আসবেন, ম্যাজিষ্টর সাহেবও সঙ্গে থাকবেন, গ্রামও ঘুরে দেখবেন। না বলতেই ছেলেরা সব "গেট" বানাতে, ফুলের মালা দিয়ে বাড়ী সাজতে লেগে গেছে।

শিবু। তারা তো ফিবছরই সাজায়,—সাজাবে বই কি।

জগবন্ধু। 'তারা' মানে? তুমি কি তাদের মধ্যে নও?

শিবু। তাতো বলছি না বাবা, তবে আমি ওসব তাদের মত তেমন পারি না। তা আপনি ভাববেন না, সে হ'য়ে যাবে। সিদু দলবল নিয়ে সে ব্যবস্থায় লেগে আছে।

জগবন্ধু। সিদু করবে তা আমি জানি, আর তুমি?

শিবু। আমার যা আসে, তা করব বই কি বাবা—

জগবন্ধু। ওসব ছেঁদো কথা আমি শুনতে চাই না। তোমারো সাজানো চাই, তাঁরা এলে প্রণাম করা চাই—মানীদের মান দেওয়া চাই। এই বলে রাখলুম।

তিনি আর দাঁড়ালেন না। শিবুর কেবল একটা দীর্ঘনিশ্বাস পড়লো—সেও ধীরে ধীরে বেরিয়ে গেল।

কলকাতার নিকটবর্ত্তী সহরতলী গ্রামগুলিতে সাহেবদের পর্ব্ব বা উৎসবগুলি আমরাই আপন করে নিতে আরম্ভ করেছিলুম। বড়দিন যেন আমাদেরি বড়দিন,—বাড়ীঘর সাজানো, সাহেবদের ভেট বা পূজা পাঠানো, পাঁঠা কাটা, ফিষ্টি করা, আমোদ-আহ্লাদ, বছর বছর বেড়েই চলেছিল। পায়াভারি বড়রা সাহেব বাড়ী রাজহাঁস, রুই মাছ প্রভৃতি ডালি নিয়ে সেলাম করতে যেতেন ও তাতে সত্যিকার আনন্দ আত্মপ্রসাদ ও গর্ব্ব অনুভব করতেন। যাঁর ডালি তাঁরা স্পর্শ করতেন বা তা থেকে একটা আঙ্গুর কি একটা পেস্তা মুখে ফেলতেন, তিনি কৃতার্থ হতেন।

শিবু। আর তিনটে মাস আমাকে দিন, F. A. টা দিয়ে এসে কাজ কর্ম্মের চেষ্টা তো করতেই হবে। এখনো সেকথা ভাবিনি বাবা!

জগবন্ধু। তুমি আবার ভাববে কি—তোমাকে চেনেই বা কে? সেই আমাকেই তো এর ওর কাছে খোসামোদ করতে ছুটতে হবে। সাহেবদের আশ্রয় তো যার তার কথায় জুটবে না!

শিবু। আমাকে ক্ষমা করুন, আমার জন্যে আপনি কারো কাছে আশ্রয় চেয়ে ছোট হতে যাবেন না। যিনি দেবার,—সময় হলে তিনিই দেবেন বাবা।

জগবন্ধু। তোমার সে "তিনিটি" কে, শুনি।

শিবু। তা কি আমি জানি বাবা, সেটা আমার চেয়ে আপনারাই ভাল জানেন।

জগবন্ধু ক্রমে তাতছিলেন, ফাটবার সুবিধে হল না, শিবু সামলে নিলে। বললেন—"তাই বলো। এবার কিন্তু কোনো ওজর আপত্তি শুনব না, সেটা শুনে রাখো। জর্জ্জ হেণ্ডারসনের কুঠি দয়ার জন্যে প্রসিদ্ধ, সেখানে দয়ার হাওয়া বইছে। ভাগ্যে তাঁদের আশ্রয় জুটলে লোক বর্ত্তে যায়, দু'পাঁচ টাকা কমবেশীর কেউ হিসেব করে না। Mr. Doyleকে সবাই 'দয়াল' নাম দিয়েছে,—বুঝলে? পরশু বড়দিন, শুনেছি বড় বড় কুঠির কর্ত্তারা ইষ্টমার করে রাণী রাসমণির দেবালয় দেখতে আসবেন, ম্যাজিষ্টর সাহেবও সঙ্গে থাকবেন, গ্রামও ঘুরে দেখবেন। না বলতেই ছেলেরা সব "গেট" বানাতে, ফুলের মালা দিয়ে বাড়ী সাজতে লেগে গেছে।

শিবু। তারা তো ফিবছরই সাজায়,—সাজাবে বই কি।

জগবন্ধু। 'তারা' মানে? তুমি কি তাদের মধ্যে নও?

শিবু। তাতো বলছি না বাবা, তবে আমি ওসব তাদের মত তেমন পারি না। তা আপনি ভাববেন না, সে হ'য়ে যাবে। সিদু দলবল নিয়ে সে ব্যবস্থায় লেগে আছে।

জগবন্ধু। সিদু করবে তা আমি জানি, আর তুমি?

শিবু। আমার যা আসে, তা করব বই কি বাবা—

জগবন্ধু। ওসব ছেঁদো কথা আমি শুনতে চাই না। তোমারো সাজানো চাই, তাঁরা এলে প্রণাম করা চাই—মানীদের মান দেওয়া চাই। এই বলে রাখলুম।

তিনি আর দাঁড়ালেন না। শিবুর কেবল একটা দীর্ঘনিশ্বাস পড়লো—সেও ধীরে ধীরে বেরিয়ে গেল।

কলকাতার নিকটবর্ত্তী সহরতলী গ্রামগুলিতে সাহেবদের পর্ব্ব বা উৎসবগুলি আমরাই আপন করে নিতে আরম্ভ করেছিলুম। বড়দিন যেন আমাদেরি বড়দিন,—বাড়ীঘর সাজানো, সাহেবদের ভেট বা পূজা পাঠানো, পাঁঠা কাটা, ফিষ্টি করা, আমোদ-আহ্লাদ, বছর বছর বেড়েই চলেছিল। পায়াভারি বড়রা সাহেব বাড়ী রাজহাঁস, রুই মাছ প্রভৃতি ডালি নিয়ে সেলাম করতে যেতেন ও তাতে সত্যিকার আনন্দ আত্মপ্রসাদ ও গর্ব্ব অনুভব করতেন। যাঁর ডালি তাঁরা স্পর্শ করতেন বা তা থেকে একটা আঙ্গুর কি একটা পেস্তা মুখে ফেলতেন, তিনি কৃতার্থ হতেন।

বলতেন, এঁরাই সাক্ষাৎ দেবতা, হাতে তুলে খান,—নিবেদন করা সার্থক হয়। হাতে হাতে ফল।

পার্ষদগণ বলেন—"গ্লানি জমলেই রূপ বদলে আসেন,—অভাব পূর্ণ করতে। চক্ষে দেখে জীবন সার্থক হ'ল! আমাদের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করতে এসেছেন। চাকরি দেওয়ার ছলে—সেবা নিয়ে উদ্ধার করতে আসা। দেবতার লীলা কে বুঝবে। তারিণী না বুঝলেও তাঁদের ছ' হাতে খেতে দেখে স্তম্ভিত হ'য়েছে,—এখন আর কথাটি নেই!"

রামব্রহ্ম রায় গর্ব্বমিশ্রিত প্রফুল্ল মুখে বলেন—"স্বীকার করো আর না করো, আমিই কিন্তু সকলের আগে ওঁদের ধরেছিলুম। যতদিন দুর্ভোগ আছে আর সংসারে বুড়োবুড়িরা ও বিধবারা আছেন—ভুগবেন। বেশী দিন নয়,—সত্যের জয় হবেই। Moral courage কাজ করবেই।"

খুড়ো বলেন—"আর শুনেছ, দেবতাদের যুবরাজ নাকি স্বয়ং আসছেন, চতুর্দ্দিকে সমারোহ পড়ে গেছে। ইন্দ্রপ্রস্থে রাজসূয় যজ্ঞের আয়োজন চলছে। দেখছো তো—পীঠস্থান নির্ব্বাচনে ভুল হয়নি। সব রাজা রাজড়া উপঢৌকন নিয়ে নিবেদনের জন্য প্রস্তুত হচ্ছেন। কলকাতাতেও দেখা দিয়ে যাবেন। ভাগ্যে থাকলে দেখতে পাবে।"

"নাঃ এ ছেলে আমাকে পাগল করলে দেখছি"—বলতে বলতে ব্যস্ত-ভাবে জগবন্ধুবাবু প্রবেশ করলেন। রাত প্রায় ১১টা হ'ল শিবুর দেখা নেই। তাকে কোথাও দেখেছ ভাই?"

"বেশী লেখাপড়া করলেই ওই—সে ছেলে আর বাপ-মা'র থাকে না—এ কথা অনেক দিন তোমায় বলেছি। ওটিকে তুমিই মাটি করলে।

এখন ভুগবে বই কি। ওষুধ বাতলালুম, তাও করলে না। বিয়েটা দিয়ে নাগপাশে বদ্ধ করলে তাকে আর বাইরে খুঁজতে হত না।"

"তা হবে বই কি, সকলেই কি বুঝতে পারে? রামচন্দ্র নিজেই বুঝতেন না যে, তিনি অবতার। অন্যে বহু ভাগ্যে বোঝে। নইলে অত বড় ছেলে—ওদের আশ্রয়ের এমন সুযোগ পেয়েও খোয়ায়! যেখানে সোনার ইট সেখানে চোখ বুজে চলবে বই কি! দেবতা বলে না চিনুক, সে অনেক ভাগ্যের কথা, মানীর মান যে রাখতে পারে না, তার আশা বড় রেখ না জগবন্ধু।"

"তা আমি বুঝেছি, রাখিও না, কিন্তু এখন সে গেলো কোথায়? তোমাদের পাড়া ঘুরে এলুম, ছেলেরা সব দেবদারু পাতা নিয়ে ব্যস্ত। কি উৎসাহ, দেখলে প্রাণ জুড়োয়! তার কথা, কেউ বলতে পারলে না।"

"কেনো এত ভাবচো, পেট বড় চিজ, খেতে আসতেই হবে। আমরাও উঠলুম—দেখতে দেখতে যাচ্ছি, খবর পাই তো..."

সকলে উঠলেন,—"কুপুত্রের মত শত্রু আর নেই। সাহেব-কুঠির চাকরি পাওয়া আর 'সাযুজ্য লাভ' একই কথা, তা যখন তাচ্ছিল্য করেছে, ওর অনেক দুঃখু আছে"—বলতে বলতে সব গেলেন।

"চুলোয় যাক্" বলে জগবন্ধুবাবুও বাড়ী ঢুকলেন।

বাপের বিচুটি লাগানো কথাগুলি শিবুকে বড়ই বিচলিত করেছিল—

"আমি ওসব পারি না, আমার ও কাজে ইচ্ছা উৎসাহ কোনো দিন নেই বাবা তা জানেন। তবু লোক দেখানো সাথী হওয়া চাই,— মিথ্যা অভিনয় করা চাই! তা কি করে করি। আর এসব তো কুঠির চাকরি পাওয়ার জন্যে, কিন্তু ওতে ত' আমার কোনো উৎসাহই নেই! যাতে নারায়ণের সেবা ছাড়তে হয়, তা কি করে স্বীকার করি? —না, কুঠির চাকরি আমার দ্বারা হবে না।" এই চিন্তা নিয়ে শিবু বেরোয়, কিন্তু কোথায় যাবে তা সে ভাবেনি; যেন বাড়ী ছাড়তে পারলে সে বাঁচে। পুরুতবাড়ী থেকেও নারায়ণকে কোন অজ্ঞাত বাসে বিদায় করা হয়েছে! খানিকটা কাঁদতে পারলে সে যেন এখন শান্তি পায়। মনের এই অবস্থা নিয়ে অবশেষে সে রাণী রাসমণির দেবালয়ে গিয়ে পড়েছে।

ছুটির দিনে কলকাতা থেকে অনেকেই দেবদেবী দর্শনে আসেন, বিশেষ বিদেশী শেঠী মারোয়াড়ী ধনিক ভক্তেরা। সেদিনও কয়েকটি এসেছিলেন ও দেবী দর্শনান্তে গঙ্গাতীরস্থ সুরম্য উদ্যান ঘুরে বেড়াচ্ছিলেন।

মন্দিরে প্রণাম সেরে এসে শিবু পঞ্চবটীর একপ্রান্তে চিন্তামগ্ন অবস্থায় স্থান নিয়েছিল, কিছুতে তার লক্ষ্য ছিল না। তাঁরা তিনবার পঞ্চবটী প্রদক্ষিণ করে শিবুকে তদবস্থ দেখে গিয়েছিলেন ও অন্য পিটে বসে তারই কথা ভাবছিলেন।

সন্ধ্যা সমাগমে নহবতে পুরবীর করুণ আলাপ, ভাগীরথীর মৃদু কল্লোল, পুষ্পগন্ধবহুল দক্ষিণ বায়ুর স্নিগ্ধ স্পর্শ, নৈসর্গিক আবহাওয়ার সৃষ্টি করছিল। সারাদিনের শ্রান্ত বিষয়-ভ্রান্ত মনও সে পারিপার্শ্বিকের

মধ্যে আত্মহারা না হয়ে পারে না। সহসা দেবালয়ে মন্দিরে মন্দিরে আরতির শঙ্খঘণ্টা-রব ও ধূপ-ধুনার পবিত্র আহ্বান আগন্তুকদের মন্দিরাভিমুখী করে দ্রুত টেনে নিয়ে গেল। শিবু বসেই রইল।

আরত্রিক অনেকক্ষণ শেষ হয়েছে, আগন্তুকেরা চলে গিয়েছেন, বাগানের ফটক বন্ধ হয়ে গিয়েছে। সব নিস্তব্ধ। ম্যাগাজিনের ঘড়িতে দশটা বাজলো। "ইস", শিবুর চমক ভাঙলো—বাড়ী যেতে হবে যে! সে উঠে পড়লো—"দারোয়ান চেনে, বললে গেট খুলে দেবে।" সে 'পঞ্চবটীর' বাঁধানো বেদীর পূর্ব্বোত্তর ঈশান কোণে বসেছিল। দক্ষিণ দিকটাই সামনে, সকলে সেইদিকেই বসেন। সে প্রদক্ষিণান্তে প্রণাম করে যাবার ইচ্ছায় দাঁড়ালো, কিন্তু ভীষণ অন্ধকার।

জোয়ার আসায় মালবাহী পাটনেয়ে নৌকাও তীরের অপেক্ষাকৃত নিকট দিয়ে যাচ্ছিল—মাস্তুলে ঝোলানো লণ্ঠনের ক্ষীণ আলোক এসে পড়ায়, শিবু দেখলে বেদীর দক্ষিণ সোপানে—রুমালে পরিষ্কারভাবে জড়ান একটা বাণ্ডিলের মত কি পড়ে রয়েছে—সম্ভবতঃ কেউ ফেলে গিয়েছেন। সে তখন বাড়ী ফেরবার জন্যে ব্যস্ত—"থাক, যাঁর জিনিষ তিনি খোঁজ করবেন।" আবার কি ভেবে তুললে। "এ কি, বেশ ভারি—! সে চমকে গেল, নগদ টাকা কড়ি আছে, কাগজও রয়েছে। রুমালখানি রেশমের, "এ নিশ্চয়ই সেই বিদেশী ভদ্রলোকদের হবে, দারোয়ানের জিম্মে করে দিয়ে যাই।" আবার কি ভাবলে অনেকগুলি টাকা নোটও থাকতে পারে। খুঁজতে নিশ্চয়ই আসবেন, বাড়ী নেয়া

যেতে পারে না, একটু বসি। বাড়ী ফেরার কথা আর মনে রইল না। ১১টা বাজলো, ১২টা বাজলো, চারিদিক নিস্তব্ধ, ঝিঁঝিঁর ডাকে শূন্য ভরে রয়েছে। গঙ্গাবক্ষে মাঝে মাঝে ঝপ ঝপ দাঁড়ের শব্দ ও মাঝিদের কণ্ঠ দূরাগত সুরের সাড়া দিচ্ছে। শিবু বাণ্ডিলটি সযত্নে বুকে চেপে বেদীর উপর শুয়ে রইলো—"ঘুমালে কিন্তু চলবে না, লোক আসবেই। না হয় সকালে যা হয় করব, কাগজপত্রে তাঁদের ঠিকানা থাকতে পারে!" তার আর অন্য চিন্তা নেই।

একখানা জেলেডিঙ্গি বোধ হয় নিকট দিয়েই যাচ্ছিল, মাঝির কণ্ঠ সুস্পষ্ট শোনাচ্ছিল—

তোমায় যখন ধরেছি হে
ভয়টা কি আমার!
নিজের বলে থাকলে কিছু,
মন থাকতো তারি পিছু,
এখন,—স্মরণ মনন তোমার চরণ
বাকি তোমার ভার;
ভয়টা কি আমার!

শিবু উঠে বসল। তার সারা তন্ত্রীতে সেই কথাগুলি অনাহত বাণীর মত সে উপভোগ করছিল। সেই সুর ক্রমে দূর হতে দূরে লয় পেলেও তার প্রাণে অক্ষয় হয়ে তাকে তন্ময় করে রাখলে। কতক্ষণ তা সে জানে না।

সহসা ২।৩টি লোক লণ্ঠন হাতে পঞ্চবটীর আ-ঘাটা দিয়ে উঠে এসে—

"আপনি এখনো বসে আছেন"…

শিবুর চমক ভাঙলো, সে বলে ফেললে—"আপনারা এসেছেন?"

"বড় বিপন্ন হয়ে এসেছি বাবা, কলকাতা থেকে ফিরেছি। এই-খানেই বসেছিলুম, মন্দিরে আরতি আরম্ভ হওয়ায় তাড়াতাড়ি উঠে যাই। রুমালে বাঁধা একটি বাণ্ডিল সঙ্গে ছিল, সেটি এইখানেই ফেলে যাই। আরতি শেষে সরাসরি নৌকায় গিয়ে উঠি। কলকেতার ঘাটে পৌছে, ওঠবার সময় বাণ্ডিলের খোঁজ হ'ল! তারপর আর কি শুনবে, সেই বাণ্ডিলের মধ্যেই ধন, মান, সম্ভ্রম—সর্ব্বস্ব। মনে হল পঞ্চবটীতেই ফেলেছি, রাতারাতি পৌছুলে পেতেও পারি, তাই আবার…। কি বলব বাবা, আমার অবস্থা ভগবানই জানেন। Mill এর প্রধান Document খানিও তারি মধ্যে"—দীর্ঘনিশ্বাস পড়লো।

শিবু বললে—"অত ভাববেন না, বিচলিত হবেন না, সে আমি কোলে করে নিয়ে বসে আছি—বাড়ী যেতে পারিনি। জানি আপনারা আসবেন। স্থির হোন, সকালে দেখে শুনে নেবেন। আমিও কম বিপন্ন নই শেঠজি।"

"ওরে বাপ আমার" বলে ওপরের ধাপে উঠতে গিয়ে পড়ে গেলেন। শিবু তাড়াতাড়ি ধরে ফেললে।

"এখন কত রাত হবে?"

একজন ঘড়ি দেখে বললেন—"পৌণে চারটে।"

শিবু বললে—"রাত আর নেই, এখনি প্রভাতী শানাই বাজবে।"

তারপর কথাবার্ত্তা আলাপে বাণ্ডিলে যা আছে শিবুর সব জানা হ'য়ে গেল। লোকটি আমদাবাদের একটি মিলের স্বত্বাধিকারী,

কলকেতায় কার্য্যোপলক্ষে এসেছিলেন। তিনিও প্রসঙ্গচ্ছলে শিবুর কিছু কিছু শুনে নিলেন—সে F. A. দিচ্ছে।

"তারপর কি করবে?"

"নারায়ণ যা করাবেন।"

"বাঙালীরা শুনছি সাহেবদের চাকরিই চায়।"

"আমরা গরীব লোক, চাকরি ছাড়া উপায় কি" বলে শিবু হাসে।

"তা হলে Accountantshipটা দিয়ে রাখা ভাল।"

"আমার ইচ্ছায় কি হয়, নারায়ণ যা করাবেন তাই হবে। ওটা পাস করা তো শক্ত নয়, কিন্তু আমাকে যে ছেলে পড়িয়ে নিজে পড়তে হয়। যাক্ তিনি যা ভাল বুঝবেন করবেন।"

আলো দেখা দিতে শিবু সেই রুমালে বাঁধা মোড়কটি শেঠজীর হাতে দিয়ে বললে—"ভালো করে সব দেখে নিন।"

"যেমন ছিল ঠিক তেমনিই আছে, ও আর দেখব কি বাবা?"

"না—আমার ওপর দয়া করুন। আমি সারারাত এই দায়িত্ব বহন করে জেগে বসে আছি।"

"বেশ তাই হোক" বলে তিনি এক এক করে সব দেখে নিলেন। বললেন—"আমাকে যে বিপদ থেকে বাঁচালে—মানুষ কথায় আর কি বলবে, অন্তর্য্যামীই তা জানলেন। তুমি আমার ছেলের সমবয়সী, তোমাকে সন্তানরূপে লাভ করে চললুম। অনেক অর্থলাভ হয়েছে, কিন্তু এত বড় লাভ কখনো ঘটেনি। বুড়ো হয়েছি এখন ছেলেরাই আশা ভরসা, সহায় সম্বল,—আমাকে ভুলে যেওনা বাবা, বিপন্ন হলেই সাহায্য চাইব, যেন তা পাই বাবা।"

শিবু কেবল বললে—"আপনাকে তো বলেছি, ভাববেন না। ঠাকুর যা হয় করবেন এখন। চলুন—মন্দিরে প্রণাম করে নৌকায় উঠবেন। আপনারা কলকেতায় যাচ্ছেন দেখে আমারো কলকেতায় যেতে ইচ্ছে করছে। আপনাদের অসুবিধে হবে কি ?"

"এসো এসো, ভারি আনন্দ হবে।"

"তবে পাঁচ মিনিট অপেক্ষা করতে হবে, আমি বাবাকে দু'লাইন লিখে দি—"কলকাতায় চললুম, পরীক্ষা হয়ে গেলে ফিরবো। ঘাটে পরিচিত লোক দেখতে পাচ্ছি।"

মন্দিরে প্রণামাদি সেরে সকলে কলকাতা রওনা হলেন।

তারপর ছ'সাত মাস কেটে গেছে। শিবকালী F. A. পরীক্ষা পাশ করেছে। দু'বার বাড়ী এসে সকলকে প্রণাম করে গেছে কিন্তু থাকে নি—বাপ মা তেমন আগ্রহ প্রকাশও করেন নি।

চণ্ডীমণ্ডপে বৈঠক নিত্যই বসে। জগবন্ধু বাবুর ভাল না লাগলেও হিতৈষীরা শিবুর কথা উপস্থিত করেন—"দেখনা ক'দিন না এসে থাকে—ঐ ছেলে পড়ানোর যোল টাকার মুরোদ তো! দেবতার দোর ধরতেই হবে।" কেউ বলেন—"কথাটা বুঝছ না, দুটো পাশ করেছে, এখন তার ইচ্ছামত জগবন্ধুকে চলতে হবে, নারায়ণটি বাড়ী আনতে

হবে, প্রহ্লাদের বায়না। বুঝেসুঝে যাঁরা বাজে ঝন্‌ঝাট এড়াচ্ছেন তাঁরা সব হলেন মুক্ষু।"

শিবুর খুড়ো ভবতারণ বিরক্ত হয়ে বললেন—"ও কথাতো পুরোনো হয়ে গেছে, গৃহদেবতারা তো নানাস্থানী হয়ে গেছেন, কেহ কেহ গঙ্গালাভও করেছেন, গ্রামে আর কয়টিই বা আছেন, আর কেনো—অন্য কথা বলুন—শোনা যাক।"

রায় মশাই বললেন—"মস্ত খবর আছে হে, তাতে বাকীগুলির ব্যবস্থাও হয়ে যাবে। কেবল ভয় ভক্তির দৌলতে যে কয়টির আয়ু প্রবল তারাই থাকবে। কোনো খবর তো রাখনা—এবার কাঁটা তুলতে স্বয়ং বিশল্যকরণী এসেছেন। জান তো ইন্দ্রপস্থে যুবরাজের অর্থাৎ দেবরাজের রাজসূয় যজ্ঞ অভূতপূর্ব্ব সমারোহে হয়ে গেল। রাজোয়াড়ার রাজাদের শিরস্ত্রাণ পাদমূলে ভূমি স্পর্শ করে দেবতার মর্য্যাদা প্রমাণ করে দিয়েছে। তিনি এখন রাজধানী কলিকাতায় দর্শন দিচ্ছেন, যার ভাগ্যে আছে সে দেখে কৃতার্থ হয়ে যাচ্ছে। আবার একজন ভরদ্বাজ গোত্রীয় সদ্‌ ব্রাহ্মণ তাঁকে অনুনয় বিনয়ে তুষ্ট করে বাড়ী এনেছিলেন। পূর্ব্ব জন্মের বহু তপস্যা না থাকলে এ কাজ সম্ভব ছিল না,—কলির বিদুর। মেয়েরা শাঁখ বাজিয়ে হুলুধ্বনি সহ মালা চন্দন পুষ্পাঞ্জলি দিয়ে পূজা করেছেন, স্বহস্তে প্রস্তুত অন্নব্যঞ্জন ভোগ দিয়েছেন। এমনটি কারো ভাগ্যে কোন যুগে ঘটেছে? বাঙ্গালা দেশ ধন্য হয়ে গেছে। দেবতার অসীম কৃপা। পরশ্রীকাতর হতভাগ্য দেশের অনেকেই ঈর্ষায় মরছে। পরিহাস চলছে,—কিন্তু জ্ঞানীদের সন্দেহ ভঞ্জন হয়ে গেছে। এইবার বাজের বিসর্জ্জন সহজ হবে। সৎসাহস আপনি

আসবে। মেয়ে পুরুষের মনে মনে দেবতা-বদল এসেই গেছে, বুঝলে ভবতারণ!"

ভবতারণ। "শিবু ছেলেটা মিছে অভিমান করে আখের খোয়ালে দেখছি।"

জগবন্ধু রাগে ক্ষোভে কেবল বললেন—"চুলোয় যাক্, তার নাম আর করো না। গাঙ্গুলী মশাই বলছিলেন, শিবু কোথায়, আমার সঙ্গে চলুক না, এণ্ডারসনের বাড়ী ২৫ টাকার আশ্রয় রয়েছে—"

যদু মুখুজ্যে লম্বগ্রীব হয়ে বললেন—"আঁ্যা বলো কি, একেবারে পঁ-চিশ! সে কি আর এতক্ষণ খালি আছে? বরকু দরজি চাপকান জুগিয়ে উঠতে পারছে না;—এ সুযোগ খোয়ালে অশেষ দুর্গতি।"

জগবন্ধু হাতজোড় করে বললেন—"ভাই অন্য কথা কও, আমাকে আর পাগল কর না।"

সকলেই সদুঃখে বললেন, "বিষম লেগেছে—তা বুঝতে পারছি—লাগবারই কথা, কুসন্তান যেন কারো না হয়···"

(পরিশিষ্ট)

গরমের ছুটিতে ইস্কুল কলেজ বন্ধ, তার ওপর আজ স্নানযাত্রা, বৃষ্টির বিরাম নেই। বেলা পর্য্যন্ত কর্ত্তারা গুড়ুক আর গল্প চালাচ্ছেন।

এমন সময় খালি পা, ছাতামাথায়, ডাক পিওন ভিজতে ভিজতে এসে—"আজ বেরুবার কথা নয়, পার্ব্বণের দিন তায় রেজিষ্ট্রী চিঠি।

আপনার বলেই নিয়ে এলুম বাঁড়ুয্যে মশাই” বলে ব্যাগ হাতড়ে পত্রখানি জগবন্ধুর হাতে দিলে।

সকলে উদ্‌গ্রীব। “রেজিষ্ট্রী চিঠি”? সমন টমন নয় তো?

জগবন্ধুর মুখ ফ্যাকাশে মেরেছিল, ভবতারণকেই খুলতে দিলেন।

সকলে মুখ চাওয়া-চাই করলেন—“এখন সে কোথায়? কলকেতা সাংঘাতিক সহর, দলে মিশলে সবই সম্ভব”...

“কি বলছেন বাবুরা? রাজু সামন্তর এই কাজ করে চুল পেকে গেল, হাতে পড়লেই বুঝতে পারি। ঐ দেখুন নোট বেরিয়ে পড়েছে। পার্ব্বণের দিন আসাটা মিছে হবে নাকি?”

“না রাজু, তোমার কথাই ঠিক। আমি মাছ কিনতে যাব বলে সিকিটা ট্যাঁকে নিয়ে বেরিয়েছিলুম, তুমিই নাও।” রসিদখানা দাদাকে দিয়ে সই করিয়ে দিলেন। রাজু খুসি হয়ে চলে গেল।

“কে পাঠালে, কার, কোথা থেকে?” ইত্যাদি উৎসুক প্রশ্ন হল। “এখানে তো পর কেউ নেই হে। নম্বরি নোট যে দেখছি, কি সর্ব্বনাশ, পেলে কোথা? কি লিখেছে? ছাখো—ছাখো”—

জগবন্ধু। “লেখা তো ছ’সাত লাইন মাত্র, তাতে কিছুই বোঝা যায় না, এই শোনো—”

শ্রীচরণেষু—বাবা, আমি এখানে শেঠেদের একটি মিলে জুন মাস থেকে কাজে নিযুক্ত হয়েছি। এ মাসে তাঁদের ইচ্ছামত দেড় শত টাকা draw করতে হল। তার প্রথম দুই অংশ আপনাকে পাঠাচ্ছি। আপনাদের ইচ্ছামত ব্যয় করবেন। বাকি তৃতীয়াংশ ৫০ টাকা, নিজের বস্ত্রাদি ও বাসা খরচের জন্য রাখতে হল। আপনারা

সকলে আমার বিনীত প্রণাম গ্রহণ করুন। আমি শারীরিক ভাল আছি।

সেবক—শিবকালী

সকলে অবাক—"পত্র লিখতেও শেখেনি! না—"বহু সম্মান পুরঃসরঃ, না শতকোটী; না মিদং! যাক্ কিছু বুঝলে? চাকরি নয়, 'কাজে নিযুক্ত', তা এক মাসের জন্যেও হতে পারে, সাত মাসের জন্যেও হতে পারে, কাজ ফুরলেই বেকার। জায়গাটা কোথায় হ্যা?"

"আহমদাবাদ"।

"সে আবার কোথায়? কোন্ মুলুকে? জাহাজে যেতে হয় না তো? তা হলে ঢাকের দামে—প্রাচিত্তিরেই ব্যাতন বেরিয়ে যাবে যে"—

একজন বললেন, "সে কি এখানে—সে বহু দূর হট্টমালার দেশ, প্রায় পাঁচশো মাইলের ধাক্কা। শেঠেরা শুভঙ্করের বাচ্চা—মাইল পিছু আট আনাও দেয়নি দেখছি! কর্ত্তারা মুক্ষু ছিলেন না, গ্রামের বাইরে পা বাড়াতেন না। যাক্—সে জগবন্ধু বুঝবে—"

রায় মশাই বুদ্ধি ধরেন বেশী—বললেন—"এই বলে রাখছি, গরীবের কথাটা ছ্যালের ওপর লিখে রাখ—আছে না,—নারায়ণ বটপত্রে ভেসে ছিলেন—ক্ষীরোদ সমুদ্রে! কোথায় ক্ষীরোদ সমুদ্র কেউ দেখেছে? সবই আখ্যান-মঞ্জরি! এ দেবতা বটপত্রে নয়, 'বোটে'—একটি নয়, দু'টি নয়, সাত সমুদ্র পার হয়ে, স্বেচ্ছায় দ্বারে উপস্থিত। বটপত্রের রকম ফের। স্পষ্ট রাজসংস্করণ নয় কি? এখনো ভাল চায় তো শিবু

যুগদেবতার স্মরণ নিক। দেবতার দান শুনতেই পঁচিশ, কাজে অফুরন্ত। ও মধুসূদন-দাদার দ'য়ের ভাঁড়—ভাঁড় থাকলেই মাল মজুদ—চাইলেই প্রাপ্তি। শুধু হাতে যাও, মাল নিয়ে ফেরো—মুদি, ময়রা, কাপড়ওলা, সবাই প্রস্তুত। কিসের জোরে? ঐ মধুসূদন দাদার। পরদেশী লোক —না চেনা না পরিচয়—দরকারে ঘরে এসে সেধে টাকা দিয়ে যেতে আরম্ভ করেছে—সেটা লক্ষ্য কোরো। দেবতার সঙ্গে সম্পর্ক রাখলে, গীতায় ইঙ্গিত আছে, মডক্কার মার নেই। পড়ে পাশ করলেই হয় না— অর্থ বুঝতে হয়। দেবতা-বদল চিরদিন হয়ে আসছে—হয়েও গিয়েছে-- এই বলে চললুম। লোভে ক্ষোভ আছেই,—সে জগবন্ধু বুঝবে, যা ভাল হয় করবে, আমি বলতে চাই না।—"

"—এসহে বেলা হ'ল!"

সকলে উঠলেন!

শেঠের মিলে (Mill-এ) ঢুকেই ছেলে দেড় শত মুদ্রার পায়ায় নিযুক্ত হয়েছে, এ সংবাদ পেয়ে ও নিজের হাতে শিবুর প্রেরিত নগদ এক'শ টাকা পেয়ে জগবন্ধু বাঁড়ুয্যে বড় কম আনন্দ ও গর্ব্ব অনুভব করছিলেন না। বৃদ্ধ ও বিজ্ঞ রামব্রহ্ম রায়ের কণ্টকিত ইঙ্গিতগুলিও কিন্তু একেবারে ব্যর্থ হয়নি, তাঁকে একটু বিচলিত করেছিল। তার কারণ, রায়মশাই গ্রামের অভিজ্ঞ লোক, তিনিই নতুন দেবতা আবিষ্কার করেছেন। গ্রামের লোকের মনও সেটা গ্রহণ করেছে ও করছে। সংস্কার এইভাবেই জন্ম নেয়। প্রপিতামহীরা যা বলে গেছেন, আজিও সংসারে তা সসম্মানে চলে আসছে, শাস্ত্রের শক্তি নাই তাতে বাধা দেয়। ভাবি বিপদের ভয়ই সেখানে জয়ী। বিদ্যাসাগরও তা স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছেন। তাই টাকাটা

সযত্নে ট্যাঁকে গুঁজেও জগবন্ধু পুরো আশ্বস্ত হতে পারছিলেন না। সাহেবদের কুঠির চাকরি তো নয়!

হঠাৎ "যো ধ্রুবানী পরিত্যজ্য" কথাটা স্মরণ হওয়ায় তিনি ধীরে ধীরে বাড়ীর মধ্যে চলে গেলেন।

২

ঊনবিংশ শতাব্দীর আশির কোঠায় তখন পৌঁছে গেছি। তার অব্যবহিত পূর্ব্বে "প্রিন্স অব ওয়েল্স" (পরবর্ত্তী সম্রাট সপ্তম এড্ওয়ার্ড) ভারতে পদার্পণ করেন। সে-কারণ ইন্দ্রপ্রস্থে মহাসমারোহে বিস্মৃত রাজসূয়ের পুনরাভিনয় হয়। তিনি প্রভূত পূজাসম্মান লাভ ক'রে রাজা-রাজড়া ও ভাগ্যবানদের সেবায় তুষ্ট হয়ে বাড়ি ফিরেছেন। ভারত যথাসাধ্য কর্ত্তব্য-পালনে ত্রুটি করে নি। সকলেই দিয়ে খুশি। তাঁরা ত্যাগধর্ম্ম পালন ক'রে কৃতার্থ হয়েছেন।

আমাদের বাংলা দেশ, রাজোয়াড়া না হ'লেও, আদেয় কিছু রাখে নি। তার জোড়া কোন্ দেশ বা প্রদেশ ছিল, তা জানি না। সে তার আগেই জাত দিয়েছে, ধাত দিয়েছে, 'বাত' দিয়েছে। ইংরেজকে দেবতা ব'লে নিয়েছে, প্রসাদ পেয়েছে। নিজের স্বভাব, আচার-অনুষ্ঠানাদি (ধাতের জিনিস) ছেড়েছে। বাতের (কথার) ভাষা বদলেছে। পত্র-ব্যবহারে

বাপকে মাই ডিয়ার ফাদার লিখেছে, স্ত্রীকে ওয়াইফ ব'লে আনন্দ পেতে শিখেছে। কাজকর্ম্মে গেটের মাথায় ওয়েলকাম লিখেছে, আশেপাশে গড সেভ দি কুইন, লং লীভ দি কুইন, দুধার উজ্জ্বল করেছে। সাহেবের অনুচর চাপরাসীকে সার্ বলেছে, চেয়ারও দিয়েছে। পাইপ দাঁতে চেপে চিবিয়ে কথা কইতে অভ্যাস করেছে। কুকুরের মুখে চুমো খেয়েছে, তাকে শেক্‌হ্যাণ্ড করতে তালিম দিয়েছে। ভদ্র-সভায় রুমালে থুতু ফেলে বুক-পকেটে রেখেছে। বাপের শ্রাদ্ধে নিমন্ত্রিতদের লেডিস অ্যাণ্ড জেণ্ট্‌ল-মেন ব'লে গাত্রোত্থান করতে আহ্বান করেছে, আবশ্যকে অনাবশ্যকে বেগ ইওর পার্‌ডন বলেছে। কটা বলব, সব কি আজ মনে আছে! ভূতো শহর থেকে সাইড-স্প্রিং জুতো প'রে এসে আমাদের অভিভূত করেছে। এমন চুল ছেঁটে এসেছে, চেনা যায় না। বলে, রুমালখানা আস্তিনে গুঁজতে হয় জানিস না, কি রে? নটবর আড়াই টাকা দিয়ে নাপিতকে ঘাড়ছাঁটা ক্লিপার কিনে দিয়েছে। ইভলিউশন কথাটার অর্থবোধের আগেই তার সঙ্গে দেখা হয়ে গিয়েছে। মদ্যপানটা শিক্ষাগুরু ডিরোজিও সাহেবের কল্যাণে অনেকেরই সহজ হয়েছে, বেড়েছে সভ্যতার অঙ্গরূপেই। তার আগে জমিদারদের ছেলেদের মধ্যেই ছিল। কি কহব আনন্দ ওর!

কই, কোন্ প্রদেশের কজন তখন তা পেরেছিলেন? আমরা ছিলাম সমাজকর্ত্তাদের অনুগত শহরতলীর লোক। তাঁদের ধারণা ও আদেশমত সংসারের ভাঙাগড়া চলত। তাঁরা সাহেবদের নরনারায়ণ ব'লে চিনেছিলেন— সে কথা দেবতাবদলের উদ্যোগপর্ব্বে একটু বলেছি। বিস্তারিত শুনলে আজকালের তরুণেরা আমাদের ঘৃণ্যজীব ব'লে মুখ ফেরাবে। ট্রেটার বলতেও পারে।

সেই আমরা। আজ নববিধানের আওড়ে প'ড়ে ধান ভানছি, যাক।

তখন নাকি বিলেত থেকে বড় ঘরের বা বনেদী ঘরের ছেলেরা নব অধিকার পাকা করতে আসতেন, তাঁদের কথাবার্ত্তা, ব্যবহার মোলায়েম ও মিষ্ট ছিল, বেছেগুছে মিশতেন, আবশ্যকে অবাধেও। দু-একটা বলি—

জেলার ম্যাজিস্ট্রেটরা মধ্যে মধ্যে গ্রাম পরিদর্শনে আসতেন। ভদ্রলোকদের সঙ্গে আলাপ করতেন, অসুবিধাদির কথা জিজ্ঞাসা করতেন, সুখ-দুঃখের কথা শুনতে ।

এর বেশি আর কি চাই, এই তো রামরাজ্য। তার ওপর ইংরিজীর একার ওকার জানা বেকার ছেলেদের কেরানী ক'রে নিতেন, সে কথা উদ্যোগপর্ব্বেই বলেছি। তাই কর্ত্তারা তাঁদের দেবতা না ঠাউরে পারেন নি।

সম্ভ্রান্ত বাঙালী বাবুদের নৌকো গড়িয়ে বাচ-খেলার প্রতিযোগিতা প্রবল ছিল। তাতে সাহেবদেরও আহ্বান থাকত, তাঁরা বাচ দেখতে আসতেন, জলযোগের ব্যবস্থাও থাকত।

ট্রাঙ্ক রোডের দুধারে বড়লোকদের প্রমোদ-উদ্যানাদি থাকত, এখনও আছে (মাড়োয়ারীদের দখলেই অধিকাংশ)। শনিবার উদ্যান হেসে উঠত—মাছধরা, নাচগান, মদ্যপান চলত। ছোট সাহেবেরাও জয়েন করতেন।

বড়লোকেরা ও বড় চাকুরেরা পূজা বা বিবাহাদি উৎসবে সাহেবদের নিমন্ত্রণ করতেন। তাঁরাও সস্ত্রীক আসতেন। যাত্রা, বাইনাচ থাকত, খানার ব্যবস্থাও থাকত।

এইরূপ মেলামেশায় প্রীতি সদ্ভাব স্বতঃই বাড়ত। কর্ত্তারা ছিলেন সেকেলে সাদাসিধে লোক, গল্প-গুড়ুক, হাসি-তামাসা আর তাস-পাশা নিদ্রায় দিন কাটত বা বয়স কাটত। বড় কাজের মধ্যে পঞ্চায়েৎ, দলাদলি, একটা কিছু রাখতেই হ'ত, নচেৎ 'অনাবশ্যক' হয়ে পড়তে হয়। রাজনীতির গোলোক-ধাঁধায় কোনও দিন তাঁরা গলা বাড়ান নি, বলতেন, ওসব রাজাদের জন্যে, আমরা ও বুঝতে চাই না—আদার ব্যাপারী। ছেলেদের চাকরি দিয়ে অন্নের উপায় ক'রে দিচ্ছে, আবার কি মাথায় ক'রে নাচবে নাকি? পরগণায় পরগণায় এজলাস, চুরি-ডাকাতি, অন্যায় অত্যাচার, জমিদারদের জুলুম ক'মে গেছে। চাষী মজুর ভদ্র অভদ্র সকলেই খুশি। হ্যাঁ, ব্রাহ্মণদের সঙ্গে তফাত খানিকটা থাকা উচিত ছিল বটে। একটু স'য়ে মিলে-মিশে থাকলে তাও হবে। ওরা অবুঝ নয়, ইত্যাদি। তাঁদের যেমন চলছে, চললেই হ'ল। পৈতে কানে দিয়ে ধর্ম্মরক্ষার ব্যাঘাত না হয়।

সেটা ছিল কেশববাবুর উঠতি সময়। পূর্ব্ব থেকেই তাঁর অপূর্ব্ব বাগ্মীতাশক্তি ও যুক্তি যে প্রবল আলোড়ন এনেছিল, তার সংঘাতে অনেকেই মুগ্ধ ও বিচলিত হয়েছিলেন। সেটাও ভেতরে ভেতরে তার প্রভাব বিস্তার করছিল ও ক্ষেত্র প্রস্তুতে সাহায্য করছিল।

তখন 'বঙ্গবাসী' সাপ্তাহিক দেখা দিয়েছে। গ্রামেও আসে, কেউ কেউ চশমা চোখে নিয়ে পড়েন। পণ্ডিত শশধর তর্কচূড়ামণির ধর্ম্ম-ব্যাখ্যাটা বাহবা পায়। দেশের অন্যান্য কথা দেখেন না। পাবনায় কি হয়েছে, সে ভাবনা রাখেন না। কেউ বললে বিশ্বাস করেন না,

বলেন, চোখ কান খুলে নিজেরা দেখ শোন না কেন? অর্থাৎ তাঁরা সব দেখে ব'সে আছেন।

গ্রামের ভট্‌চায্যিপাড়ার জমিতে আঁব-কাঁঠালের সময় গাছের গোড়ায় কাঁটার বেড়া দেওয়া ছিল। গ্রাম পরিদর্শনে এসে ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব দেখে প্রশ্ন করেন, এ কুদৃশ্য জঞ্জাল কেন? তলা বেশ পরিষ্কার থাকা উচিত। শোনেন, সাবধান না হ'লে চোরের উৎপাতে যে একটি ফলও পাওয়া যায় না সার্। সঙ্গে থানার ছোট দারোগা ও কন্‌স্টেব্‌ল ছিল, তাদের দিকে রোষ-কটাক্ষে বলেন, তোমরা কি করতে আছ? তোমাদেরই সামনে আমার এলাকার এই নিন্দে আমাকে শুনতে হ'ল? এসব জঞ্জাল এখনই খুলে ফেলে দাও। চোরের উৎপাতের কথা আর যেন আমাকে শুনতে না হয়। এই অভয়বাণী শুনে সকলে কতটা তুষ্ট হয়েছিল, সেটা লেখবার অপেক্ষা রাখে না।

এমন কত আছে। আর একটিমাত্র বলি। দক্ষিণেশ্বরে তখন একটি বারুদের গুদাম ছিল। সেপাই-শান্ত্রী ছাড়া সামরিক বিভাগের একজন ইংরেজ তার চার্জে থাকতেন। সেবার যিনি এসেছিলেন, তাঁর স্ত্রীপুত্রাদিও সঙ্গে ছিলেন।

আমাদের বয়স তখন বোধ হয় নয় বৎসর। হরি চট্টো ছিল আমার পড়ার সাথী, অন্তরঙ্গ, এক পাড়ায় থাকি। সাহেবটির ছেলে 'বার্নির' ভয়ে গঙ্গাতীরে যাবার পথ প্রায় ছাড়তে হয়েছিল। একটা রাংচিত্তিরের ছড়ি ঘোরাতে ঘোরাতে রাস্তায় বেড়াত, পথচারীরা তার এক-আধ ঘা পেতেন। মেয়েদের গঙ্গাজল আনতে যাওয়া বন্ধ। কথাটার কানাঘুষা চলছিল। কর্ত্তারা শুনে বলেন, ছেলেরা সব দেশেই

অমন ক'রে থাকে, আমাদের গ্রামে এসেছে, তোমরা যেন কিছু ব'লো না। ভট্‌চায্যি-পাড়া ঘুরে মেয়েরা জেলে-পাড়ার ঘাটে স্নানে যেতে পারে। অর্থাৎ মাইলটাক ঘুরে অপরিচিত পথে মেয়েরা যাবে।

সেদিন হরি চট্টোর পিঠে বেশ সজোরেই এক ঘা পড়ে, তার প্রমাণও ফুটে বেরোয়। হরির বাপ কর্ত্তাদের আড্ডার লোক ছিলেন না, ডফের স্কুলে পড়া লোক, পঁচিশ টাকা পেনশন পেতেন, চেম্বার্স মিস্‌লেনি আর যোগবাশিষ্ঠ প'ড়ে সময় কাটাতেন। রাগী লোক, অন্যায় সইতে পারতেন না। চুপড়ি হাতে কি আনতে বাজারে যাচ্ছিলেন— খালি পা, খালি গা। হরির মায়ের কাছে হরির অবস্থা শুনে বললেন, সে কোথায়? হরি চোখের জল মুছছিল, "কাওয়ার্ড, দু ঘা দিতে পার নি," ব'লে তার হাত ধ'রে টেনে বেরিয়ে পড়লেন। সেই অবস্থায় একদম ম্যাগাজিনে হাজির। সাহেব বারাণ্ডায় চেয়ারে ব'সে ছিলেন, অগ্নিমূর্ত্তি বৃদ্ধকে দেখে তাড়াতাড়ি এগিয়ে এলেন, কি হয়েছে বাবু?

"নো 'বাবু', ইওর মিজারেব্‌ল সাব্‌জেক্ট সার্, ফর সাফারিং অপ্রেশান।" তারপর হরির পিঠের অবস্থা দেখিয়ে সাহেবের ছেলের অত্যাচারের কথা সবিস্তারে শুনিয়ে দিলেন, "ইভ্‌ন উইমেন্ আর নট স্পেয়ার্ড, মে আই টেক ইট ফর দি ট্রেনিং চিল্‌ড্রেন রিসিভ ফ্রম পেরেণ্ট্‌স?" ইত্যাদি। তারপর সাহেব-মেমের অনুনয়-বিনয়, ক্ষমা-প্রার্থনা। চাটুজ্যে মশায়ের সামনেই বার্নি সাত ঘা চাবুক খেলে ও তাঁর পায়ে টুপি খুলে রাখলে। সায়েব বললেন, আপনারা নিশ্চিন্ত থাকুন, উইল সেণ্ড দি রাস্কেল ব্যাক টু ব্যারাকপুর টুমরো।

কর্ত্তারা শুনে বলেছিলেন, অন্নদা চাটুয্যে মশায়ের এটা কি ভাল কাজ হ'ল? আর সাহেবের মহত্ত্বটা দেখ! ওরা অমনই বড় হয় নি!

এসব ১৮৭০-এর কোঠাতেই হয়ে গেছে। যাক, কিন্তু ১৮৭০ থেকে ১৮৮০-র মাঝামাঝির মধ্যেই আমরা নতুন নতুন বৈচিত্র্য বা ইভলিউশন ও রেভলিউশনের খেলা দেখতে পাই।

স্থানমাহাত্ম্য ও সময়মাহাত্ম্য নাকি কাজ করেছে। উচ্চশিক্ষা-লাভান্তে আমাদের বিলাত যাওয়া, আই. সি. এস. হওয়া, ও ব্যারিষ্টার হয়ে আসার পর হাওয়া বদলাতে আরম্ভ করেছিল। শহরের বড় বড় সম্ভ্রান্ত ধনীরা, যাঁরা দেশে বিদেশে আমদানি-রপ্তানির কাজে লিপ্ত ছিলেন, তাঁরাও টের পাচ্ছিলেন, তাঁদের ব্যবসা-বাণিজ্যে সাহেবদের তথা সরকারের দৃষ্টি পড়ছে এবং তা নানা ছলে বাধা সৃষ্টি করছে। উদ্দেশ্য সেসব নিজেদের দখলে নেওয়া। ধনিকরা সেটি নীরবে সহ্য করতে পারছিলেন না। তাতে খিটিমিটি চলতে আরম্ভ হয়। সাহেবদের দেশ-জয় প্রধানতঃ নাকি ব্যবসা-বাণিজ্যের জন্যে, সুতরাং ওটা হওয়াই স্বাভাবিক। ক্ষমতা থাকলে তার ব্যবহার করাই তো মানুষের কাজ।

তখন কর্ত্তাদের পূর্ব্বপরিচিত দেবতারা মিঠে সুরে সকলকে তুষ্ট ক'রে দেশে ফিরেছেন। সময়োপযোগী পাস-করা পুরুষেরা এসে পড়েছেন—মেজাজ, ব্যবস্থা, ব্যবহার, সুর বিভিন্ন। প্রদেশে প্রদেশে তাঁদের অ্যাসোসিয়েশন গঠন হচ্ছে, কড়া সুর সাড়া দিচ্ছে। বোধ হয় সেই সময়েই 'অমৃতবাজার পত্রিকা' ভূপালের পলিটিকাল এজেন্টকে লক্ষ্য ক'রে ভীমরুলের চাক ঘাঁটান। তার আগে বাংলা 'অমৃতবাজার পত্রিকা', শম্ভু মুখুজ্যের 'রিজ ও রায়েট' (?) হরিশ মুখুজ্জের 'হিন্দু পেট্রিয়ট'

নীলকর প্রভৃতির কাহিনী প্রচার ক'রে ভীষণ একটা আলোড়ন এনে দিয়েছিল। এসব বিষ পরাধীনের স্পর্দ্ধা ব'লেই জমা হচ্ছিল। বরপক্ষের তরফ থেকে 'ইলবার্ট' বিল প্রভৃতি বিল দেখা দেয়; বিশেষ ব্র্যান্‌সন সাহেবের গাত্রদাহপূর্ণ, অভদ্রোচিত, কুৎসিত বক্তৃতা সকলকে চমকে ও বিগড়ে দেয়। ফলে বড়রা টাউন-হলে সভাসমিতি ক'রে প্রতিবাদ করেন। সেটাও মনিবের জাতের সহনীয় ছিল না।

বিরোধ বাড়তে থাকে। তা থেকেই কংগ্রেস বা জাতীয় সভাসমিতির জন্ম হয়। রাজকার্য্য আইনের উপর প্রতিষ্ঠিত, আইনমতই আবেদন-নিবেদন চলতে থাকে। কিন্তু চাইলেই পায় কে? "ভিক্ষায়াং নৈব নৈব চ।" ভেতরে ভেতরে উত্তাপ বাড়তে থাকে, বহ্নি ধূমায়তে।

এর পরের কথা ও ঘটনাদি তো আর স্মৃতিকথা বলা চলে না। দুঃখের জীবন দীর্ঘ, প্রত্যক্ষদর্শী এখন বহুত আছেন, সুতরাং "ই অ্যাণ্ড ও. ই." লিখে এইখানেই ইতি করাই সমীচীন। আমার ভুলচুকের দিনও এসে গিয়েছে। যাক।

এসব জাহাজী ব্যাপারের সঙ্গে, আধপেটা-খোরাকী আদার-ব্যাপারী নির্জ্জীব কেরানীকুলের কোনও সংস্রব ছিল না, থাকতেও পারে না। তারা ঘরজামাইয়ের মত সেজে-গুজে দিন সাড়ে আটটায় পান মুখে দিয়ে বেরিয়ে রাত সাড়ে আটটায় মুখ শুকিয়ে এসে খোঁয়াড়ে ঢুকত। ঝড় কিন্তু ছোট বড় বেছে বয় না। এ বেচারাদের ওপরেও তার দমকা হাওয়ার ঝাপ্টা লাগে। ঘরে পোষ্য বাড়ছিল, বাইরে বেতন না বেড়ে মিনিয়ালের ব্যবহার মিলছিল, খাটুনি বাড়ছিল, পূর্ব্বের উৎসাহ আনন্দ হ্রাস পাচ্ছিল। অসহায়ের মত বিরক্ত ও ব্যাজার ভাব।

বছর ফিরে যাচ্ছিল। তাদের সেই "পাঁচ কম" আর ঘুচছিল না।" "এখন কত পাচ্ছ হে অবিনাশ?" লোকের স্বভাব জিজ্ঞাসা করা, কিন্তু বেচারারা আত্মসম্মান বজায় রেখে পাওনাটা মুখে আনতেন না, সেই "পাঁচ কম" ব'লেই দ্রুত এগিয়ে পড়তেন। এখন তোমরা বুঝে নাও পঁচানব্বই কি পঁচিশ। তাতে মালিকদের কি আসে যায়? চাকরি ছাড়লে বিশখানা পিটিশন, "বেগ টু বি ইওর অনার্স মোষ্ট ওবিডিয়েন্ট সার্ভেন্ট সার্", হাজির হয়। যে পঁয়ত্রিশে পৌঁছেছিল, তার জায়গায় আবার আঠারো বিশে লোক মেলে, নিউ ব্লাডের ফ্লাড আসে, পরোয়া কি?

কাজেই ছুটি-ছাটাতেও বাবুদের ছুটে আসতে হয়, নচেৎ দশজনের কাজ ছজনে চলে কি ক'রে? সে কথা বলে কে, আর শোনেই বা কে? নতুন নতুন মালিক, মেজাজ সপ্তমে বাঁধা। এক সুমধুর "হোয়াট"ই 'চাটের' কাজ করে। স'য়ে থাকতে হয়। কর্ত্তাদের কৃতী কেরানী ছেলেরা এই অবস্থায় উপনীত। তাদের মনের দুঃখ শোনবার কেউ নেই! নব-আমদানি মনিবেরা সাড়ে তিনটে বাজতেই টুপি নিয়ে ছড়ি ঘুরিয়ে শিস দিতে দিতে বেরিয়ে যান। বাবুরা টিক দেন—ঠিক দেন রাত সাতটা পর্য্যন্ত। আর যা দেন, সে দান গোপনেই বাড়ে।

কিন্তু "বড়বাবু" ব'লে আশি টাকার যে অস্থিভুক জলহস্তীটি চেয়ার জুড়ে ঢোলেন অর্থাৎ পাহারা দেন বা নাক ডাকান, আক্রোশটা তাঁদের ওপরেই গিয়ে পড়ে—বেটা যেন "কলিক-পেনের মত" চেপে বসেছে, সরবার নাম নেই, মরবার তো নেইই" ইত্যাদি। ফলে ক্ষুব্ধ নির্জ্জীব মড়ারাও নাড়া পাচ্ছে, নিশ্বাস ফেলছে। তাতে, কার কি? কর্ত্তারা বেশ আছেন। ছেলে এক মুঠো টাকা এনে দেয়।

তাঁরা চণ্ডীমণ্ডপে ব'সে "দুর্গা দুর্গা" বলেন, তাদের দুর্গতির শঙ্কা দূর ক'রে দেন। সাহেবরাই তো নররূপী নারায়ণ, পাথরের খেলনা নয় হে জগবন্ধু! তোমার ছেলে শিবু লেখাপড়া শিখে শেঠের চাকরি নিয়ে যে ভুলটি করেছে, সেটি শোধরাতে না পারলে আর স্বস্তি নেই। ও আড়াইশো ক'দিনের? এদের চাকরি চিরস্থায়ীর ওপরে যায়।

তারিণী পুরুত বলেন, "ও কি করলেন, 'দুর্গা' আবার কি?"

রামব্রহ্ম বলেন, ওটা যাত্রার মাত্রা হে—হ্যাবিট্, হ্যাবিট্। খাঁটি পেলে আর মাটির মূল্য থাকে না। গ্রাম্য-কর্ত্তাদের মধ্যে রামব্রহ্ম রায়েরাই জবরদস্ত বুদ্ধিমান। পরকীয়ায় প্রীতি অ্যাডামাণ্ট, গল্প করেন, গুড়ুক ফোঁকেন। তাঁরাই দেবতা বাছাই ক'রে দিয়েছিলেন।

রায় মশায় বিষয় বদলে সহসা ব'লে উঠলেন, ভাল কথা, বাড়িতে মেয়েদের কি একটা ব্রত-উদ্‌যাপন আছে, তুমিই তো করবে তারিণী। রবিবার দ্বাদশটি ব্রাহ্মণ খাওয়াতেও হবে। অমত করলেই অশান্তি। কি ফন্দিই সব ক'রে রেখেছ! যাক, কিন্তু ছেলেদের ওবিদ্যে শিখিও না, অন্ন হবে না। তুমি বন্ধুলোক, দিন থাকতে তাই সাবধান ক'রে দিচ্ছি, বুঝলে? কথাটা শুনো।

তারিণী বললে, গ্রাম সুদ্ধু লোক আপনার পরামর্শ নেয়, আর আমি শুনব না? আমার বলাই রোজ ডেস্ক পেতে হাত পাকায়।

রামব্রহ্ম খুশি হলেন, বললেন, বেশ বেশ, একে বলে সুবুদ্ধি, ওতে তো কেবল অন্নই নয়, দেবসেবাও হয়ে যায়, পরকালের কাজ হে। হ্যাঁ, যে কথা বলছিলুম, চল না, দুজনেই শনিবার কলকেতা যাই; বাজারটা ক'রে আসি।

তারিণী। তা যেতে পারি, কিন্তু সন্ধ্যের আগে ফিরে আসতে হবে, হরদেব চাটুয্যের বাড়ি শ্রীসত্যনারায়ণের কথা আছে।

রামব্রহ্ম। শ্রী হোক বিশ্রী হোক, ক'রে নাও যে কদিন চলে। আচ্ছা, তাই হবে। ভাতভিক্তির ব্যবসায় বাধা দিতে চাই না। তবে একটা কথা ব'লে রাখি, ওদের চেনবার পর অর্থাৎ জ্ঞান হ'লে আর ক'রো না।

এরই পরের কথা। বহুদর্শী, অভিজ্ঞ বৃদ্ধ রামব্রহ্ম, বেলা তিনটের মধ্যে কলকাতার বাজার মুটের মাথায়, হাতে ভেটকিমাছ ও সাথে তারিণী—গঙ্গার ঘাটে এসে দেখেন, কয়েকখানি নৌকো যাত্রীর অপেক্ষা করছে। নিকটেই একখানি নতুন রং-করা পেনেটির পানসি ছিল, তাতেই মাল নাবিয়ে উঠে পড়লেন। "ব্রাহ্মণের পায়ের ধূলো পেয়েছিস, চট্ ক'রে এক ছিলিম্ সাজ দিকি, এখুনি লোক হয়ে যাবে" ব'লেই মাঝিকে হুকুম ক'রে হাতমুখ ধুয়ে নিশ্চিন্ত হয়ে নৌকোয় ঢুকে আড় হলেন, আঃ, বাঁচলুম, বড় ক্লান্ত হয়েছি। তারিণী বাইরেই হাওয়ায় বসলেন, বললেন, আপনার কি আর ঘোরাঘুরির বয়েস আছে, আপনি ব'লেই পারেন। মাঝির হাত থেকে হুঁকোটা নিয়ে রায় মশায়কে দিলেন। তিনি গঙ্গাজলের হাত বুলিয়ে টানতে আরম্ভ করলেন। তখনও গোল ধোঁয়া বেরোয় নি, গটগট শব্দে দুই দেবমূর্তি

সঙ্গে চাপরাসী, সেই রংদুরস্ত পানসিতে বীরদর্পে পদার্পণ করলেন। সঙ্গে সঙ্গে তারিণীর দ্রুত অবতরণ।

রামব্রহ্ম। কোথা যাও তারিণী? ওঁরা আমাদের কুচুটে জাত নন, বললেই নেবে যাবেন।

সাহেব। নিকালো নিক্যলো, ইউ ডার্‌টি চ্যাপ্‌,—লুক্ শার্প।

"আমাদের মোটঘাট অনেক সার্, ঐ পাশের নৌকো খালি, বৃদ্ধ লোককে কষ্ট দেবেন না"—ইত্যাদি অনুনয়-বিনয় কাজ দিলে না। ক্রমোচ্চ স্বরে, "জল্‌দি করো, জল্‌দি করো, চাপরাসী, সব উঠাকে ফেক্ দেও।"—ব'লেই মাছটায় বুটের এক শুট্। ভাগ্যে সেটা ডাঙায় গিয়ে পড়ে।

নিরুপায় রায় বেরুতে বেরুতে 'এসব কি জুলুম, আপনারা কোন্ ক্লাসের—' যাই বলা, অমনই একটি চালতার মত বদ্ধমুষ্টি কান ঘেঁষে কলকেটার ওপর দিয়েই গেল, রায় কাত মেরে বেঁচে গেলেন, কলকেটা গঙ্গা পেল।

আগুন ছড়াছড়ি দেখে তারিণী মোট টেনে বার ক'রে ফেলেছিল, কাঁপতে কাঁপতে বললে, বুড়ো মানুষকে দয়া ক'রে, বেরিয়ে আসতে দিন সাহেব।

"টেক হিম অ্যাওয়ে।"—ব'লে স'রে দাঁড়াতে তারিণী তাঁর হাত ধ'রে নাবিয়ে নিলে। পাশের পানসিতেই তাঁরা উঠলেন। যাত্রীও হয়েছিল, তাঁদের মধ্যে কোন্নগরের শিববাবু ছিলেন, তিনি রায় মশায়কে চিনতেন, এ কি! আপনি? এখনই যে ব্রহ্মহত্যা হয়েছিল! ওরা রাজার জাত, কথা শুনে থাটো হবার লোক নয়।

কে একজন বললেন, "তা গঙ্গা পেতেন।"

সোনার চাঁদদের বাড় দেখেছ? ওদের আমি চিনি, আলমবাজারের চটকলের খুদে নবাব। মিরজাফর নিকে ক'রে এনেছিলেন। সেদিন কুকুর লেলিয়ে এক গরিবের ছেলেকে—উঃ, কি অত্যাচার! ঘুষোঘুষিতে হাত পাকিয়ে আসেন। মাঝি, তামাক দাও, তামাক দাও। একটা ফাঁড়া গেছে, ওদের ঘাঁটাতে আছে? হেম বাঁড়ুয্যের বাণীটে দেখেন নি?

ভয়ে ভয়ে চাই, ভয়ে ভয়ে যাই,
গৌরাঙ্গ দেখিলে ভূতলে লুটাই।

এই তো সেদিনের লেখা।"

একজন বললেন, আহা, ওঁর কাছে ওসব নতুন কথা নয়, শাস্ত্র-জানা লোক। কাদের কাছে "শত-হস্তেন"—এসব কথা, এসব মাপ, এ দেশের গদার-মাও জানে।

নৌকো ছেড়ে দিয়েছে। রায় মশায় গুম্ হয়ে ব'সে রইলেন। তারিণী পুরুত মনে মনে ভাবছিলেন, রায় মশায়ের কথা, যেটি তিনি যখন তখন ব'লে থাকেন, "বুঝতে পার না, ওঁরা যা করেন, আমাদের ভালর জন্যে। নারায়ণ রক্ষা করেছেন, ওর বেশি ভালটা আর আমাকে দেখতে হ'ল না, মড়া নিয়ে কি বিপদেই পড়তুম!"

নৌকো ঘাটে এসে গেল, তারিণী মোটঘাট নাবিয়ে নিলে। রায় মশায় এতক্ষণে একটি কথা কইলেন, "দেখ তারিণী, এসব কথা প্রকাশের দরকার নেই, বুঝেছ?"

রামঃ, এ কি একটা কথার মত কথা?

ভেবে দেখলুম, ওরা সব ছেলেছোকরা, শহরে এসেছিল, প্রকৃতিস্থ ছিল না, বুঝেছ? নচেৎ সুড়সুড় ক'রে নেবে যেত।

সে আমি অনেকক্ষণ বুঝেছি।

হেমবাবুটি কে হ্যা? নিশ্চয়ই ছেলেদের চাকরি যোগাড় করতে পারেন নি, সেই আক্রোশে—বুঝলে?

ঠিক ধরেছেন, মন অন্তর্য্যামী। আমারও সেই সন্দেহ হয়।

সন্দেহ নয়, ঠিক।

আপনার সাত্বিক মন যখন বলেছে, নিশ্চয়ই ঠিক। চলুন এগুলো পৌঁছে দিয়ে যাই।

তারিণী মোট নিয়ে এগুল। রায় মশায়ের পা এগুতে চায় না, নির্জ্জীবের মত চললেন, ভাগ্যে কলকেটার ওপর দিয়ে গেছে, লাগলে আর—। কেঁপে উঠলেন।

বাড়ি পৌঁছে গেলেন। তারিণী বাড়ির মধ্যে মোট রাখতে গিয়ে দেখে, রায় মশায়ের ছেলে হরিমোহন দু'হাঁটুর মধ্যে মুখ গুঁজে দাওয়ায় ব'সে।

কুঠি যাও নি?

উত্তর নেই। রায় মশায় ঢুকছিলেন, তারিণী জিজ্ঞাসা করলে, হরিমোহনের অসুখ নাকি, কুঠি যায় নি?

শুনে রায় মশায়ের যেন চটকা ভাঙল, কুঠি গিয়েছিল বইকি, ছুটি হয়ে থাকবে। "সন্ধ্যে হ'ল, তুমি যাও, তুমি যাও, তোমার দেরি হয়ে যাচ্ছে।"

আজ্ঞে এই চললুম।

তিনি আর তারিণীকে সহ্য করতে পারছিলেন না। তারিণী কিন্তু বাইরে একটু দাঁড়াল, ছুটির কথাটা তার মনে লাগে নি। রায় মশায়ের তাড়া দেওয়াটাও বেশ স্বাভাবিক ছিল না।

তারিণী চ'লে যেতে হরিমোহন মুখ গুঁজেই বললে, আমি আর ওদের চাকরি করব না বাবা।

কেন, কি হয়েছে ?

ঠিক দিতে একটা ভুল হয়েছিল, আমাদের চারে আর ওদের আটে ঘুলিয়ে গিয়েছিল, কারণটা বললুম, ভুল স্বীকার ক'রে মাপ চাইলুম, এই ফার্স্ট মিস্টেক সার্, আর হবে না। ভুলু, মতি, জগৎ সব পরদার পাশ থেকে দেখছিল। সাহেব তেড়ে উঠে বললেন, "নো পার্ডন, ইউ সোয়াইন, কান পাকড়ো"—

"আমি ব্রাহ্মণের ছেলে, ও-গালাগালি আর দেবেন না—বলতেই, "হোয়াট্! ব্লাডি নিগার!" ব'লে চেয়ার ছেড়ে লাফিয়ে উঠল, আমিও ছুট। আর কিছু জানি না। চাকরি আমি আর করব না, আমার অদৃষ্টে যা আছে হবে। কুড়ি টাকা বিচুলির ব্যবসা করলেও পাওয়া যায়।

তারিণী আর দাঁড়ায় নি!

রামব্রহ্ম স্তম্ভিত। একদিনে দু-দুটো ধাক্কা! ক্ষীণকণ্ঠে বললেন, এমনটা তো ছিল না, শুনিও নি!

"শুনবেন আর কার কাছে ? শুনিয়ে কে কথা শুনতে যাবে, ওরা যে আপনাদের"—। ব'লেই থেমে গেল। তারপর বললে, "চাদরখানা ফেলে এসেছি"—

যাকগে, গোখাদকের চাকরি আর ক'রে কাজ নেই। যাও, হাত-মুখ ধুয়ে কিছু খাওগে। ওর জন্যে ভেবো না। ভুল সকলেই করে; অজ্ঞাতকুলশীল ইত্যাদি।

রায় মশায় আহার করলেন না, শরীর ভাল নয়। সত্যই জ্বর দেখা দিলে, বিকারে বোধ হয় ঘুষি দেখে চমকে চমকে "ওরে বাপ রে, যাচ্ছি বাবা, যাচ্ছি বাবা" ক'রে উঠে পড়েন। চোদ্দ দিনে জ্বর মগ্ন হ'ল। ইতিমধ্যে প্রিয় বন্ধুরা দেখতে আসতেন। সবার মুখেই 'হরিমোহনের জন্যে ভাববেন না, ও গেলেই চাকরি পাবে, ওরা সে জাত নয়—কিছু মনে রাখে না' ইত্যাদি সান্ত্বনাবাক্য। নেপাল খুড়ো বলেন, "ওদের আমরা কতটুকু বুঝি? শ্রীনাথ জ্যাঠা ওয়াকিবহাল লোক, বলছিলেন, ও গেলেই ওর মাইনে বাড়িয়ে দেবে, দেখে নিও। আমাকে একবার ঐ রকম বলেছিল, তারপর দেখতেই পাচ্ছ। সবুরে মেওয়া ফলে।" রায় মশায় কিন্তু আগের মত আলোচনায় আর যোগ দেন না।

জগৎ আর মতির কল্যাণে সকল মহলেই সুখবরটা সকলে উপভোগ করেছে। গাঙ্গুলীর ছেলে গদাধরের পিটিশনও পৌঁছে গেছে।

রামব্রহ্ম রায় মাগুরমাছের ঝোল খাবার পর, 'শিশুবোধক'খানা বার ক'রে, চশমা চড়িয়ে শিবকালীকে চিঠি লিখলেন—কোটি কোটি আশীর্ব্বাদপুরসরঃ সহস্র সহস্র শুভাশিসমিদং। বাপজীবন তোমাদের কুশল সর্ব্বদাই ভগবৎসকাশে প্রার্থনা করি। কিরূপ আছ সত্বর

জানাইয়া চিন্তা দূর করিবা। বিদেশে সাবধানে থাকিবা, শ্রীশ্রীনারায়ণকে ভুলিবা না। তুমি আমাদের গ্রামের রত্ন, বহুদূরে রহিয়াছ সে কারণ সর্ব্বদাই দুর্ভাবনায় থাকি। আমি বৃদ্ধ হইয়াছি, হরিমোহন বালক। এখানে সৎসঙ্গের অভাব। সে তোমার নিকটে থাকিলে আমি নিশ্চিন্তে শেষজীবন অতিবাহিত করিতে পারি। তোমার বিশুদ্ধ প্রভাবে, ধর্ম্মে, কর্ম্মে, কর্ত্তব্যে সে মানুষ হইতে পারিবে। তোমার নিকট এই আমার সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ বাবা। তুমিই তার অভিভাবক রহিলে, আর অধিক কি বলিব, নারায়ণ তোমার মঙ্গল করুন। তোমার পত্র পাইলে তাহাকে পাঠাইব। ইত্যাদি।

পুনশ্চে লিখিলেন, দেখিও বাবা, ব্রাহ্মণসন্তানকে যেন অজ্ঞাত-কুলশীল ম্লেচ্ছের চাকুরি করিতে না হয়।

নগদ বিদায়

বিষয়টি প্রায় ৫৫।৫৬ বছর পূর্ব্বের। একে পেন্‌সন্ দেওয়াই ছিল মহতের কাজ। মহৎ নই, সে স্থনামের দাবীও রাখি না। অভাবে পড়লে লোকে বিবাহে-পাওয়া শ্বশুরদত্ত আংটিটাও বেচে। আমার অবস্থা তাই। ভায়ারা লেখা চান, আমি ভাঁড়ার হাতড়ে কিছু পাই না। এর ওপর সেদিন আবার হোর্ডিংয়ের inspection গিয়েছে। তবু রেহাই নেই, চাই। আকাশ পাতাল ভেবেও যে পাই না!

তখন আমাদের ইংরেজীর সঙ্গে নতুন প্রেম। ভোমলার সঙ্গে দেখা হলেই 'ওয়েল্' বলে, আমিও 'ওয়েল্' বলি। ঘোটোর সঙ্গে দেখা হলেই 'হ্যালো' বলে, আমিও 'হ্যালো' বলি। "কি হে কেমন আছ ভাই"—সে সব বদ জবান্ আর নাই। গ্রামে গ্রামে 'ক্লব' 'লাইব্রেরী' না হলে আর মুখরক্ষা হয় না, চাঁদার খাতা ঘুরছে। আমাদের পণ্ডিতের গ্রাম। ক্লবের নামকরণ হয়েছে "শাস্ত্রীয় ক্লব"। নিয়মকানুনও শাস্ত্রঘেঁসা। লাইব্রেরীর ভাঙ্গা আলমারিতে রাঙা মলাটের মনুসংহিতা প্রথম স্থান পেয়েছে। তাই কর্ত্তাদের কাছে চাঁদা আদায়ের কষ্ট নেই। এ সব বুদ্ধি ভূতোর তীক্ষ্ণ মস্তিষ্ক-প্রসূত। সে বলে, 'দ্যাখ না কি করি! এ মাসে "খনার বচন" আর "চাণক্য-শ্লোক" আনাই চাই। "বিষ্ণুশর্ম্মার পঞ্চতন্ত্রের" দাম বেশী—bye and by—কি বলো!'

উৎসাহ কারো কম নয়। মুস্কিল হয়েছে নেপাকে নিয়ে। সে খাঁটি শাস্ত্রী থাকতে চায়, ভেজালে নেই। স্কুলেও তাই ছিল, কোনো দিন

এগোলো না, বলতো শাস্ত্রচ্যুত হ'তে চাই না, তাতে যা হয়। শাস্ত্র, গুরু, বাপ-মা সকলেই যা সমর্থন করে এসেছেন ও করেন, তা মানতেই হবে, অর্থাৎ "ন গণস্যাগ্রতো গচ্ছেৎ" ইত্যাদি বচনটি।

সে যতদিন স্কুলে ছিল কাকেও তার নীচে স্থান দেয় নি। পরীক্ষাতেও 'ফেল' কর্ম্মটি নিয়ে ছিল। বলতো, 'ফেল্ কথাটি ফ্যালনা কথা হলে "ওয়েবেষ্টারে" স্থান পেত না, ওরও মর্য্যাদা আছে। এর পর বুঝবি। কাকেও এগিয়ে গিয়ে লাভ তো ভারি। সারদা স্কুলে বরাবর first boy ছিল, এগিয়ে গিয়ে গিয়ে ফস্ করে শিক্ষা ফুরিয়ে ফেললে, তার ফল হ'ল কি? এখন "রেনাল্ডর মিস্ট্রীজ" খুঁজে খুঁজে বেড়ান। জুটেছে দাসত্ব—ডেপুটিগিরি, খোসামোদের খোলোস্ মিলেছে। পেয়াদা পেয়েছেন সঙ্গী। সকলে যমের মত ছ্যাখে। লাভ মন্দ নয়, কত এগুবে এগিয়ে যাও না,—দরাজ দাসত্ব পড়ে' আছে। আমি ভাই "শাস্ত্রীয় ক্লবের" সদস্য, তাই "ন গণস্য" নিয়ে থাকি।' ইত্যাদি।

তার কথা শুনে সত্যই ভাবতে হয়, সব ঘুলিয়ে যায়। আবার বলে, 'আমরা বাঙালী—সেটা মনে রাখিস···"পরধর্ম্মো ভয়াবহ"।' নেপা শাস্ত্র ছাড়া কথা কয় না।

এই সময় একটী বিরক্তিকর—এমন কি অপমানকর ব্যাপার উপস্থিত, যা সকলকে অসহিষ্ণু করে' তুলছিল। আমরা তখন নতুন চাকরিতে ঢুকেছি, অশ্রান্ত যুবক, 'ডেলিপ্যাসেঞ্জার', via হাওড়া ষ্টেশন ক'লকেতায় যাতায়াত চলে। টিকিট-চেকারদের অন্যতম এক মিষ্টার ষ্টিফেন্স ছিলেন, দেখতেও যেমন বদ, কথাবার্ত্তায়ও তেমনি। চড়ানে মূর্ত্তি, সম্ভবতঃ চুনোগলির ঝুনো সায়েব। আমাদের ছিল monthly

ticket, নিত্যই তাঁকে দেখাতে হেতো। রাজু একদিন হাসতে হাসতে বলে, "নিত্যই কি দেখাতে হবে সায়েব, মুখ দেখে রাখ না"। শুনে সায়েব সেই কদর্য্য চোখ-মুখ ঘুরিয়ে বলে—"You muet comply" —reply দিলেই ইতরামি বাড়ে।

কোন্নগরের চারু জোয়ান যুবক, সইতে পারে না, উস্‌খুস্‌ করে। সে তাকে 'মিষ্টার হ্যাটটি' নাম দিয়েছিল, অর্থাৎ Hatটিই ছিল তার রাজার জাতের প্রমাণ। মেয়েদের কেবল টিকিট দেখিয়েই রেহাই ছিল না, "টিকিটের কত দাম দিয়েছ, কোন ষ্টেশন থেকে উঠেছ" ইত্যাদি বৃথা লাঞ্ছনা ছিল। মেয়েরা যত জড়সড় হয়, সায়েবের মেজাজও তত কড়া হয়। চারুর সহ্য হয় না, বলে "ladiesদের কেনো মিছে trouble দিচ্ছ?" আরক্ত-চক্ষু মিষ্টার খিঁচিয়ে উঠেন, 'Who are you to interfere with my duty?" "I will show you presently who I am—you have been trespassing the field of your duty, mind" বলে আস্তিন গুটুতেই পাঁচজনে ধরে চারুকে থামায়। ষ্টেশন-মাষ্টার দূরে থেকে দেখতে পেয়ে এসে উপস্থিত। তিনি ছিলেন প্রায় ৭ ফিট লম্বা লোক, মানুষ ভালো। সব শুনে বললেন, "যাও বাবুরা নিজের নিজের কাজে যাও, moving trainএর পাশে রাগারাগি safe নয়", বলে ষ্টিফেন্সকে ডেকে নিয়ে চলে গেলেন। বড়রা বললেন, "ষ্টেশন-মাষ্টার আজ বেটাকে ঠিক করে দেবেন।"

যুবকেরা বললে "চোরা না শোনে ধর্ম্মের কাহিনী।" যুবকদের কথাটাই ঠিক ছিলো। তেঁতুলকে আছড়ালেও মিষ্টি হয় না ও আবার শুধু তেঁতুল নয়, তেঁতুলে বাগদী!

ভোগাভোগ গেল না। আমরা নেপার "শাস্ত্রীয় ক্লবের" সদস্য। গতস্য গুলো বড় মনে থাকছিল না। নেপা যখন তখন শাস্ত্রীয় বাক্য মনে করিয়ে দেয়—পাছে জাতীয় গৌরব নষ্ট করে' বসি—বাঙালীর কলঙ্ক হই।

সেটা ছিল বে'স্পতিবার। সদস্যেরা সকলে দলবেঁধে একই ট্রেনে ফেরবার চেষ্টা করা যেত। ভূতো সেদিন old bookshop থেকে একখানা "পঞ্চদশী" জোগাড় করে' এনেছে,—না দেখলে চন্দর ভট্‌চায্যি চাঁদা দেবে না। নেপা খুব খুসি—"নামটি কেমন ত্যাখ্‌দিকি—'পঞ্চদশী', 'তত্ত্বমসি', এ সব পবিত্র শাস্ত্রীয় নাম,—না এরিথমেটিক্ না টড্‌হণ্টার। যত সব বাজে বিদঘুটে বই!—সুদ কসো আর সাঁকো বানাও, তারা স্বর্গে নে' যাবে!"

বামাচরণ বললে, "ঠিক বলেছিস।" সেও ওই দু'টির জ্বালায় স্কুল ছেড়েছিল।—"অমন কতো সব নামী নিষ্কর্ম্মা ছিলেন, তাঁদের কাজই ওই। কে একজন নিউটন ছিলেন—গেছেন, কিন্তু পাপ রেখে গেছেন—Law of gravitation, অর্থাৎ ভারি জিনিষ হাল্কা জিনিষকে টেনে নেয়, তাই ফলগুলো, যেমন 'আম' মাটিতে পড়ে, পৃথিবী ভারি কি না। নীচে পড়বে না তো আমটা যাবে কোথায়? বোঁটা খসলে সে কি আকাশে ঘুরে বেড়াবে নাকি?—মানুষের ডানা বেরুবে নাকি, তারা উড়ে উড়ে খাবে! এই সব পাগলের লেখাও পড়তে হয়; সাধে কি ইস্কুল ছাড়লাম।"

এই সময় একটি পাঞ্জাবী স্ত্রীলোক হাতে জলের কুঁজো, অতি কাতর কণ্ঠে একটু জলের জন্য প্রার্থনা জানালে। তার স্বামীর বড় জ্বর, তাকে ছেড়ে সে নড়তে পারছে না।

"দেও মায়ি—হাম্ ব্রাহ্মণ হ্যায়", বলে' কুঁজোটা নিয়ে বামাচরণ কল থেকে জল আনতে ছুটলো। প্ল্যাটফর্ম্মের এক স্থানে বিছানা পাতা, তার উপর এক দীর্ঘছন্দ শিখ শুয়ে ছট্‌ফট্ করছে—গলা পর্য্যন্ত লেপঢাকা। স্ত্রীলোকটি তার কাছে গিয়ে বসলো।

বামাচরণ জলের কুঁজো দিতে গিয়ে ছ্যাখে, আমাদের পরিচিত মিষ্টারটি সেখানে উপস্থিত হয়েছেন ও দয়া করে' বলছেন, "হিঁয়াসে চলা যাও, বিমার আদমি কো গাড়িমে উঠনে নেহি দেগা।" স্ত্রীলোকটি হাতজোড় কোরে তার সাহায্য ভিক্ষা করছে, বলছে, "হুজুর, স্বামীর ম্যালেরিয়া বিমারি কিছুতে গেল না, হাঁসপাতালের ডাক্তার সাহেবের উপদেশ মত দেশে নিয়ে যাচ্ছি, পরদেশীকে মেহেরবানি করুন, এখানে আর আমার কে আছে মালিক"—ইত্যাদি। মিষ্টার adamant—বললেন, "হাম্ ঘুমকে আতা হ্যায়, বিমার আদমি কো গাড়িমে যানে নেহি দেগা, জলদি করো" বলে, আবার নষ্টামির চেষ্টায় ঘুরতে গেলেন। স্ত্রীলোকের কথায় কাণ দিলেন না।

চারু, রমেশ, বিনোদ সব ছুটে এলো,—ব্যাপার শুনলে। প্রথম ঘণ্টা পড়লেই বেটা ছুটে আসবে, মাত্র ছু'এক মিনিট সময়। অনেক গাড়ী খালি, "মায়ি, তোমরা আদমি কো লেকে আও, চিজবস্ত হামলোক্ লেতে হেঁ। এক বাত ইয়াদ রাখখো—উসকো ডরো মত, হুজুর হুজুর করো মত—কড়া হোনা চাহিয়ে।"

বিনোদ আর রমেশ বিছানা নিয়ে গিয়ে একখানা খালি গাড়ির বেঞ্চিতে পেতে ফেললে, বামাচরণ অন্যান্য জিনিষ আর জলের কুঁজো পৌছে দিলে। সেই দশাসই শিখ, তার যোগ্যা পত্নীর কাঁধে ভর দিয়ে এসে শুয়ে পড়লো। প্রথম ঘণ্টা পড়ে গেছে। স্ত্রীলোকটি অনেক বিনয় বাক্যে কৃতজ্ঞতা জানিয়ে বললে, "আপনারা একটু নিকটের কামরায় থাকবেন, লোকটা মানুষ নয়, বিপদে ফেলতে পারে।"

চারু বল্‌লে, "মায়ি উসকো ডরো মত, হাম সব পিছে হায়।"—নেপা চারুর "পিছে হায়" কথা শুনে বেজায় খুশি,—"ওর চেয়ে কি বল্ আছে, লোকের বুঝতে বিলম্ব হয়। ছেলে হ'লে শাঁখের শব্দে পাড়া মাৎ,—কেন? বাপ-মা'র 'পিছে' এসে গেলো বলেই তো··· অগ্রে তো নয়।"

মিষ্টার হ্যাটটি হন্তথন্তের মতো প্ল্যাটফর্ম্মের এ-দিক ও-দিক দেখতে দেখতে আসছিল,—তারা গেল কোথায়? রেলের একজন কুলিকে সামনে পেয়ে—"এই কুলি, হিঁয়া এক বীমার আদমি পড়া থা, উসকা সাথ আউরত থা, কাঁহা গিয়া?"

"কোন্ জানে সাব, হাজারো আদ্‌মি আতা যাতা, দেখা তো নেই।" সাহেব খিঁচিয়ে উঠলেন,—"তুম্ রেলকা কুলি, ইয়াদ রাখখো, মোট উঠানাই তোমরা কাম নেহি", বল্‌তে বল্‌তে ছুটলেন; কুলিও সুমিষ্ট সম্ভাষণ করতে করতে খইনি প্রস্তুতে মন দিলে। তাঁর উপর সকলেই সমান তুষ্ট।

'সেকেণ্ড বেল্' হয়ে গিয়েছে, ট্রেণ গা-নাড়া দিচ্ছে, সাহেব দ্রুত

চলেছেন,—নজর তৃতীয় শ্রেণীতে। শেষে, স্ত্রীলোকটীকে দেখতে পেয়ে ছুটে সেই কামরার হাতোল (handle) ধরবার চেষ্টা করতে করতে, "জলদি উতরো, জলদি-জলদি!" হ্যাণ্ডলটা ধরতে পারলে কামরায় ওঠে।

স্ত্রীলোকটি বুঝতে পেরে handle-এ হাত রেখে দোর চেপে দাঁড়িয়ে ছিল। গাড়ী প্লাটফর্ম পার হতে আর বিশ পঁচিশ হাত মাত্র। "তবু ভূত সঙ্গে সঙ্গে আসে" দোরের হাতল ধরতে পারছিল না। আমাদের কামরা থেকে উৎসাহীরা সাগ্রহে তার গাড়ীতে ঢোকবার চেষ্টাটা দেখছিলেন। নিমেষে কি যেন একটা কাণ্ড ঘটে গেল, বোধ করি কি কটু কথা উচ্চারণ করে' থাকবে। সঙ্গে সঙ্গে মহাশক্তি ভীমার একটি চপেটাঘাতে সাহেব একপাক ঘুরে প্ল্যাটফর্মে প্রণিপাত। সাহেব উঠতে উঠতে গাড়ী distant signal পার হয়ে গায়েব।

স্ত্রীলোকটি তখন রাগে ফুলছে—"ভঙ্গী হামকো 'ছিনাল' কহত হায়।" তার স্বামী উঠে পড়েছে—স্ত্রীকে বলছে—"লছমী তু আজ হামারা কৃপাণকো পিয়াসী রাখথ্যা।" ইত্যাদি।

পাঁচখানা কামরার লোক স্তম্ভিত,—কথা নেই—কিন্তু উৎফুল্ল। কেবল নেপা বললে—"ভগবান্ বাঙ্গালীর কিরূপ সহায় দেখলে তো, ধর্ম্মরক্ষা করে' দিলেন, ষাঁড়ের শত্রু বাঘিনীতে মারলে! জাতিত্ব অক্ষুণ্ণ রইল,"—বলে' ভগবানের উদ্দেশে হাত তুলে নমস্কার ক'রলে।

শিল্পীর বেদনা

১৯১০ থেকে কাশীধামে দীর্ঘ কয়েক বৎসর থাকবার সৌভাগ্য আমার ঘটেছিল! কাজের মধ্যে বাজার করা আর ঘুরে ঘুরে বেড়ানই ছিল বেশী। ধর্ম্মকে ধরব' কি—তার খুঁট্ খুঁজে পাইনি। কি ধরে যে আরম্ভ করি—দেবদেবী, শাস্ত্র, সাধু, সাধনা—সবি বর্ত্তমান। এই সমারোহই আমার মত অজ্ঞানদের অন্তরায়। বয়স দোষে অন্তরে বোধ হয় একটা ছোটখাটো তাগিদও থাকে;—আবার রবি বাবুও থাকেন—শরৎ চন্দ্রও থাকেন। এই অবস্থা।

এক একবার মনে হয়—দিন যে গেল', কি করছি! মনটা দমে যায়,—কিছু ভাল লাগে না। এইরূপ অবস্থায় একদিন বৈকালে দশাশ্বমেধের কালীতলার কাছে উদ্দেশ্যহীনের মত দাঁড়িয়ে আছি। কত পরিচিত অপরিচিত লোক গঙ্গা দর্শনে যাচ্ছেন,—জনতা যথেষ্ট। সবাই গতিশীল—কেবল একজন ভদ্রবেশী, এক পাশে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে পড়েছেন, বোধকরি ভিড় কমবার অপেক্ষায় আছেন;—চঞ্চল নন। যেন চিনি চিনি, তাই একদৃষ্টে তাঁকে দেখছিলুম। ভদ্রলোক সেটা লক্ষ্য করেছিলেন, বললেন—"কি দেখ্‌ছো, দেখবার চেহারা তো নয়! নূতনের মধ্যে টাক্ পড়েছে!"

আমি অপ্রতিভের মত বললুম—"আপনি কি আমাদের অঘোর বাবু?"

তিনি আশ্চর্য্য হয়ে বললেন—"তাঁকে চিনতে নাকি?—এক সময়ে

লোকে ঐ নামে ডাকতো বটে, এখন আর নই—এখন যে নাম ইচ্ছা দিতে পার’—সবই চলবে।”

এ যে মর্ম্মান্তিক অভিমানের সুর—কারণ কি? বোধকরি বড় শোক তাপ পেয়েছেন,—অবস্থা বিপর্য্যয় ঘটে’ থাকবে।

ঠিক্ স্মরণ নাই,—বোধহয় শ্রীরামপুরে বাড়ি। নামকরা ‘ধ্রুপদী’। লোকে সাধ্য-সাধনা করে’ পেত না! মেকিনন মেকেঞ্জির বড়বাবু ৺বরদা বাঁড়ুয্যের (B. Banerjee) আত্মীয় (?) বা আলাপী বন্ধু। তিনি একটা নামমাত্র কাজে, আপিসে টেনে রেখেছিলেন। বোম্বাই অঞ্চলের মহাজনেরা-শেঠীরা ও বড় লোকেরা সর্ব্বদাই ঘিরে থাকত’,—তাঁকে পাবার জন্যে। তাঁর ‘বায়্’ পাওয়া সুকঠিন ছিল। কড়া মেজাজেই থাকতেন। Engagement লেগেই থাকত’। লোকের খাতির আর অনুনয় বিনয়ই তাঁর পাওনা ছিল। আর যা ছিল, সেটা বোধহয় মোটা দক্ষিণা। মাঝে মাঝে—বোম্বাই, সুরাট, পুণায় তাঁর ডাক থাকতো।

আজ তাঁর নূতন সুর শুনে আমি থমকে গেলুম, কথা আসে না। আমাকে নীরব দেখে বললেন—“কি ভাবচো, ভাববার কিছু নেই,—এইরূপই হয়, সময় ও অবস্থা নিত্য বদলায়। আমি সেই অঘোর চক্রবর্ত্তীই বটে—minus আর সব!”

“ঠিক্ বুঝতে পারছি না মশাই,—কাশীবাস করেছেন?”

“তাইতো উচিত। তবে আমাদের করাকরি গুলো প্রায়ই বাধ্য হয়ে।—‘শেষের সে দিন’ স্মরণ করে নয়—যদিও এখন সেটা নে আসছে বটে। পড়তি দশায় লেটা হয়। এখনতো আর

'অঘোর বাবু' নই,—সে পোষাক পরিচ্ছদ, সে চাল চলন, সে মেজাজও নেই—যা ঘাড় বেঁকতে দিত না। তা আর ভালও লাগে না। জুতো এক জোড়া থাকে, ব্রক্ষোর সঙ্গে তার সম্পর্ক থাকে না, তালির তাড়সেই তার শেষ।—'আমাদের অঘোর বাবু না'? বলে' আরম্ভ করেছিলে, তাই এত কথা বলছি'—এখন আমি জনতার একজন,—থাক্।"

"প্রশ্ন করে' আপনার বেদনা জাগিয়েছি, আমাকে মাপ্ করবেন।"

"আরে না না, এ সব তো বয়সের সঙ্গে হয়েই থাকে,—সকলের কথা বলছি না। সময়ের কাজই ওই, সে কাজ সারতে সারতে দ্রুত সরে' যায়, ফিরে চায় না। অমন নিঃস্বার্থ দাতা—ছুটি পাবে না। তা'তে যার ভাগ্যে যা মেলে।—আমি যা পেয়েছি তাই বলছি। দশার মধ্যে যেমন বেস্পতির দশা—দেশের মধ্যে সহরগুলোও তাই। যার একটু কিছু 'ধার' আছে সে অনায়াসেই আসর জমিয়ে বসে'—গাড়ি ঘোড়াও চড়ে।—ওস্তাদের আশীর্ব্বাদে ও নিজের চেষ্টায় সঙ্গীত বিদ্যাটা আয়ত্ব করে' ধ্রুপদী নামটা পেয়েছিলুম—গাড়ি ঘোড়াও চড়ে ছিলুম। রূপোর বাটিতে ঘি খেতুম, ফুলেল তেল মাখতুম,—এখন খুরিতে সরসের তেল—তোফা চলে। সময়ের চেয়ে দরদী বন্ধু নেই, কেমন চুপি চুপি কাজ সেরেছে। শিবের বিয়েয় ঢোল ঢাক বাজেনি, দয়াময়ী পায় পায় এসে গেছেন! দয়া নয়?"

শুনতে কষ্টকর হলেও বেশ লাগছিল।

"হ্যাঁ—দাঁড়াও রামায়ণ শেষ করে দি।—বরদা বাবু গত হলেন, পঞ্চাশও গত হয় হয়—কাছিয়েছে। 'বেইমানী-চাকরি', সহরের

সমারোহ আর কেনো? ভাল লাগছে না। ইতস্ততঃ করছি—Vertigo ডাক্ দিলে—'go'-এর হুকুম্ আপনি এসে গেল। একদিন ঘুরে পড়ে চিত্! চিত করতে পারলেই তো জিত হয়,—সে জিতলো।—

"টাকাকড়ি, খাতির যত্ন বহুৎ পেয়েছি, তার চেয়ে বহুৎ বাবুয়ানা করেছি। কোনো ভার রাখিনি—হাত বেশ খালি! বাঙালী বেদান্ত না পড়েই সিদ্ধ,—টাকা আবার রাখবে কি?—'মায়া বইতো নয়'। কিন্তু কায়া রাখা যে দায়,—সে যে সঙ্গে!—দুর্গা বলে কাশী রওনা হলুম। ভগবান কা'কেও একেবারে মারেন না, তা হলে যে মজা মুছে' যায়,—কেবল সুতো ছাড়েন। মাছ খেলানো দেখেছ' তো?—

—"শ্রীরামপুরের বাবুরা মহৎ লোক, ভালও বাসতেন, কাশীতে তাঁদের ৺জগদ্ধাত্রী প্রতিষ্ঠা আছে, পূজা ভোগ নিত্যই হয়। না বলতেই sanction এলো। সেইখানেই মায়ের ভোগ পাই আর নিজের কর্ম্মভোগ কাটাই,—বেশ আছি।"

থামলেন। একটু অন্যমনস্ক হলেন।

বললুম,— "অনেকক্ষণ আটকেছি, — নিশ্চয়ই কাজে বেরিয়ে থাকবেন—"

আশ্চর্য্য ভাবে—"কাশীতে কাজ আবার কি হে! ধর্ম্মচর্চ্চা ছাড়া এখানে আবার কাজের অর্থ কি? করতে চাও? ঐ অহল্যা ঘাটই তার Oxford,—যেতে পারো। দেখবে বড় বড় পণ্ডিতেরা শাস্ত্র নিয়ে ব্যস্ত, ধর্ম্ম কথায় ঘর্ম্মাক্ত। মাছের দর থেকে মাছির দৌরাত্ম্য, কোন্ ব্যাঙ্কে সুদের হার কতো, কোন্ মহল্লায় কোন্

গয়লা দুধে কতটা জল ছাড়ে,—সবি শুনতে পাবে। পারমার্থিক প্রাপ্তি বহুৎ!"

আমি নির্ব্বাক্।—"চুপ করে' রইলে যে! ধর্ম্মটা নিজের কাজ হে, নিজে করতে পারো কোরো,—এইটুকু বুঝেছি। ওটা কংগ্রেস করে' হয় না। আমার ভুল হতে পারে, ভাল লোকদের জিজ্ঞাসা কোরো। যাক্—বলছিলে না—'কাজে বেরিয়ে থাকবেন?'—কাজ আমার ফুরিয়ে গেছে, এখন পূর্ব্ব কর্ম্মের প্রায়শ্চিত্ত চলছে। তখন লোক আমায় খুঁজতো, ভিড়ের ঠ্যালায় বিরক্ত হতুম, কত লোককে ক্ষুণ্ণ করেছি। এখন আমি নিজেই লোক খুঁজে বেড়াই—পাই না। আজ তোমাকে পেয়ে কথা কয়ে' হালকা হলুম—বাঁচলুম। কথা ক'য়ে তুমিই মুস্কিলে পড়ে' থাকবে,—না?"

"আজ্ঞে—একটুও না,—তবে দুঃখের কথা—"

"কই—দুঃখের কথা তো বলিনি ভাই। সেটা না শুনলেও তো পুরো আপনার লোক হবে না।"

বিপদে পড়লুম। ভাবলুম—স্ত্রী পুত্রাদি সম্বন্ধে—একে একে তাদের খোয়ানো সম্বন্ধে মর্ম্মন্তুদ কাহিনী আরম্ভ করবেন বোধহয়। বললুম—"জগতে যা সকল সংসারেই আছে, তার আলোচনা নাইবা করলেন। গতকে গতর মধ্যেই বিদায় দিন,—যা ফেরে না তাকে ডেকে—"

ঠোঁটে হাসি দেখলুম,—"আরে না না, তারা তো আমাকে সাহায্যই করেছে হে! থাকলে চিন্তা আর অশান্তির বোঝা বাড়তো। আমাকে তো তারা লাট্ বানিয়ে গেছে! লোক, কত শোক ডেকে পোষে যা তার চেয়েও বড়—না মলে যা সঙ্গ ছাড়ে না। যা কারো

কারো শখের বা প্রেমের বস্তু, অন্যে যাকে বলে 'নেশা'। সে সকলকে ধরে না, যাকে ধরেছে সেই মরেছে! ওটা সত্যিকারের শিল্পীদের দুরারোগ্য রোগ। কথায় বোঝাতে পারব না। কোথায় যাচ্ছিলুম জানো—"

পেছন থেকে একজন বললেন—"উনি কি করে' জানবেন; অল্পদিন হ'ল এসেছেন—"

উভয়েই তাঁর দিকে চাইলুম।

অঘোর বাবু একগাল হেসে বললেন—"এই যে রাধিকা ভায়া এসে গেছ, বড় ভালো হয়েছে। এঁকে আজ নতুন লাভ করেছি, উনি আমাকে চেনেন,—আমি চিনতাম না। পূর্ব্ব-কথা হচ্ছিল—"

রাধিকা বাবু বললেন,—"তাই হোক্, আমি একটা কাজ সেরে আসছি,—মিনিট পনের দেরি হতে পারে।"

অঘোর বাবু বললেন—"এখানে আর কেনো, বৈঠকেই যেও,—আমিও যাচ্ছি—"

"কেদার বাবুকে নিয়ে যাবেন—ছাড়বেন না—"

—"চেনো নাকি ?"

"আমার কাশীতে পাওয়া বন্ধু, মিঠে আলাপী—"

রাধিকা বাবু চলে গেলেন।

অঘোর বাবু আমার দিকে চাইলেন। বললুম—"চলুন না,—সে কোথায় ?"

"এই তো নিকটেই। দেখে থাকবে,—মহারাজা জ্যোতীন্দ্র মোহন ঠাকুরের শিবধাম। মহারাজা চিনতেন, শিল্পীমাত্রকেই সাহায্য

করতেন। আমার ব্যবহারের জন্যে সেখানে একটি স্বতন্ত্র ঘর দিয়ে রেখেছেন। এমন শিল্পীপালক আর বড় দেখতে পাবে না।"

কথায় কথায় ৫।৭ মিনিটেই গিয়ে উপস্থিত হলুম।—বাঃ মন্দিরের কি সুন্দর সুদৃশ্য ডিজাইন! নিজে শিল্পানুরাগী না হ'লে এমনটি দাঁড়ায় না,—ব্যবস্থা ও শুনলুম সুন্দর। অঘোর বাবু ঘরটি খুলতেই প্রতীক্ষাপন্ন রাগ-রাগিনী, সুর-তাল-লয়, আহ্বান জানালে। কয়েকটি তানপুরা, বাঁয়া তব্‌লা পাখোয়াজ প্রভৃতি তাঁর জন্যে যেন উন্মুখ হয়েছিল। ঘরে বাজে আসবাব নাই—ধপধপে ফরাসের উপর তাকিয়া। সবি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। দু' একটা দরকারি দ্রব্য, যেমন জলের কুঁজো, হাতুড়ি।

অঘোর বাবু বললেন—"এরাই আমার জীবন-সঙ্গী—বা সব। আমার কথাবার্ত্তা বা আলাপ এদেরি সঙ্গে হয়। পূর্ব্বে সময় অসময় ছিল না, গান শোনবার জন্যে লোকের (রাজা, মহারাজা, জমিদারের পর্য্যন্ত) ভিড়ে ও অনুরোধের অন্ত ছিল না,—গা-ঢাকা দিতেও হোতো,—এখন সেই অঘোর চক্রবর্ত্তী গান শোনবার জন্যে লোক ধোরে বেড়ায়,—কেউ এদিক মাড়ায় না!"

—দীর্ঘ নিশ্বাস পড়লো।

—"বুঝলে, কাকেও ধরলে, বলেন—'মেয়েটার বড় অসুখ, ওষুধ আনতে যাচ্ছি দাদা—মাপ করুন। অন্যদিন আসবো';—কেউ বলেন —"ইলিস মাছ কিনে ফ্যাসাদ করেছি, বাড়িতে 'মাছ-পাতুরি' করছেন, তাই কলাপাতা খুঁজতে বেরিয়েছি, আজ মরবার সময় নেই দাদা!" ইত্যাদি। জানি, যৌবন গেছে, যৌবনে যিনি প্রিয়তমা

ছিলেন, আজ সেই ললিতা—ব্রাহ্মণী বা গিন্নি দাঁড়িয়েছেন,—সিন্নি মেলে না! নয় কি?"

বললুম—"জানেন, তবে আর দুঃখ করছেন কেনো?"

বললেন—"ভাইরে, বড় লাগে, ওইটীই আমার সবার বড় 'বেদনা'। দিনগত শিল্পীরাই তা বোঝেন।"

আমি যে তাঁর বেদনা বুঝছিলাম না তা নয়।

রাধিকা বাবু এসে গেলেন। তিনি ছিলেন মুর্শিদাবাদের বিখ্যাত তবলা-বাজিয়ে—আতাহুসেনের প্রিয় শিষ্য। তাঁর পরিচয় আর এর সঙ্গে মেশাব না।

অঘোর বাবু বললেন—"একবার যন্তরটা নাও ভাই—কেদার বাবু এসেছেন—দু'টো গান শোনাই।"

ঘণ্টা দেড়েক কোথা দিয়ে কেটে গেল। অঘোর বাবু প্রাণ খুলে গাইলেন,—তন্ময়। রাধিকা বাবুর বাজনাও ছিল অপূর্ব্ব! আজ সে কথা নয়।

ঘরের সকল যন্ত্রগুলিই সাড়া দিয়ে উঠেছিল। আমি স্তম্ভিত—মুগ্ধ।

অঘোর বাবু তড়াক্ করে' উঠে, আমায় তুলে জড়িয়ে ধরে আলিঙ্গন করলেন—"ইয়াঃ এই তো চাই, এই তো খুঁজি—আর কিছু চাই না", ইত্যাদি।—"আজ কি আনন্দই হচ্ছে।"

শিল্পীরা পাগল! সে-প্রেমের কুলকিনারা নাই, অন্যের সাধ্য কি যে বোঝে!

ধীরে ধীরে ওঠা গেল,—হৈ চৈ নেই!

পথে যেতে যেতে অঘোর বাবু কেবল বললেন—"কেদার বাবুর পরিচয় পর্য্যন্ত নেওয়া হয়নি, শুনতে হবে। নিয়ে এসো রাধিকে।"

বললুম—"গড্ডালিকা প্রবাহের একজন বলে' জেনে রাখুন।"

পাচক লছমন ঠাকুর

বিষয়টি ইংরাজি ১৮৮৪-র। দাদার কর্ম্মস্থল তখন বেরিলিতে। তাঁর হাঁপানি রোগের সূত্রপাত ও বাড়াবাড়ি হয়। সংবাদ পেয়ে আমি বেরিলি যাই। থাক্‌তে হ'ত কেণ্টন্‌মেণ্টে, স্থানটি তখন ছিল পল্লীগ্রামের এক 'গ্রাম' ওপরে। কেবল রাস্তাঘাট ও তার দু'ধারে বৃক্ষ-শোভা ছিল। সাধারণ বাড়ীঘর প্রায় সবই খাপরার চালের। দোকান ও বাজার বিরল। প্রভাত না হতেই রাস্তার দু'দিকে টাট্টু ঘোড়া ও খচ্চরে লাদাই—চাল, ডাল, আটা, গম, গুড় প্রভৃতি নিত্য আবশ্যকীয় মালের আমদানী হ'ত। প্রয়োজন মত লোকে কিনত; এখনকার সহরের সঙ্গে তুলনা হয় না;—বাজে খরচ বা বাবুয়ানার উপসর্গ ছিল না। অর্থাৎ মোটা চালে জীবন যাপনের ব্যবস্থা।

সেই প্রথম খাপরার ঘরে ঢুকলাম। দাদার হাঁপানি একটু কমেছে। ঔষধাদির কথা জিজ্ঞাসা করায় দাদা বললেন—"ঐ কুলমগিতে আছে দ্যাখো,—ব্যবস্থা-পত্রও পাবে।" দেখি একটি মলিন ভগ্নকণ্ঠ শিশির মধ্যে একটা কি কবিরাজি 'তৈল', প্রায় তৃতীয়াংশ রয়েছে। আর বহু পুরাতন সংবাদপত্রের ছিন্নাংশে রক্ষিত ঔষধের গুটিতিনেক মোড়ক—জঞ্জালের মত পড়ে' আছে। দেখলে মনটাও মলিন হয়ে যায়। অবাক হয়ে যায়। অবাক হয়ে দাদার দিকে চাইলুম।

এক বাসাতেই দাদার সঙ্গে তাঁদের অফিসের একটী গৌরবর্ণ প্রিয়দর্শন ব্রাহ্মণ যুবক—বিপিন বাবু থাকতেন কনিষ্ঠ ভ্রাতার মতই। তিনি আমার মনের ভাব অনুমান করে', ওষ্ঠে হাসি টেনে বললেন—"চুপ করে রইলে যে ভায়া, যে-সে কবিরাজের ব্যবস্থা নয়, বিজ্ঞাপন দেখে আনান হয়েছে,—রোগের অমোঘ বিধান—অস্ত্র বলতেও পার। অনেকগুলি টাকার জিনিষ।" ইত্যাদি—

দাদা বললেন—"জানতাম না তুমি আসবে, তা হলে সেই প্যাকের পঞ্জর ও আবরণটা রাখতুম। যাক্ ও দাওয়াই ব্যবহার করতে আমার আর শ্রদ্ধায় কুলায়নি ভাই।"

বললুম—"আপনি প্রায় চিরকালই বিদেশে আছেন—ওর ভেতরের কথাটা ভাবেন নি। খাঁটি সোনাকে খেলো আভরণ পরিয়ে তাঁরা তার সম্মানহানি করতে চান না—"কুস্থানাদপি কাঞ্চনম্" বলেই মানেন। আসল জিনিষই পাঠিয়ে থাকবেন। বাহ্যদৃশ্যে অস্পৃশ্য হ'য়ে পড়েছে মাত্র। আপনি যখন ভাল আছেন—তাতে কোনো ক্ষতি হয় নি।"

দাদা আজ বেঁচে থাকলে—নামী কবিরাজ মশাইদের Dispensing room, Compounder, "শিশি, লেবেল, ষ্টেথিস্‌কোপ্ ও মোটার দেখে অবাক হয়ে যেতেন এবং তাঁদের respectable visit ও বৈঠকী ব্যবস্থার 'ফিজ্' তাঁকে কতটা ease দিত জানি না, তবে উন্নতিটা না স্বীকার করে পারতেন না। যাক্—এসব রাজধানীতে মন্দ নয়,—শোভনও। তবে পল্লীগুলো দিল্লীও নয়, কলকেতা কি বোম্বাইও নয়,—গরীবের দেশ, তাদের স্বতন্ত্র ব্যবস্থাই বাঞ্ছনীয়। আজো দেশী পাঁচনই তাদের বাঁচন-মঙ্গল।

এই সময় একজন ঘরে ঢুকে ভারি গলায় আওয়াজ দিলে—“থালি লাগাই বাবু ?” আমাদের কথা থেমে গেল, চেয়ে দেখি গণেশের আবির্ভাব, কেবল শুঁড়টির অভাব। গৌরবর্ণ বেঁটে পালোয়ান, নিরেট গড়ন, বুকের চওড়াইটাই দেহের যেন সবটা, আর কর্ণস্পর্শী গোঁপ জোড়াটি। বয়স যাটের কাছাকাছি হবে। চলে গেলে, বিপিন বাবু সহাস মুখে প্রশ্ন করলেন—“অমন করে কি দেখ্‌ছিলে ভায়া ? উনিই সেই শক্তিশেলের ফেরৎ—আমাদের পাচক লক্ষণ ঠাকুর; ত্রেতায় যিনি দাদা রামচন্দ্রকে ১৪ বছর খাইয়ে বাঁচিয়ে রেখেছিলেন—আমাদের ক’বছর রাখবেন জানি না।”

দাদার সামনে বচন বিন্যাস শোভন নয়—বললুম—“দেখবার জিনিষ বটে—পুলিশেরও লক্ষ্যের।” ক্ষুধার তাড়াও কথা কমাবার দিকেই টানছিল। ক্ষুধা জিনিষটীর সঙ্গে পরিচয় বড় ছিল না, দশটা কাজের মধ্যে খাওয়াটাও একটা ছিল মাত্র, আজ সহসা তার প্রভাব যেন প্রথম অনুভবে এলো।

পশ্চিমে, বাঙালীরাও রাত্রে রুটি খেয়ে থাকেন। বিপিন বাবু আমার দিকে চেয়ে বললেন—“ভায়ার রুটী খাওয়া অভ্যাস আছে ত’? এ আবার জলে চোবানো দিশী বা দেশের রুটী নয়!” বললুম—“এখন আর দুর্ভাবনার অবকাশ নেই,—উপায় কি ? নিশ্চয়ই দেশ আর জল-হাওয়া বুঝেই ব্যবস্থাগুলো হয়েছে—এটা বাংলা দেশ নয়। আবার কাবুলে গেলে রুটির মধ্যে মাংসের কিমা মিশতো। যেখানে যা আবশ্যক। বাংলায় বালাম্ চলে, বুলগেরিয়ার bill of fare এ ঘোড়ার মাংসও থাকতে পারে।”

"হার মানলুম ভায়া, আমি ভীতু লোক তাই সাবধান করে দিচ্ছিলুম।"

"আপনি উচিত কাজই করেছেন। সাবধানের মার নেই। তার ব্যবস্থাও আছে—জনার্দ্দনকে স্মরণ করলেই জয়।"

রুটির থালা হাতে লছমন ঠাকুরের আগমন। উপকরণ এক বাটি অড়র ডাল আর পোয়াটাক অবিমিশ্র আলু-চড়চড়ি।

"ঐ দিয়েই সারতে হবে ভায়া—মুরারে তৃতীয় পন্থা হিসাবে একটু দুধও আছে।"

"সেকি ক্ষুধাটা বাদ দিচ্ছেন কেন? সেটাও ত আছে।"

"বাঁচলুম, ভায়া আমাদের লজ্জানিবারণ" বলে দাদার দিকে চাইলেন। মনে মনে বললুম—"ভায়া নয়, ভায়ার অকস্মাৎ লব্ধ ক্ষুধা।"

আহার আরম্ভ হয়ে গিয়েছিল, যা মুখে দিই তাই সুধাস্বাদে চলে। সেদিন ছ'খানা রুটির একটু ছিন্নাংশও অভ্যস্ত শতান্ন রক্ষার জন্য থাকে নি। চিনি-সংযুক্ত-দুধের বাটীটা শেষ চুমুক দিয়েই সারি। এ ক্ষুধা কোথা থেকে এলো? যাক্—

আহারাদির পর দাদা ও বিপিন বাবু বারাণ্ডায় গিয়ে বসলেন, আমি পাশের ঘরে শয্যা নিলুম। দাদার গড়গড়ার সাড়ার সঙ্গে আমার নামটাও কাণে এলো। তিনি বলছেন—"ভায়ার খাওয়াটার আজ সুবিধে হয় নি বিপিন।"

"এখানে ত' আর কিছু পাওয়া যায় না, পেলেও লছমনের হাতে তা অখাদ্যই দাঁড়াবে—গ্রহণযোগ্য থাকবে না—"

"আমি উপকরণের কথা বলছিনা, রুটি দু'চারখানা বেশী যেন করে, দু'একখানা না হয় ফ্যালা যাবে" ইত্যাদি—

শুনে, আমি লজ্জা ও শয্যা নিয়ে শুয়ে পড়লুম। ক্ষুধা কিন্তু কয়েকদিনে দশখানাতে পৌঁছে লজ্জার ভদ্রতা ভেঙে দিলে। একি পরিবর্ত্তন! আহারের ২।৩ ঘণ্টা পরেই ক্ষুধার আক্রমণ আরম্ভ হয়, আর নিয়মিত সময়ের প্রতীক্ষায় আধ্‌মরা হয়ে থাকতে হয়। এটাতো জীবনে কখনো অনুভব করিনি!

বিপিন বাবু একদিন হাসতে হাসতে জিজ্ঞাসা করলেন—"লছমন ঠাকুরের রন্ধন কেমন লাগছে ভায়া?"

বললুম—"খটকার মত"—

"তার মানে?"

"খাবার সময় মনে হয়—সেই প্রথম দিনের তয়েরী মাল নিত্যই যেন খাচ্ছি,—এমন পাকা হাত বা এমন well preserved কেমন করে হয় বুঝতে পারি না। নয় লোকটা রন্ধন সিদ্ধ না হয় আমি ভোজন সিদ্ধ। আমার ত বেশ লাগে।"

শুনে বিপিন বাবু উচ্চহাস্য করলেন। বললেন—"তা হলে বেরিলির জল হাওয়া নিশ্চয়ই ভাল, স্বাস্থ্যের অনুকূল—নিন্দা করবার উপায় নাই!"

"আপনার কথা মন স্বীকার করলেও প্রাণে কিন্তু এক মত নই, নিন্দুক হ'তে রাজি আছি। আমি গরীব দেশের লোক, ঐ জল হাওয়াটা পরম শত্রুর মত কাজ করছে—ক্ষুধা বৃদ্ধিই করে চলেছে। স্বাস্থ্যের অনুকূল বলতে চান বলুন, আমাকে কিন্তু চিন্তাকুলই

করছে। দেশে বাধ্যতঃ আধপেটাই বেশ সয়ে গেছে অর্থাৎ অভ্যাসে দাঁড়িয়ে গিয়েছে। শাস্ত্র বলেন অভ্যাস আর বৈরাগ্য ভগবান লাভের উপায়। ইচ্ছায় হোক্‌, আর নাই হোক্‌, তাঁর মুখ চেয়েই সেখানে থাকা”—

বিপিন বাবু হাসতে গিয়ে থেমে গিয়েছিলেন, আমারো মনে হ'ল—দাদার সামনে জ্যাঠামি হয়ে পড়চে।

বিপিন বাবু বললেন—“ভায়া দেখছি এই বয়সেই বেশ চিন্তাশীল। দেশের বাইরে থাকলে আমরা সত্যই যেন পর হয়ে যাই—দেশের ভাবনা আসে না।”

আবার বলে ফেললুম—“তার কারণ সেখানে কয়েকটা ‘ভিটেই’ আছে,—দেশ বলে আমাদের সত্যিই কিছু নেই, তাই ধারণাও নেই, চিন্তাও নেই। কথাটা অন্য অনেক কাজের মত শোনা ও পড়া কথা, তাই তার আকর্ষণ অনুভবে আসে না, কথাটা কেবল ব্যবহার করি মাত্র। বাড়ীর টান নেই। থাকতেও পারে না। থাক,—বাজে কথা বাড়ান হচ্ছে, আপনার কথাই শুনি—বলুন।”

“আমি আর কি বলব ভাই, লছমন ঠাকুরকে তুমি যে সার্টিফিকেট দিলে তাতেই আমি অবাক হয়ে ভাবছি—তুমি দেখছি রসনাজয়ও করেছ!”

“আপনারা যে করেননি, তার প্রমাণও তো পেলুম না দাদা।”

এ কথায় উভয়েই হাসলেন, দাদা কথা কইলেন, বললেন—“কারণটা কেদারকে শুনিয়ে দেওয়া উচিত। শোন কেদার—সংক্ষেপেই বলছি। লোকটা যেদিন প্রথম এসে “নমস্কার বাবুজি”

বলে দাঁড়াল, ভাবলুম পালোয়ান টলোয়ান হবে। জিজ্ঞাসা করলুম —কি চাও? বললে—নৌকরির তল্লাসে এসেছি,—শুনলুম আপনি ব্রাহ্মণ, তাই আপনার দ্বারেই উপস্থিত হয়েছি, আমিও ব্রাহ্মণ—অন্তের নৌকরি করতে পারবনা বাবুজি। রামজির কৃপায় আপনার যদি দয়া হয়……"

ভাবলুম নিশ্চয়ই দরোয়ানির কথাই বলবে, আমাদের দরকার আছে বটে—পাচক। জিজ্ঞাসা করলুম—"কি কাজ জানো, কোথায় কোথায় কাজ করেছ, রসুয়ের কাজ করেছ কি?"

বললে—"মায়ের নৌকরি ছাড়া—নৌকরি কারো করিনি বাবুজি, তবে রসুই করতে জানি, যেমন জুটতো—বহুদিন মাইকো ভাত দাল রোটি, ভাজি বানিয়ে খাইয়েছি আর তাঁর প্রসাদ পেয়েছি। আব নোকরি ছুট গিয়া, মাই হামারা চলা গিয়া বাবুজি"—

বলেই বালকের মত ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে সে কি কান্না! শুনে ও দেখে আমি নির্ব্বাক স্তম্ভিত। লোকটির নিশ্চয় মাথা খারাপ হয়ে থাকবে। বয়স যার ষাটের কাছাকাছি হবে, সে এমন করে' কাঁদতে পারে না—একান্তে সম্ভব হতেও পারে,—লোক সমক্ষে ত' নয়ই। বিপিন তো হাসি চাপতে না পেরে ছুটে ঘরের ভেতর পালিয়েছিল। সে একটু শান্ত হলে বললুম—"ঠাকুর তুমি এত কাঁদছ কেন, মাতো যথেষ্ট বৃদ্ধা হয়েছিলেন……"

"বললে—মা মাই থা,—উমের হলে কি তিনি আর কিছু হন বাবুজি, তিনি আমার মাই ছিলেন!"

"তুমি সাদি করনি?"

"রাম রাম বাবুজি। যিনি এ শরীর দিয়েছিলেন "অখণ্ড চিৎ" তাঁর তরেই ছিল বাবুজি। মিশালসে সেবা কপট্ হো যাতা—শুদ্ধ্ নেহি রহতা।"

আমি অবাক হয়ে শুনছিলুম আর লোকটিকে দেখছিলুম। বললুম—"তোমার বয়স এখন কত হবে?"

"ঠিক তো নেহি কহ সক্তা—পচাশকে উপর উমর হো গিয়া হোগা।"

"এতদিন কি কেবল মায়ের সেবাই করেছ, এত কি কাজ ছিল?"

"বাবুজি গরীব ব্রাহ্মণের কথা আপনি কি করে বুঝবেন! মাকে আমার বাতে ধরেছিল, চলাফেরা করতে কষ্ট হত, সকালের কাজ সেরে নিত্য তাঁর হাত ধরে গঙ্গাস্নান, বিশ্বনাথ দর্শনাদি করিয়ে এনে ভিক্ষায় যেতে হ'ত। মা তাঁর পূজা-জপে থাকতেন। যা জুটত রেঁধে তাঁকে খাওয়াতে বেলা দু'টো বেজে যেত। বৈকালে তাঁর ইচ্ছামত আবার দেবদেবী দর্শন করাতুম। মায়ের শরীর ভেঙে আসছে দেখে একদিন জিজ্ঞাসা করলুম—'মা তোমার কিছু সাধ থাকে তো বলো।' শুনে মা একটু হাসলেন,—সে হাসি কান্নার চেয়েও দুঃখের। বললেন—'গরীবদের কি সব সাধ পোরে বাবা, তুমি তো আমার সেবার কিছু বাকি রাখনি বেটা! পূর্ব্বে একটা ইচ্ছা ছিল ও হোতো বটে তীর্থদর্শনের। বাতে ধরায় সে ইচ্ছা আপনি ত্যাগ হয়ে গিয়াছে, এখন তুমিই আমার সব।' শুনে মনটা খুবই বিচলিত হ'ল—মায়ের ইচ্ছা পালনের পথ দেখতে পাইনা।

বিশ্বনাথের দ্বারে গিয়ে কেবল কাঁদি। তিন দিনের রাতে সহসা সাহস পেলুম,—এই তো মায়ের দেওয়া শরীর রয়েছে শক্তি রয়েছে —এ আর কিসের জন্য, কোন্ কাজে আসবে। আর বিলম্ব করা নয়—শুভদিন দেখে নিয়ে মাকে বললুম—'মা বিশ্বনাথ রাজি হয়েছেন, পায়ের ধুলো দাও, চলো অযোধ্যায় সরযুতে স্নান করে, রামজি দর্শনান্তে তিনি যেখানে নিয়ে যাবেন, সেই খানেই যাবো। তীর্থে হেঁটে যেতে হয়।'

"শুনে মা অবাক্, আমাকে আশীর্ব্বাদ ক্রে' বললেন—'তুমি বলেছ, ওইতেই আমার হয়েছে বেটা—কাশীতে সকল তীর্থ ই বর্ত্তমান, কাশীতে থাকলেই হবে। আমি কি আর হাঁটতে পারি বাবা— দেবতারা তা জানেন!' বললুম 'হাঁটতে হবে কেন মা,—আমার দেহ রয়েছে কিসের জন্য, তুমি এক মোনের বেশী হবে না, আমি অনায়াসে তিন মোন বইতে পারি।'

"আমাদের ঝঞ্ঝাট কিছুই ছিলনা—একখানা দরি (সতরঞ্চি), দু'খানা কম্বল, লোটা, বাটলুই আর থালা নিয়ে বেরিয়ে পড়লুম,— মা আমার পিঠেই থাকতেন। পথেই ভিক্ষা করতুম, সকলেই দয়া করে কিছু দিতেন, সাধু সন্ন্যাসীদের সঙ্গও পেতুম। কি আনন্দেই দিন কেটেছিল! পায়দল্—সকল তীর্থ সেরে—১১ বছর পরে কাশী ফিরে বাবা বিশ্বনাথকে গড়াগড়ি দিয়ে প্রণাম করে আসি। সে আনন্দের কথা কি আর ব'লব বাবুজি। মায়ের তেমন প্রফুল্ল মুখ জীবনে দেখিনি, সেদিন জনম্ যেন সার্থক হয়ে গেছে। শেষ দু'বছর কাশীবাসের পর মা কাশী প্রাপ্ত হলেন। ভিক্ষা

করে মাকে মণিকর্ণীকায়—"। আর বলতে পারলে না, কাঁদতে লাগলো।

শেষে বললে—"আব আপনা পেটকে লিয়ে নৌকরি ভিক্ষা করনে নিকলে হেঁ বাবুজি,—যিন্‌কা দয়া হোয়ে……মা চলা গ্যায়ে—পেট রহ গিয়া।"

উদাস দীর্ঘশ্বাসে কথা শেষ করে—চোখ মুছলে।

আমাদের কৌতুহলী প্রাণ, তবু জিজ্ঞাসা করলুম—"ক্যা সব তীরথ কিয়া—চড়াই উতরাই?"

"হাঁ বাবুজী—রামজি করা দিয়ে, বদরীনারায়ণ, কামাচ্ছা, চন্দ্রনাথ সবই কঠিন চড়াই থা,—মাইকে কামমে হামে কুছ মালুমই নেহি হুয়া। কেবল লছমনঝোলামে রামজিকো তকলিফ দিয়ে থে,—প্রভু পার কর দিয়ে থে।"

দাদাও চোখ মুছলেন, বললেন—"শুনতে শুনতে আমার কাছে ওর রূপ বদলে গেল ভাই। সেইদিন থেকেই লছমন রেঁধে খাওয়ায়, পরম শ্রদ্ধায় আহার করি। তার যতদিন ইচ্ছা হয় করুক, পরে পারি ত' ওর একটা ব্যবস্থার চেষ্টা পাবো।"

লছমন সম্বন্ধে যেটুকু বলবার ছিল বলেছি। এখন আমার দাদার সম্বন্ধে একটু না বললে অসম্পূর্ণ থেকে যায়।—

দাদা ছিলেন বরাবরই একটু ধর্ম্মপ্রাণ। তার উপর আচার্য্য কেশব সেন—প্রচারে বেরিয়ে ধর্ম্ম সম্বন্ধে তাঁর অসামান্য আন্তরিকতা ও বাগ্মীতায় সেই "একটুকে" 'সবটুকু' করে দিয়ে যান। লছমন লাভটা তাঁর ঘটেছিল তার প্রায় বিশবছর পরে।

গরীবদের মাতৃভক্তির কথা বড় একটা কাণে আসে না—সম্ভাবনাও কম, তাই উল্লেখ করলুম।

বিপিন বাবু আমাকে আড়ালে পেয়ে বললেন—"এখন আর ভাল-মন্দের, রুচি অরুচির অবকাশ নেই ভায়া,—ঐ জগন্নাথের ভোগেই পুণ্য সঞ্চয় করতে হবে,—দাদাও ওর Permanent Settlement-এ দস্তখৎ ডেলে দিয়েছেন!"

বেরিলিতে মাস দুই থেকে আমার কিন্তু সাত পাউণ্ড ওজন বেড়েছিল। পরে কয়েকটি প্রসিদ্ধ স্বাস্থ্যকর সহরে থেকেও সে লাভটি ঘটেনি। বেরিলি ছেড়ে আগ্রায় গিয়ে কয়েক মাস থাকি এবং সে সঞ্চয়টি খুইয়ে দেশে ফিরি।

পাঁচালী

প্রিয়বরেষু—

সত্য কথাই নাকি কলির ধর্ম্ম,—একমাত্র সত্য কথায় দৃঢ় থাকিলেই ঈশ্বর লাভ হয়। বাল্যে বিদ্যাসাগর মশাই শুনিয়ে দিয়েছিলেন—"সদা সত্য কথা কহিবে"। ওর বেশী আর খুলে বলেননি—পাছে বুদ্ধিমান ছেলেরা ভাবে—আত্ম প্রতিষ্ঠার উপায় করছেন, কারণ তাঁর নিজের নাম ছিল ঈশ্বর। ছেলেদের তিনি চিনতেন।

বন্ধু বামাচরণ ছিলেন ঋষি-প্রতিম ব্রাহ্মণের ছেলে। বলিষ্ঠ নির্ভীক, দুর্জ্জয় সাহসী এবং সত্যবাক্। গরীব দুঃখী ইতর সাধারণ—জেলে-মালাদের সঙ্গেই পরিচয় ছিল তার বেশী। দুর্দ্দান্ত বলে' সকলে যেমন তাকে ভয় করত', আবার বিপদে আপদে, কষ্টে বা রোগে তাকে চাইতও তেমনি। হাড়ি বা চাঁড়ালেও বিপদ জানালে তার সাহায্য পেত। গঙ্গাবাসীর ঘরে বা গঙ্গাতীরে, অসহায় অবস্থায় রোগে বা অনাহারে কেহ পড়ে আছে শুনলে, বাড়ী হতে অন্নাদি বহন করে নিয়ে গিয়ে তাকে খাইয়ে আসতো, অসমর্থের উচ্ছিষ্ট বাসন নিজেই ধুয়ে মেজে আনতো। যার ঔষধ আবশ্যক—গ্রাম্য চিকিৎসকদের ধরে' তার চিকিৎসার ব্যবস্থাও করতো, নিজেই ঔষধ এনে খাওয়াতো—পথ্যের ভার তো নিজের ছিলই। ছিল না কেবল লেখাপড়ার চাড় বা চিন্তা।

ঋষিতুল্য বাপ,—তাঁর অবস্থা তেমন স্বচ্ছল ছিল না, ছিল কিন্তু ঔষধাদি বিতরণ।

গ্রামের চাকুরে ভদ্রেরা—যাঁরা ছুনিয়ার ঝঞ্ঝাট বাঁচিয়ে চলতে অভ্যস্ত, তাঁরা সকলেরি হিতৈষী, দুঃখ করতেন—অমন লোকের এমন ছেলে! ইতরদের নিয়েই থাকে—এটা কি কোরে হোলো? কেহ বলেন—পূর্ব্বজন্মের সংস্কার! কেহ বলেন—ভদ্রবংশে জন্মালে কি হবে, বিদ্যা বড় জিনিস, লেখাপড়ার সান্ পেলে কতকটা আসান হোতো। ১৩।১৪ বছরের হ'ল—হাতে খড়ি হল না। বাপও নিশ্চিন্ত,—সদানন্দ। বললে হাসতে হাসতে বলেন—"ওর হাতে অনেক কাজ দেখছি, হাত খালিই নেই,—হাতে খড়ি নেবে কখন? নানা রকম নিয়ে জগৎ-—ও—ও এক রকম, যাঁর মাল তিনিই বুঝবেন!—সকলে প্যারীচরণ সরকার হ'লে ছুনিয়ায় কেবল "Lame man"-ই দেখতে হোতো রে ভাই!" সব কথাতেই তাঁর রহস্য।

বামাচরণ ভায়া শেষ ইস্কুলেও গিয়েছিল কিন্তু ইস্কুলের 'ইলেম্' তার বেশী দিন সয়নি। বলিষ্ঠ তো ছিলই, সাঁতার কেটে গঙ্গা পারাপার হওয়াটা প্রায় তার নিত্য কর্ম্মের মধ্যেই ছিল। এমন "হাল্" ধরতে পারত'—মাঝিরা তার হাতে নৌকা ছেড়ে দিয়ে নিশ্চিন্ত থাকতো। তখনকার দিনে 'বাচ্' খেলাটা ছিল ভদ্র বড়-লোকদের মধ্যে মস্ত বড় আনন্দ ও উত্তেজনার সখ। তরুণদেরও সে নেশা ধরেছিল; বামাচরণ ছিল তাদের কর্ণধার। সকল দেশেই বীরপূজা Hero worship আছে,—বিশেষ ছেলেদের মধ্যে। সে ছিল ছেলেদের সম্পদ (hero)—ছেলেদের ভালও বাসতো, আবদারও সইত'।

তাঁতিদের গাছের সুমিষ্ট কুল ছিল ছেলেদের পরম লোভের বস্তু। গাছটাও ছিল রাস্তারই ধারে। বামাচরণ চলেছিল ইস্কুলে, সঙ্গে ভক্তছেলেরা। সেদিন তাদের আবদার এড়াতে না পেরে গাছে একটা ঢিল মেরে চলে যায়, কতকগুলো কুলও বৃক্ষচ্যুত হয়। ছেলেরা তার কতক পায়, কতক বামাল হয়ে বামাচরণের বিপক্ষে সাক্ষ্যরূপে ইস্কুলে হাজির হয়। বীরেশ্বর মাষ্টারের এজলাসে মামলা। তিনি ছিলেন বেতের ব্যবহারসিদ্ধ। 'কেস্' সহজেই শেষ হয়ে গেল! বামাচরণ বলে—"সময় নষ্ট করে লাভ নেই মাষ্টার মশাই—আপনি যাতে তুষ্ট হন করুন। গাছে সত্যই আমি একটা ঢিল ছুঁড়ে চলে আসি; কুল নিশ্চয়ই পড়ে থাকবে। তাঁতিরা কুল বিক্রি করে, দামটা বলুক,—আমি দিয়ে দেব। অন্যায় হয়েছে, সেটাও আমি স্বীকার করি।" বীরধর্ম্মী বীরেশ্বর মাষ্টার কিন্তু বেতের ব্যবহার না করে ছাড়লেন না। বামাচরণ ধীরভাবে তা গ্রহণ করেও বলে—"আপনি আমার মহৎ উপকার করলেন। পরের ছাঁচে ফেলা অক্ষর নাড়াচাড়া করা শিক্ষা ওর ঊর্দ্ধে পৌছয় না—চাকরির কাজে লাগতে পারে, যাক্—আপনাকে যে অখুসী করে যেতে হচ্ছে না তাতেই আমি খুসী।"

ক্লাসে কোন্ গরীব ছেলের কোন্ বই ছিল না তা তার জানা ছিল, নিজের বইগুলি তাদের বিলিয়ে দিয়ে—হাসি মুখে শিক্ষা শেষ কোরে বেরিয়ে পড়ে। ফেরবার পথে,—তাঁতিদের বাড়ী একআনা পয়সা দিয়ে যায়।

সন্ধ্যার পর দেখা। বললে—"একটা ফাঁড়া কেটেছে ভাই,

সরস্বতীর সেরেস্তা আমার সইলনা—ভদ্র হওয়ার মুখোস fit করলে না। অদৃষ্টে চাপকান পরাটা নেই। আমার রামায়ণ মহাভারতই ভালো। ওতেই আমার চলে যাবে ভাই।”

পরদুঃখকাতর সত্যনিষ্ঠ নির্ভীক বামাচরণের জীবনে এরূপ অনেক কিছু ছোটো খাটো উল্লেখযোগ্য ঘটনা থাকলেও এবং তা সাধারণে বিরল হলেও আমি তার জীবনী লিখতে বসি নাই—লিখে তাকে ছোটো করতেও চাই না।

তোমার পত্র পেয়ে তার বহুদিনের বহুকথা স্মরণ হওয়ায় নিজের গরজে তাকে উল্লেখ করে’ ফেলেছি। তুমি লিখেছ—“আপনি কাশী-বাস করছিলেন—আপনার কাশীবাসের ‘রুটিনটা’, কেবল আমারি নয়, অনেকেরি জানতে ইচ্ছে হয়”—ইত্যাদি। অর্থাৎ আমার কাশীবাসটা যেন একটা আশ্চর্য্যের কথা বা চিন্তাশীল বন্ধুদের কাছে অভাবনীয় কথা ছিল। তাই বোধ হয় সেটা আমারও সয়নি।

এ প্রশ্ন বহুদিন পূর্ব্বে (তখন সবেমাত্র কাশীতে গিয়েছি) আমার পরম সুহৃদ্ কানপুরের ডাক্তার সেন মহাশয়ও করেন। কাশীবাসেও কৈফিয়ৎ দরকার—এ কথা কোনোদিন ভাবিনি। তাই তাঁকে সোজা বা সহজ সত্য কথাটাই লিখি ঃ—

“অনেক দিনের জড়ো করা অগাধ পাপের রাশি—
নিয়ে, ভাবলুম কোথা যাই ? মনে পড়লো কাশী।”

ইত্যাদি। কৈফিয়ৎটা অতি সাধারণ হয়েছিল। বন্ধুদের মনঃপুত না হবারই কথা, ওতে মজলিস্ জমেনা—উপভোগ্য কিছু নাই,—

একদম মামুলি। নটবর নায়েবও ঐ জন্যে কাশী যান, রমা পিসিও ঐ জন্যে যান। তবে আর হোলো কি! রস কই!

আগুন লেগে এক গরীবের ঘর পুড়ে গেছে—তখনও জ্বলছে। আশ্রয়হারা বিমূঢ় বেচারা পাগলের মত ছুটো ছুটি করছে। এক হাতে কল্‌কে একহাতে চিমটে নিয়ে বেচু খুড়ো বেশ নির্লিপ্ত ভাবে সন্তর্পণে, এধা ও ধার থেকে—'ইয়াঃ' বলছেন আর গনগনে 'আংরা' সংগ্রহ কোরে কলকেয় রাখছেন,—মুখে সন্তোষের শোভা।

দুঃখেও সুখ আছে; অনেক ক্ষেত্রে ঘরপোড়া গনগনে আংরাতেও রস মেলে! আংরা থাকা চাই। যা আনন্দ দেয় তার গুণও আছে মূল্যও আছে, অস্বীকার করিনা।

আমার কল্পনার দিন আর নেই, তখনকার দিনের একটা কথা মনে পড়ছে।—রাজু ঠান্‌দির দুর্ব্বাষ্টমীর ব্রতের ব্রাহ্মণ ভোজন,—সংখ্যা মাত্র দ্বাদশটি! ঐ "মাত্র" কথাটির অর্থ তখন 'ওজনে ভারি' ছিল। নিমন্ত্রণটা বেছে বেছে খাইয়ে বা খোরাকী লোক দেখেই করা হোতো। তাঁরা ছিলেন এখনকার সূক্ষ্ম শিল্পের সবুজ সঙ্ঘের অন্ততঃ সাতটিতে একটি।

রাজু ঠানদি রাত তিনটেয় স্নান সেরে রান্নাঘরে ঢুকোছলেন—কারণ মতি মুখুয্যে নটায় খেয়ে কুটী যাবেন।—আহারান্তে তিনি কুটী চলে গেলেন। সাত সের জিলিপির অস্তিত্ব লুপ্ত করে বলে গেলেন—"জিলিপিটা পাওনা রইলো রাজু"!

বিপন্না রাজু তখন ভাবছিলেন—"এখন যাই কোথায়",—মা গঙ্গাকেই তাঁর মনে পড়ছিল! শূন্য বাসনগুলি তাঁকে সাহস দিলে—সব পরিষ্কার,

মাজতে কষ্ট হবেনা। বিপদকালে লোকে কুটোটাকেই ধরে, তিনিও তাড়াতাড়ি বাসনগুলি পুকুর ঘাটে নিয়ে গিয়ে মাজতে বসেন।

পুষ্করিণীর ওপারেই মতি মুখুয্যের বাড়ী। তাঁর শেষ নম্বরের পরিবার, কি কাজে ঘাটে এসেছিলেন, জিজ্ঞাসা করলেন—"কি ঠানদি, সব হোলো ?"

ঠানদির মাথায় তখন ছুনিয়া ওলটপালট খাচ্ছে, তিনি বললেন—"সব হয়েছে বউ, কেবল আমার শ্রাদ্ধটাই বাকি! যা হোক ছোট গিন্নি—কি স্বোয়ামিই (তিনি 'ভ' দিয়েই বলেছিলেন) পেটে ধরেছিলি ভাই! বাকি একাদশের একাদশীর ব্যবস্থা করে' গেছে—সর্ব্বস্ব খেয়ে গেছে", ইত্যাদি।

এখনকার দিনে কথাটা criminal; কিন্তু সত্য কথা এবং ৭০ বছর পূর্ব্বে তা উপভোগ্যও ছিল। মুখে সেটা আজ ত্যজ্য হলেও অন্তরে বেঁচে আছে। যাক্ আবশ্যক স্থলে শুদ্ধিকল্পে কাণে দু' ফোঁটা আয়োডিন্ দিলেই হবে।

পত্রখানা সত্যকে আশ্রয় করে' আরম্ভ করেছি। কিন্তু দেখছি সত্যেরও সু-qualified হওয়া চাই, গুণ থাকা চাই, অর্থাৎ রস থাকা চাই। অপ্রিয় সত্যের মর্য্যাদা দিতে মানুষ নারাজ। তাই আমার কাশীবাসের পূর্ব্ব কৈফিয়ৎটা কাজে লাগেনি।—Re-write করতে হ'ল।

খাদ না মেশালে গড়ন হয়না, খাদ মেশালে তবে উপভোগ্য হয় অর্থাৎ মনের মত হয়, আনন্দ দেয়! আনন্দটা সকলে চায়, তাই খাঁটি সত্যের কদর কম। একটা কথা শুনে এসেছি—"সত্য কথার মার নেই।" দেখছি—আছে বইকি! তাই বন্ধু অমরের আকাঙ্ক্ষা মেটাতে যখন লিখেছিলুম—

মোর সকাল কাটে বাজার করায়,
মধ্যাহ্নটা আহার নিদ্রায়,
অপরাহ্ন আড্ডা মারায়
সায়াহ্নেতে 'চা'টা খাই !
(উঠিনা 'চা'র দোকান থেকে, যতক্ষণ না দেয় তাড়াই),
একেই যদি কাশীবাস বলতে হয় তো বলো ভাই।
বিশ্বনাথে বেজায় ভিড়,
তাই, মাড়াই নাকো সে মন্দির,
গিয়ে কেবল গঙ্গাতীর,
কথা কবার লোক জোটাই ;
একেই যদি—ইত্যাদি
ত্যাগের মধ্যে—উপবাস,
পূজা পাঠের বদ্-অভ্যাস।
মাংস কিনি বার'মাস
চিকের আড়ালে দাঁড়াই।
একেই যদি কাশীবাস বলতে হয় তো বল ভাই। ইত্যাদি—

ভায়া খুব খুশি হয়ে দীর্ঘপত্র লিখেছিলেন।

"ভবতি (অ-ভিজ্ঞ-তম) ক্রমশ জনম্"। যতক্ষণ রস ততক্ষণই জীবন। সত্য বলেই বীরেশ্বর মাষ্টারের বেত্র চিরদিনই সজাগ। সত্যের আর এক দোষ "ফুললো আর মোলো", বললেই ফুরিয়ে যায়—রাবিস বাড়ায়না, মোটায়না, তাই হ্যানিম্যানের হোমিওপ্যাথির আজও হামাগুড়ি ঘুচলোনা, অ্যালোপ্যাথিরই আদর,—মিক্শ্চারের দৌড় বেশ ওপার পর্য্যন্ত! থাক্।

চীনের নিদ্রাভঙ্গ

উনবিংশ শতাব্দী না শেষ হতেই চীনদেশে একটা বিদ্রোহবহ্নি জ্বলে ওঠে। চীনেরা অত্যন্ত রক্ষণশীল,—নূতন কিছুর নেশা তাদের সহজে ধরতে পারে না। কবে কোনো একস্থানে এসে সেই যে তারা থেমে গিয়েছিল, সেইখানেই বেশ নিশ্চিন্তে আরামে কাটিয়ে আসছিল। প্রকাণ্ড ভূখণ্ড, উর্ব্বর শস্যক্ষেত্র, অগুণ্‌তি অপগণ্ড, মাছ মাংসের প্রাচুর্য্য, বিলাস ব্যসন বাড়িয়ে দিয়েছিল।

আমি উত্তরচীনের কথাই বলছি, যেটা ছিল চীনের উত্তমাঙ্গ। রাজাত্মীয় বা পোষ্য আমলা প্রভৃতি রাজসম্বন্ধীরা,—রাজধানী পেকিন্‌ সহরের সান্নিধ্য-ঘেঁষা সম্ভ্রান্তেরা,—পিকের মত বহুবর্ণের সিল্কের পেখম বিস্তার করে, আহার বিহার আর আরাম নিয়েই থাকতেন।

ভীষণ শীতের দেশ। তাই পাড়ায় পাড়ায় গরম জলের Bath (Hall) বা স্নানাগার আছে। সেখানে সবার স্বতন্ত্র টেবিল চেয়ার আছে। টেবিলে আঙুর, আপেল, নাসপাতি ফলমূল, চা ও চীনের মদ (সামসু) সাজান থাকে। স্নানান্তে ভদ্রেরা সে সব উপভোগ করেন ও রহস্যালাপ চলে। আর চলে কেশ-বিন্যাসের পরিপাট্য। যখনকার কথা বলছি তখন চীনাপুরুষদের অতি যত্নের Pig Tail বা গুল্‌ফ-প্রলম্ব কেশগুচ্ছ বা টিকি থাকত, ও কেশ বিন্যাস-কারিরা আড্ডায় আড্ডায় উপস্থিত থাকত। তারা সেই কেশ আঁচড়ে সুগন্ধি সহযোগে 'বিনুনী'

করে দিত। এঁদের মধ্যে অনেকেই ছিলেন সাধারণ মধ্যবিত্ত বা উঁচুনীচু থাকের লোক।

আমাদের দেশে লক্ষপতি বললে—বড়লোক বোঝায়। কোটীপতি না হলে চীনে বড়লোক হয় না। তাঁরা বড় বেরন না, বাড়ীতেই থাকেন, সেখানেই সকল ব্যবস্থা রাখেন; ফল ফুলের বাগান, ঝিল, ঝিলে বেড়াবার বোট ইত্যাদি।

১৯০২।৩ খৃষ্টাব্দে উত্তরচীনে—টিন্‌সিন ও পিকিন পৌঁছে সাধারণ লোকদেরই দেখেছিলুম ও হতাশ হয়ে ভেবেছিলুম, মধ্যবিত্তরাই তো শিক্ষায় দীক্ষায় চিন্তায় জগতের প্রাণশক্তি—এঁদেরও আমাদের দশা দ্রুত এগিয়ে আসছে। বেচারিরা বোধকরি ভাবতো,—"কারো কিছুতে নজর দিলেই তো কলহ! আমরা যখন অপর দেশ বা জাতির দ্রব্যে-লোভ রাখি না, কিছু চাই না, তখন কারো সঙ্গে বিবাদ দ্বন্দ্বের কারণই থাকতে পারে না। আমরা তো কারো কিছু নিতে যাচ্ছি না;" ইত্যাদি।

তারা ভাবেনি—সময়ের সঙ্গে সভ্য জাতিদের কত দায়িত্ব, কত চিন্তা, কত কাজ বেড়েছে। শিক্ষা, জ্ঞান, বিজ্ঞান, বাণিজ্য ও শিল্পাদির আদান প্রদানে অমানুষদের মানুষ না করলে, জগতের উন্নতি হয় না। সে কাজে বলপ্রয়োগেও দোষ নেই। ডাক্তারেরা যেমন রোগীকে বাঁচাবার জন্যে অস্ত্রপ্রয়োগ করে থাকেন; ইত্যাদি অত্যাবশ্যকীয় কথা তাদের মাথায় বোধহয় ঢোকেনি। তারা নিশ্চিন্তে কাটাচ্ছিল।

ইতিমধ্যে জাপান এবং য়ুরোপ মহাদেশের কোন কোন সভ্য জাতিরা চীনদেশে কিছু কিছু স্থান সংগ্রহ করে ব্যবসায় বানিজ্যাদি

আরম্ভ করেছিলেন। তাতে গরীব চীনাদের উপকারও হচ্ছিল, তারা সস্তায় সিগারেট, দেশালাই, বোতাম প্রভৃতি পাচ্ছিল,—ক্রমশঃ অনেক কিছু।

উন্নত ও সভ্য বিদেশীদের ব্যবহার, কথাবার্ত্তা একটু বেসুরো হয়েই থাকে। বিদ্যা বুদ্ধি সভ্যতা—মাষ্টারী না করে পারে না। সেটার উদ্দেশ্য না বুঝলেই মন্দ ঠ্যাকে। একদল চীনাদের তা ঠেক্‌ছিলও। তারা চিরকাল বা জন্মাবধি নিজেদের স্বর্গ হতে প্রেরিত স্বতন্ত্র প্রাচীন জাতি বলেই গর্ব্ব রাখে। জগতকে তারা দিয়েছে অনেক কিছু। তাই বিদেশীদের মোড়লী সইতে পাচ্ছিল না। কিন্তু যুগোচিত উন্নতি না করায় দুর্ব্বল হয়ে পড়েছিল,—জোর করে বিদেশীদের তাড়াবার শক্তিও ছিল না। মিসনরিদের মিষ্ট কথায়, অনেক গরীব চীনা খৃষ্টান হয়েও যাচ্ছিল ও বিদেশীদের চাকুরী স্বীকার করছিল, তাঁদের সহায় ও শক্তি হয়ে পড়ছিল। চীনা-বিদ্রোহীরা তাদের বিদেশীদের দাস হয়ে সাহায্য করতে নিষেধ করে ও বলে—কথা না শুনলে তাদের ঝাড়ে বংশে নির্ম্মূল করা হবে। গরীবরা ও যারা সভ্যদের সাহায্যে উপকৃত হচ্ছিল তারা সকলে সহজে তা শুনতে পারেনি। তাই নিজেদের সেইসব লোককেই বিদ্রোহীরা হত্যা করতে আরম্ভ করে। বিদেশীরা তাদের রক্ষার্থে অস্ত্রধারণ করেন। তখন উভয় দলে রক্তারক্তি চলতে আরম্ভ হয়, তাতে মিসনরিও পড়ে মারা।

এতবড় কথা খৃষ্টান-জগৎ সইবেন কেনো। সভ্য খৃষ্টান দেশে সাড়া পড়ে যায়। সকল দেশের সৈন্যবাহিনী এসে চীনকে ঘেরাও করে ফ্যালে ও যা করতে আসা তাই করে। প্রতাপশালী ইংরাজও না গিয়ে

পারেন না, তাঁরাও ভারত হতে পাঞ্জাবী, পাঠান ডগরা প্রভৃতি পলটন্ সহ উপস্থিত হন। সেই সূত্রে হুকুম মতো আমাদেরও যেতে হয়,—লড়াই করতে নয়,—ফিরতে পারলে বড়াই করতে, আর বেকায়দায় পড়লে—মরতে।

সেটা হবে কেনো?—হয়নি। তাই, চীনে পৌঁছে যে অবস্থা দেখেছিলুম তারি দু'এক কথা আজ লিখছি। আমরা ১৯০২এর শেষার্দ্ধে পৌঁছে দেখি, রক্তারক্তির পালা এক্রপ্রকার শেষ। নেড়া-যজ্ঞি চলেছে অর্থাৎ মিটমাটের নিরামিষ মহাস্ত্র চলছে, তাতে অধম পক্ষের রক্ত শুকোয় মাত্র—দেহটা থাকে। যাঁরা ভেবেছিলেন,—"কারো কিছু তো চাই না, সুতরাং বিরোধের কারণ থাকতে পারে না, নিশ্চিন্ত"—তাঁদের কারো মুখে আর হাসিটুকু পর্যন্ত নাই। যেন সকলেরি সর্ব্বনাশ হয়ে গেছে, বা সর্ব্বনাশ আসন্ন। সকলেই নীরব, চিন্তাকুল, সর্ব্বস্বান্ত। ভাবেনি—উপকার করবার পথ পেলে ভাল লোক ছাড়বে কেনো। ওটা যে ধর্ম্মকর্ম্ম। অজ্ঞানদের প্রতি জ্ঞানবানদের যে কর্ত্তব্য বিস্তর! মা কালীর সিঁদুরের টিপের ভয়ে নীলকমল পালালে চলবে কেনো, ছাড়ে কে? শেষ তার বেয়ালাখানাও চুরমার হ'ল। তাতে হয়েছে কি! দয়া ধর্ম্মের কাজে বাধা দেবার কারো অধিকার আছে কি? কারো সদ্‌বৃত্তির চর্চ্চায় বাধা দিতে নাই।

এ সব জানা থাকলে মিছে দুঃখ করার বা আক্ষেপের কারণ থাকতো না।

চীনেরা নম্বরে আমাদের তেত্রীশ কোটী দেবতার উপর। সেটাও বোধহয় তাদের নিশ্চিন্ত করে রেখে থাকবে। গিয়ে দেখি—আরামপন্থী

রক্ষণশীলদের কলুর বাড়ী, অজ্ঞাত শতাব্দীর সেই ঘ্যানঘেনে ঘানি, মাঠে বলরামের সেই পরিত্যক্ত সনাতন লাঙ্গল, বেশ সপ্রতিভভাবে চলছে। দেখে প্রাণটা আশ্বস্ত হ'ল—আমরাই একা নই, মহতো মহীয়ানও আছেন। —All great men are alike—বাঁচলুম। সান্নিধ্যেই জাপানের নব অভ্যুদয়, তাঁরা আবার সম্বন্ধে জ্ঞাতী, জ্ঞাতিদের শুভেচ্ছাদি আমাদের অজ্ঞাত নয় তো! সুতরাং চীনের অবস্থা আশাপ্রদ বলি কি করে! চীনেরা কিন্তু প্রাচীন কৌলীন্য হেতু জাপানকে তুচ্ছই ভাবে!

অনেক দিনের চিন্তা চেষ্টায় নাকি বেরিয়ে পড়েছে—কোন জাতের ভাল করতে হলে সর্ব্বাগ্রে তাদের অভাব জ্ঞানটি বাড়িয়ে দেওয়া চাই। তারপর আর দেখতে হবে না, বলতে হবে না, নিজেদের চেষ্টাতেই তারা সাতদেশ খুঁজে সে সব জোগাড় করে' নেবে, নিতে বাধ্য হবে।

একবার অভ্যাসটা করিয়ে দিতে পারলে সেটা প্রকৃতিতে পরিণত না হয়ে পারে না। চীনকে তখনো জগতের সুসভ্য সপ্তরথী ঘিরে রয়েছে। দৈহিক পরাজয়ের পর, মানসিক প্রায়শ্চিত্ত আরম্ভ হয়েছে মাত্র। মুখে টুঁ শব্দটী নেই, হাসি নেই, উচ্চকণ্ঠ নেই। কেউ বাড়ীঘর-বিষয় সম্পত্তি, বাপ মা স্ত্রীপুত্র খুইয়েছে। সদাই দুর্ভাবনা—আবার কখন কি হয়!

মিটমাটের ব্যবস্থাদি তখন বেশ ধীরে সুস্থিরে চলতে লাগলো। আর তাড়া কেনো—তাড়া তো নেই, তাড়া কিসের! পূর্ব্বে যা অনাবশ্যক ছিল, সেই সব সুদৃশ্য চিত্তাকর্ষী মনোহরী পণ্যাদিও জাহাজ জাহাজ বন্দরে

এসে ক্রমে চীনাদের অন্দরে প্রবেশ করে আদর পেতে লাগল। কিছুদিনে অভ্যাস পাকা হয়েও গেল। পূর্ব্বের আরাম তো মুকিয়েছিলই, এখন নূতন নূতন আয়েসের বস্তু অনায়াস-প্রাপ্য হোল,—সাবান, সুগন্ধী,—ছাতা, ছুল্, পিন্, পাউডার প্রভৃতি পেয়ে যেন দুঃখ আর রইলো না। সস্তায় স্যাম্পেনের দরিয়া বয়ে গেল। অন্যে এনে দিলে তার চেয়ে আর সুখ কি আছে! সে কথা তো সকলেই বুঝতে পারি, তার মোহে আমরাও তো চিরমুগ্ধ। ভগবানের পরিহাসের প্যাঁচ এমন, অতবড় শিল্পদক্ষ স্বাধীন-জাতির মাথায় কিন্তু এলনা যে, এ সবি তো নিজেরা করে নিতে পারি, শক্তটা কি! সবই রয়েছে, নড়েচড়ে করলেই হয়,—পরাধীনও নই, ঠুঁটোও নই। কারো মঞ্জুরির প্রত্যাশায় হত্যাও দিতে হবে না, কিন্তু তা হবে কেনো! আরাম কতো!

অতবড় বুদ্ধিমান জাতের কেউ যে এই অবস্থাটার কথা ভাবছিলেন না, এমন হতেই পারে না। Dr. সান্‌ইয়াৎ সেন তখন বেঁচে, উপায় চিন্তা নিয়ে পাগলের মতো দেশবিদেশ ছুটোছুটী করছিলেন, লোককে বোঝাচ্ছিলেন,—মানুষের মত বাঁচতে বলছিলেন। নিজের পায়ে দাঁড়াতে উদ্বুদ্ধ করছিলেন। এ যুগে নিজের উদ্যমে নিজের কারখানায় সব করা চাই, নচেৎ বাঁচোয়া নাই। ইত্যাদি।

দেহসর্ব্বস্ব অতিকায় দেশের আর কিছু থাকুক না থাকুক, নানা দল ও বিভাগ বিচ্ছেদের অভাব থাকে না। তাদের একমতে আনতে ভগবানও পারেন না। বজ্রপাৎ ভিন্ন তাদের নিদ্রাভঙ্গ হয় না।

একটা কাণ্ড ঘটায় অর্থাৎ সহসা জাপান মাঞ্চুরিয়া দখল করায়, ও চীনের উত্তমাঙ্গগুলিতে হাত দেওয়ায় আজ চীনের চমক ভেঙে চৈতন্য

এসেছে। এখন সংবাদপত্রে দেখি সেই আরামপন্থী চীন অন্যের বা জাতীর গর্ভে স্বাধীনতাটা গমনোন্মুখ দেখে—যুবা, বৃদ্ধ, স্ত্রীপুত্র পরিজন যোগে এক হয়ে নানা ক্লেশ, নির্য্যাতন, অনাহার, অনিদ্রা, উপেক্ষা করে, জাপানের বিপক্ষে সমরানল প্রজ্বলিত করে লক্ষ লক্ষ প্রাণ বিনিময়ে যে ভাবে লড়ছে, তা আজ জগতের বিস্ময়। সেই নিশ্চিন্ত চীনের আজ দেশজ্ঞান জেগেছে। গত কয় বৎসরের মধ্যে সে যেন শতবর্ষ এগিয়ে পড়েছে—সব দিক দিয়ে। তার অবচেতনার সিংহদ্বার মুক্ত হয়েছে।—আমার দেশ, অন্যে আজ কোন্ অধিকারে নিতে চায়—"আমরা কি মানুষ নই, অন্যের এ দস্যুবৃত্তি সইতে হবে নাকি? অন্যের দাস হয়ে তাদের আদেশ মত থাকতে হবে নাকি?" এখন নাকি এই ভাব।

কিন্তু যুদ্ধাস্ত্র, যুদ্ধের সরঞ্জাম যে নেই, সব যে সায়েন্সের খেলা, কল-কব্জার কৌশল! তা হোক্ লোক আছে, হাত পা আছে, প্রাণ আছে, ইচ্ছা থাকলেই হবে। তা বলে দেশকে পরের হাতে তুলে দিয়ে অন্যের তাবেদার হয়ে থাকতে হবে নাকি? এমন প্রাণ থেকে দরকার! এ জনবলের অর্থ কি? যারা সম্মুখ সমরে অনায়াসে দু'কোটী প্রাণ দিতে পারে, ভগবান তাদের উপায় করেই দেবেন। এইরূপ একটা বিশ্বাসে তারা নেবে পড়ে থাকবে।

তারপর যা হয়েছে ও হচ্ছে, সে সংবাদ সকলেই পাচ্ছেন। সেই চীন এখন ব্রিটন্ আমেরিকা ও রুষের সঙ্গে এক পঁক্তিতে উল্লিখিত ও সম্মানিত। সকলের সম্মিলিত ইচ্ছাশক্তি প্রবল ও একমুখী হলে উপায় এগিয়ে আসে, অসম্ভব সম্ভব হয়। কিন্তু বিভীষণ থাকলে যে হয় না!

চীনের স্মৃতি

চীন-জাপান সংঘর্ষ উপস্থিত হওয়ায়, আজ অনেক কথাই মনে পড়ে। সে প্রায় ৩০ বছর পূর্ব্বের কথা। যখন ১৯০৪ ফেব্রুয়ারীতে রুশ -জাপান যুদ্ধ আরম্ভ হয়, তখন আমরা উত্তর চীনের টিন্‌সিনে উপস্থিত।

দুনিয়ার যত শ্বেতজাতি ১৯০০ সালে বদ্ধপরিকর হয়ে চীনের বিপক্ষে অভিযান করেন, যেহেতু তারা তাদের রাজ্যে বিদেশীর গন্ধ সইতে পারছিল না, ধর্ম্মপ্রচারকদের সদুপদেশ ও সদিচ্ছার কদর্থ ই করে বসেছিল।

চীনারা মহা রক্ষণশীল জাত। তারা নিজের সনাতন আচার বিচার সংস্কার নিয়ে থাকতে চায়। অন্যের মোড়োলী সইতে চায় না। তাদের ধারণা তাদের চেয়ে আবার বোঝে কে? —"তোমাদের কে ডেকেছে,— আমাদের তরে তোমাদের এত মাথাব্যথা কেনো?" তারা বোঝে না,— জ্ঞান বিতরণ, আঁধার মোচন,—মহৎদের ধর্ম্ম। রোগী আর কবে অস্ত্রোপচারে রাজী হয়—কিন্তু অবোধের উপকারের জন্য সেটা জোর করেই করতে হয়।

সহজে বাধা না দিতে পেরে, দুষ্টেরা ক্ষিপ্ত হয়ে শেষে খুনখারাপি করে বসে। তার পরিণাম,—সমগ্র শ্বেতজাতি রোষে রাঙা হয়ে চীন অভিযান করেন, এবং অস্ত্রোপচারও আরম্ভ হয়।

সেই সূত্রে এই শিষ্টেদেরও অর্থাৎ আমাদেরও ডাক পড়ে। অভিযানে জান দেবার মত প্রাণ নিয়ে নয়, বরং প্রাণটা যাতে ঘরে ফিরে আসে, তাই

কেউ রাম, কেউ আল্লা, কেউ দুর্গা, কেউ মা কালীর কাছে সকাতর পিটিসন্ পেস্ করে পা বাড়াই। প্রাণভয়ে ডাকগুলো বোধহয় বেসুরো বলেনি,—ঠাকুরদের কানে ধরেছিল।

পৌঁছে দেখি,—অষ্টবজ্র অনেক চীনেকে স্বর্গে পাঠিয়ে চট্‌পট্ বালাই মিটিয়ে ফেলেছে—স্থানে স্থানে পঞ্চভূত পচছে, একটু আধটু দুর্গন্ধ ছাড়চে মাত্র। এখন লড়াই চলছে লেখাপড়ার, অর্থাৎ প্রতিপক্ষকে মাৎ করবার মত চালের ও ছলের।

আমরা বিজয়ীর মত, উপস্থিত হয়ে, চীনেদের ফেলে-পালানো সাজানো বাড়ীতে আরামসে শয্যা পাতলুম। তাসের খোঁজ পড়লো। আমরা রাজবাড়ীর আমলা, সাজসজ্জা আহার্য্যের অভাব নেই প্রাচুর্য্যই সমধিক। আপিসের কাজ মামুলি; অভাব কেবল—জলখাবার ঘরে—ভোলা বেটা নেই যে গুড়ুক খাওয়াবে, আর মাসকাবারে হাসতে হাসতে হুঁকোটী হাতে দিয়ে সাড়ে সাত টাকার সিঙাড়া আর রসগোল্লার ফর্দ্দটা শোনাবে!

ফাঁক পেলে পাছে বাড়ীর চিন্তা আসে—কেউ তো আর পরিবার plus তিনটি কাচ্চাবাচ্চার কম ফেলে আসেন নি, বরং তদতিরিক্ত (অধুনা আশঙ্কা কমলেও) posthumousএর দুশ্চিন্তাও ছিল,—তাই ফাঁক মারবার জন্য club, টেনিস্—তাস প্রভৃতিও ক্রমে অবলম্বনে দাঁড়ালো। এই 'ফাঁক-ভরাট কল্পে সপ্তাহে সপ্তাহে টি-পার্টিও চললো। ফলকথা, লড়াই ক্রমে 'লাক্‌সারিতে' এসে গেল। কেবল অসুবিধা হোল, 'ফলোয়ার' আর চাকর বাকর নিয়ে। মদের ডিউটি না থাকায়, বাসায় ফিরে তার বিউটি দেখতে হোত নিত্যই—তারা হুইস্কি আর

ছুঁতোনা,—সেটা তাদের কাছে তখন ছোটলোকের খাদ্য ;—সাত-সিকের শ্যাম্পেন্ মেরে সব লাশ্। কাজেই চীনে-বয় (boy) রাখতে হয়।

যিনি পাঠশাল পেরিয়ে কোনদিন একপৃষ্ঠা বাংলা লেখেননি, তিনিও এখানে regular সাহিত্যচর্চ্চা করতে বাধ্য হন। চীনেরা মস্ত বাবু-জাত, তাদের চিঠির কাগজ, নানা চিত্রে-বর্ণে সুরঞ্জিত,—roll হিসাবে বিক্রি হয়। বড় বাড়ীর মানত-প্রাপ্ত দুষ্প্রাপ্য সোনার চাঁদ ছেলেদের সেকেন্দরী কোষ্ঠীও অতবড় হয় না। প্রতি সপ্তাহে মেল (mail) যায়। প্রত্যেকে সেই (Mail-day) মেল-ডে তে ৩।৪ ঘণ্টা একাগ্র মনে সেই রোল্ মেলে সাহিত্যচর্চ্চায় নিবিষ্ট হন। তখন হতাশের আক্ষেপের বিশিষ্ট লাইন-গুলির খোঁজ পড়ে। 'ভগ্নহৃদয়' নিয়ে স্মৃতি চর্চ্চা চলে, এবং 'সুখের লাগিয়া এ ঘর বাঁধিনু' কাজে লাগে।

এই ভাবে দিনগুলি মন্দ কাটছিল না। এমন সময় অকস্মাৎ রুষ-জাপান যুদ্ধের উৎপাত সকলকে চমকে দেয়। এত সুখ সইবে কেন!

টিন্সিনে তখন জগতের সব লড়ায়ে-জাতগুলিই উপস্থিত। প্রত্যেকে বেশ খানিকটে করে যুৎসই জায়গা দখল করে বসে আছেন। কিন্তু ৭ই ফেব্রুয়ারী রুষের একটী প্রাণীকেও টিন্সিনে আর দেখতে পেলুম না। শুনলুম রাতারাতি তারা কোথায় সরে পড়েছে। জাপানীরা ব্যস্ত হয়ে বেড়াচ্ছে তাদের খোঁজে। আশা উত্তেজনা উৎসাহ—তাদের সবার মুখে সুস্পষ্ট। টাকুরোডেই (Taku Road) জাপানী দোকানদার ও ব্যবসাদারের আড্ডা :—মণিহারী, ষ্টেশনারী, মিসলেনিয়াস্, ছবি, সিগারেট, রেশমীফুল, পাখা, মাদুর প্রভৃতির ব্যবসায়ই বেশী। আজ

বেচা-কেনা বন্ধ, সেদিকে তাদের মনই নেই। কেহই চিন্তিত বা বিমর্ষ নয়, মুখে বরং ক্রূর হাসি।

কয়েকমাস পূর্ব্বে 'ওকুমুরাকে' (একটি জাপানী ছেলে) যেদিন আমাদের বাসায় প্রথম দেখি,—তাকে অত্যন্ত দুরবস্থাপন্ন, মলিন, দীন জাপানীযুবক—beggar boy বলাও চলে—ভাবেই পেয়েছিলুম। পরিচয়ও তাই পাই। রুমালে বাঁধা একটী কাগজের বাক্সে কতকগুলি সিগারেটের প্যাকেট নিয়ে এসে অভিবাদনান্তে সবিনয়ে জিজ্ঞাসা করে—

—" আপনি সিগারেট ব্যবহার করেন কি ? "

" করি, " শুনে জিজ্ঞাসা করে "কোন্ ব্র্যাণ্ড্ ?"

বলি—" জাপানের পিকক্ ব্র্যাণ্ড।"

শুনে সুখী হয়ে বলে—"আমার কাছে নিতে আপনার আপত্তি আছে কি ? নিলে আমাকে সাহায্য করা হয়। আমি অত্যন্ত গরীব, এক দোকানদার বন্ধু আমাকে এই বাক্সটী বেচতে দিয়ে সাহায্য করেছেন, লাভ নেবেন না ; বিক্রি করে তার ন্যায্য দাম তাকে ফিরিয়ে দিলে, আবার মাল পাবো ;" ইত্যাদি।

বাসায় আমি ও আমার অফিস-বন্ধু শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র মজুমদার থাকতুম এবং দুজনে কম্‌সে কম্ দশ ডলারের (চীনের ডলার তখন ১৷৵০ করে) সিগারেট্ পোড়াতুম। উত্তর-চীনের হাড় ভাঙা শীতে—স্নানাহার আর নিদ্রার কয় ঘণ্টা ছাড়া, টানের বিরাম ছিল না।

ওকুমুরা বড় খদ্দেরই পেলে। তিন চার মাস নিয়মিত নিজে এসে দিয়ে যেত। পরে টাকুরোডে একখানি ছোটখাটো দোকান খোলে। সেখান থেকেও বিস্কুট, মাখন, কাগজ, সিগারেট, এসেন্স প্রভৃতি

নিতে আমরা বাধ্য হই, ছোকরাটির অনুনয় বিনয় এড়াবার উপায় ছিল না।

রুষ জাপান যুদ্ধ আরম্ভ হবার সপ্তাহ দুই তিন মধ্যে, সে একদিন তার বিধবা মা'কে সঙ্গে করে আমাদের বাসায় এসে উপস্থিত।

"কি খবর",—জিজ্ঞাসা করায় শুনলুম, সে যুদ্ধে যেতে চায়, কিন্তু তার দৃষ্টিশক্তি দূরপ্রসারি নয় বলে, ডাক্তার তাকে পাস্ করেনি। এই কথা বলতে বলতে তার চোখ ছলছলিয়ে এলো।

বললুম,—"বেশতো দোকান করচ',—ইচ্ছে করে যুদ্ধে যাওয়া কেনো? সকলকেই কি যুদ্ধে যেতে হবে? তোমার মা বৃদ্ধা—তাঁকেও তো দেখা চাই।"

শুনে সে নিজে কিছু বললে না, আমার কথাগুলি মাকে শোনালে। মা কাঁদো কাঁদো হয়ে বললে, "আমার আর এক ছেলে আছে, তার বয়স মাত্র ১৫, তাকে ওরা পাঠাবে না—সে দোকান দেখতে পারে। আমার উপযুক্ত ছেলে থাকতে সামান্য কারণে সে এই বিপদের সময় দেশের কাজে লাগবে না? আমি মুখ দেখাবো কি করে? আপনি দয়া কোরে এমন ভাবে কিছু লিখে দিন যাতে ওকুমুরার যাওয়া হয়। সে অন্য কেন্দ্রে গিয়ে দরখাস্ত দেবে।" ইত্যাদি বলে কেবলই হাতজোড় করতে লাগলো।

যার মা এই কথা বলে, তার ছেলেকে আর বোঝাব কি? সুরেশ ভায়া বললেন—"বাঁড়ুয্যে ওরা বাঙালী নয় যে ২৫ টাকার কেরাণী হয়ে বেঁচে থেকে বাপের নাম বজায় রাখবার কথা নির্ল্লজ্জের মত মুখে আনবে,—এখানে গয়াও নেই যে পিণ্ডি দেবার পরোয়ানা আছে। ওদের দেশ আছে, দেশের জন্য প্রাণও আছে। পারো উপায় করে দাও।"

১৮ বছর বয়স থেকে দরখাস্ত লেখার মক্সই করা হয়েছে। ফল হোক না হোক—মাথা ঘামিয়ে মুস্থবিদে করে, লম্বা এক দরখাস্ত লিখে দিলুম।

দরখাস্ত হাতে পেয়ে ওকুমুরা বললে—Bless me Lama. (বেশী পরিচিতেরা আমাকে Lama—'লামা' বলতো)—তখন আমাদের মনের অবস্থা—"এরা গেলে যে বাঁচি!" যাক্—তারা খুসী হয়ে, হাঁটু গেড়ে অভিবাদন জানিয়ে 'বানজাই' Victory, বলে চলে গেল। অবাক্ হয়ে ভাবতে লাগলুম,—"দেশ কাকে বলে জানি না, কিন্তু এক ছটাক জমি নিয়ে খুনোখুনি,—মামলা মকর্দ্দমা করে থাকি—এবং তার জন্য ঘরের পয়সা পরকে দিয়ে সর্ব্বস্বান্ত হয়েও থাকি। ১৯ বছরের ছেলে সাধ করে কাঁচা মাথা দিতে চায়! পাঠায়নি বলে' মা কাঁদে! স্বপ্ন, না গল্প, না অভিনয়?"

স্থরেশ ভায়া বললেন—"এতো ফ্যাসাদও জোটাতে পারো, কোনদিন তুমিই মজাবে বাঁড়ুয্যে"...—

"মরতে যাবে যাক্—আমাদের বাসায় ক্যানো? মাথাটা খারাপ করে' দিয়ে গেল। ও মাগী ওর মা নয়। তুমি উচ্ছুগ্‌গু করে দিলে, এ পাপ তোমাকেও অর্শাবে। রুষের এই তোড়ের মুখে ও গেছে কি মরেছে"—

শুনে শিউরে উঠলুম! এ সব আধ্যাত্মিক কথা তো আমার মাথায়ই আসেনি? স্থরেশ তো সত্যি কথাই বলেছে, আমিই তো ওকে মরতে সাহায্য করলুম।"

ব্যাপারটার গুরুত্ব, বেলার সঙ্গে বেড়েই চললো,—যেন কি মহাপাতক করা হয়েছে। একথা একবারও মনে হোল না যে, সে নিজের দেশের

জন্যে যুদ্ধ করতে যাচ্ছে—যেটা তার অবশ্য কর্তব্য। কিন্তু আমাদের কাছে ও কর্তব্য কোন পুরুষে দেখা দিয়েছে কি যে, তার সত্যকার spiritটা সহজে অনুভবে আসবে? সারাদিনটা মনমরা হয়েই কাটলো।

আমাদের বাসাটা ছিল "North China Indian Recreation Club"এর গায়েই। ক্লাবে আড্ডা দেবার পর বাঙালী বাবুরা আমাদের বাসা হয়ে ফিরতেন। সে রাতেও দু'জন এলেন।

রুষ-জাপান যুদ্ধের কথাই চললো। জাপান জলে স্থলে ক্ষিপ্তের মতো লড়াই লাগিয়েছে—মরিয়ার মত এগুচ্ছে, কোন বাধাই তাদের কাছে বাধা নয়। কোরিয়া ভেদ করে যাবে তাদের আপত্তি শুনবে না। সব জাতই সাগ্রহে সেটা লক্ষ্য করছে।

সবার চেয়ে সমস্যা ইংরাজদের,—তাঁরা জাপানের সঙ্গে সন্ধিসূত্রে ally—বন্ধু। আবশ্যক হলে পরস্পরকে সাহায্য করতে উভয়ে বদ্ধ ও বাধ্য। কি হোটেলে, কি অফিসে, কি ক্লাবে ওই কথা, ওই প্রসঙ্গ, অবশ্য সন্তর্পণে ফিস্ ফাস্। গোল বেঁধেছে—রুষ য়ুরোপের শ্বেত জাতি হয়ে। জাপানীরা এসিয়ার লোক, রংয়েও নিকৃষ্ট,—তার এ ধৃষ্টতা কেনো? স্পর্দ্ধারও সীমা আছে। —তাই তো…এই ভাব।

একে নবোদ্যম, তায় যুদ্ধের প্রথম মুখ, জাপান উন্মত্তের মত ছুটেছে। দেখতে দেখতে সংগ্রাম জেঁকে উঠলো, দিন দিন ভীষণ আকার ধারণ করতে লাগলো। জাপান এগুচ্ছে—এ সংবাদটা কারুর বড় উপভোগ্য হচ্ছিল বলে টের পাওয়া যাচ্ছিল না।

যাই হোক্—আমাদের কিন্তু মুখ ও বুক দুই শুকোচ্ছিল, যেহেতু আমরা allyর—দাস, পাশ কাটাবার পথ নেই। মরার বাড়া গাল নেই বটে, সেটা

দেশে হলেও সম্ভব হতে পারতো, এখানে চাকরী ছেড়ে এক সমুদ্রে ঝাঁপ দেওয়া চলে।

বেলঘর নিবাসী অমূল্যধনবাবুই টীকা টিপ্পনীসহ এই সব সংবাদ শোনাচ্ছিলেন। তিনি পেকিনে থাকতেন, মধ্যে মধ্যে টিন্‌সিনে আসতেন, কারণ হেড্‌ অফিস ছিল টিন্‌সিনে।

অমূল্যবাবু ছিলেন বেশ কাজের লোক; দশজনকে নিয়ে চলতে পারতেন। লোককে সাহায্য করতে, সাহস, আশা ও সান্ত্বনা দিতে তৎপর। বিদেশে বিপদের মধ্যে এরূপ একটী লোক মেলা কম কথা নয়। ভয় লাগিয়ে দিতে যেমন, আবার তার কাটান-ছিড়েন বাতলাতেও তেমনি। পেকিনে Legation দূতাবাসগুলির অধিষ্ঠান। সুতরাং অমূল্যবাবুর কাছে সকলেই সঠিক সংবাদের আশা করতো, তিনিও গম্ভীরভাবে বেশ মাতব্বরের মতো শোনাতেন। আজ "চীনযাত্রীর" খ্যাতনামা চাটুয্যেও হাজির। সে ছিল মহাভীতু লোক,—পরিবার কাছে না থাকলে সম্পূর্ণ অসহায়, একদম বেকাম ও অচল। কাপড়ের গুদোমের (Clothing Storeএর) ভার পড়েছিল তার উপর। লক্ষাধিক টাকার গরম পোষাক পরিচ্ছদের বিলিব্যবস্থা তার হাতে। তায় সে বিষম সন্দিগ্ধচিত্ত, সর্ব্বদাই কে কি সরালে—এই চিন্তা। চীনেকুলিরা ভয়ঙ্কর চোরও। সে বোলতো—"পরিবার কাছে থাকলে আমায় কিছু দেখতে হোত না, কাপড় গোছাতে, কাপড়ের হিসাব রাখতে ওরাই ভাল পারে। একখানা রুমাল কেউ সরাক দিকি!" কথাটা অস্বীকার করতে বোধহয় বাঙ্গালী জজেরাও সাহস পাবেন না।

চাটুয্যে একপাশে একখানি চেয়ারে চুপটি করে বসে রাবণের চিতার

মত জ্বলন্ত ষ্টোভটার দিকে হাঁ করে উদাস ভাবে চেয়ে অমূল্যবাবুর কথা শুনছিল। মধ্যে মধ্যে দীর্ঘনিশ্বাসও ছাড়ছিল। সেই সঙ্গে একবার মধুসূদন নামটি কণ্ঠ ছেড়ে বাইরে বেড়িয়ে পড়ায়, অমূল্যবাবু বললেন—"এটা মধুসূদনের এলাকার বাইরে চাটুয্যে, এখানে নিত্য দেবতার নাম বদলায়, Brigade orderএ যা বলে দেয় সেইটী স্মরণ রাখা চাই, আজ··· ইত্যাদি।

অসময়ে সহসা গুড়ুম করে বন্দুকের আওয়াজ হওয়ায়, সকলে চমকে গেলুম, কথা থেমে গেল। সত্রাসে চাটুয্যে দাঁড়িয়ে উঠে কাতর কণ্ঠে জিজ্ঞাসা কল্লে—"কি বাঁড়ুয্যে মশাই ? বন্দুক ছোঁড়ে কেনো ?"

অমূল্যবাবুই জবাব দিলেন—"আজকাল বড় কড়াকড়, বোধহয় কেউ Challengeএর জবাব দিতে পারেনি, তাকে গুলি করলে"······

চাটুয্যে কম্পিত কণ্ঠে বললে—"পারেনি বলে' একেবারে মেরে ফেলবে নাকি ?"

"ফেলবে না ? শত্রুপূরী, কে কি উদ্দেশ্যে চলেছে, কে জানে ?—তাই তো বলছিলুম—Watch-wordই এখানকার দেবতার নাম। আজকের মহামন্ত্র জানা আছে তো ? মনে কোরে রাখ—Robbers"·········

চাটুয্যে আমার দিকে চেয়ে বললে—"আমি আজ এইখানেই থাকব বাঁড়ুয্যে মশাই"·········

"বেশতো সেই ভাল্যে"·········

অমূল্যবাবু দেখতেও যেমন, হাতে বহরেও তেমনি,—সাহসী ও নির্ভীক। চাটুয্যেকে বললেন—"চলো না আমি পৌছে দিয়ে যাচ্ছি"·········সে গেল না।

অমূল্যবাবু উঠে দাঁড়িয়ে ছিলেন, বললেন "বাঁড়ুয্যে মশার কি শরীর ভালো নয়? তেমন কথা নেই, একটা সিগারেট টানতেও দেখলুম না"…

সুরেশ তাড়াতাড়ি বললে—"ও-আপনি শোনেন নি বুঝি! উনি যে আজ একটী ভারী গর্হিত কাজ করে ফেলেছেন,—একটি ১৯ বছরের ছেলেকে যমের মুখে ঠেলে দিয়েছেন।" এই বলে সকালের ঘটনা শোনালে।

রাত হয়েছিল—অমূল্যবাবু তার ওপর আর কারুকার্য্যের চেষ্টা না পেয়ে—সংক্ষেপেই সারলেন; বললেন,—"তাতে হয়েছে কি? তা'হলে কুরুক্ষেত্র বাধাবার কর্ত্তার মহাপাতক রাখবার স্থান মি'তো না। দু'দিন অপেক্ষা করলেই দেখতে পাবেন ও জাতির মহিরাবণটি পর্য্যন্ত দেশের জন্য প্রাণ দিতে ছুটবে—এখনি হয়েছে কি? ওদের প্রত্যেকটী বামন-অবতার।" এই বলতে বলতে বেরিয়ে গেলেন।

চাটুয্যের দুঃখের কাহিনী ও বাড়ীর অবস্থাদি শুনতে এবং সঙ্কট সময়ের কর্ত্তব্য স্থির করতে অর্দ্ধেক রাত কেটে গেল। সে বোধ হয় ঘুমুতে পারেনি। শুনলুম, ভোর হতেই নিজের গুদোমে চলে গেছে।

ক্রমে একটা চিন্তার ও আতঙ্কের ভাব সকলের মনেই দিন দিন সুস্পষ্ট হতে লাগলো।

জাপানের জয় প্রার্থনাটাও সঙ্গে সঙ্গে সকলে তখন করতে লাগলেন, পাছে allyর না টান ধরে। কাছে লোক মজুদ থাকতে দূরে তো আর খুঁজতে হবে না। তা ছাড়া জাপান তখন সমুদ্রময় 'মাইন' ছড়িয়ে ফেলেছে। জলপথ বিপদসঙ্কুল, জাহাজ চলাচল নিরাপদ নয়। হাতের পাঁচ নিয়েই খেলতে হবে।

জলে স্থলে সংগ্রাম তখন তুমুল দাঁড়িয়েছে। এই বজ্র-বাঁটুলের জাত রুষকে নিত্যই ঠেলে নিয়ে এগুচ্ছে—সকলে সবিস্ময়ে চেয়ে আছে! আপিসের কাজকর্ম্ম 'নেম' রক্ষায় চলেছে; সারাদিনই সংবাদপত্র আর বুলেটিন বেরুচ্ছে, টেলিগ্রাম্ আসছে। উপরন্ত আমাদের 'রয়টার'—বাবুর্চ্চি, খানসামা আর প্যায়দাও আছেন। তারা রিপোর্টগুলো এমন মুখ করে, শোনায়—পীলে চমকে দেয়, রক্ত শুকোয়! বড় সাহেবদের Table talk নাকি তাদের Stock; শুনে আমরা তটস্থ।

জাপানীরা যখন যুদ্ধযাত্রা করে, তারা ফেরবার জন্য যায় না—জয়ের জন্যই যায়। তারা লোক বাঁচিয়ে লড়বার কায়দাকানুন মানে না—সে হিসেব রাখে না। যুদ্ধ জয় করতে হবে, এই মাত্র জানে ও মানে। সুতরাং তাদের হটাবে কে? Honourable retreat শুনলে ঘৃণা-ব্যঞ্জক হাসিই হাসে। কিন্তু সুসভ্য দেশের বড় বড় জেনারেল ও ধুরন্ধরেরা এটাকে মূঢ়তা বলেন! এই মূঢ়তাই রুষকে কোণ-ঠাসা করেছিল।

কয়েক মাস তখন কেটে গেছে। এই মৃত্যুলীলা অনেকটা সয়ে সহজ হয়ে এসেছে।—বড় বড় বীরের বীরত্ব কাহিনী এবং নগণ্য সাধারণের মহত্ত্ব তখন "কিং-কোডো" কোম্পানীর সচিত্র মাসিকের মার্ফৎ সবিস্ময়ে পড়া যাচ্ছে, আর দেশ জিনিষটা কি ও দেশ-প্রাণতা কাকে বলে, দেশপূজার মন্ত্র ও উপকরণ কি, দেখা যাচ্ছে। এই অদ্ভুত-কর্ম্মারা যা দেখাচ্ছে তাই অভূতপূর্ব্ব।

অন্যান্য লড়ায়েজাতের অভিজ্ঞেরা বলছেন,—"ট্রান্সভাল্ যুদ্ধের বুয়োরদের রীতি নীতি এরা অত্যল্প সময়ে আয়ত্ব করে কাজে লাগাচ্ছে। শ্রম, কষ্টসহিষ্ণুতা ও অধ্যবসায়ই এদের প্রধান অস্ত্র ও মূলমন্ত্র। অধিকন্তু

এদের মধ্যে প্রাচীন সামরিক প্রবাদ ও ক্ষত্রবীর্য্য বর্ত্তমান, তাই আজো······
কিন্তু·········ইত্যাদি।

অহরহ এই বিরাট হত্যাকাণ্ডের আলোচনার মধ্যে ওকুমুরার নাম মাথা থেকে মুছেই গিয়েছিল। তাদের 'টাকু-রোডের' দোকানও উঠে গেছে।

একদিন অপিস থেকে বাসায় ফিরে দেখি আমার নামে একখানা ছবি-কার্ড বা ছবি-পোষ্ট-কার্ড এসেছে। সেটা বোধকরি আগষ্ট মাস। সামান্য দু'ছত্র লেখা। পড়ে দেখি—ওকুমুরা লিখেছে—

Oh—How pretty Japans Victory and Lady—

From—y—Okumura—

Newchwang—

নিউচাং স্থানটি 'পোর্টআর্থারের' সন্নিকট।

যাক্—বাঁচলুম, ছেলেটা বেঁচে আছে। আরো দু'মাস পরে হারবিন্ থেকে আর একখানা পাই। তারপর আর পাইনি।

পত্র দু'খানি প্রায় ৩০ বছর আমার কাগজপত্রের মধ্যেই পড়েছিল। দ্বিতীয়খানি আজ দেখতে পাচ্ছি না, প্রথম কার্ডের টিকিটখানিও ড্যাম্প লেগে কোথায় খসে পড়েছে।